



Government of West Bengal
Office of the Principal
Kabi Jagadram Roy Government General Degree College
MEJIA – 722143.

(On NH-60),
Mejia, Distt. Bankura
West Bengal.
Phone: +91-3241-250250
E-mail: kjrggdcmejia@gmail.com
Web: www.kjrggdc.ac.in

Research activities of the teaching faculties

Details of research papers published by teaching faculties (all the present/ transferred/retired faculty members) in the Journals notified on UGC CARE list.

Sl. no.	Title of paper	Name of the author/s	Department of the teacher	Name of journal	Calendar Year of publication	ISSN number	Page number for reference	UGC Care listed
1	Maikeler bibaho, Modhusudaner Dampaty	Kalyan Mukherjee	Bengali	Krittibas	2024		1-3	YES
2	Rabon: Balmiki theke Modhusudan, Sristir nana dik	Kalyan Mukherjee	Bengali	Nibodhato	2024	0972-4877	4-10	YES
3	Dukhumia theke Nazrul, Jantronar Itikatha	Kalyan Mukherjee	Bengali	Tobu Ekalabya	2023	0976-9463	11-13	YES
4	Revisiting the role of Muslims of Burdwan Districts in Indian Independence Movement:1905-1935	Pradip Kumar Das and Samim Rahaman Molla	History	Education and Society	2023	2278-6864	14-19	YES
5	Betalponchobingshoti Bonam Betalpochchisi	Dr. Rabin Ghosh	Bengali	International journal of Integrated Research and Development	2023	2278-8670	20-22	YES
6	Abstract of PhD Synopsis: Financial Inclusion and Quality of Life: A study in India with special reference to West Bengal	Avisek Sen	Commerce	Journal of the Department of Commerce	2022	2349 -9494	23-24	YES
7	Tinti Uponyaser Alope Samaj O Narishiksha	Indrani Hazra	Bengali	Antarmukh	2022	2249-3751	25-30	YES
8	Saronjiter Uponyase prem, samprotik samoyer kathakota	Kalyan Mukherjee	Bengali	Antarmukh	2022	2249-3751	31-33	YES
9	Speech and Silence as Means of Violence against Women: A Critical Study of Vijay Tendulkar's Silence! The Court is in Session and Manjula Padmanabhan's Lights Out	Sutista Ghosh	English	Sahityasetu (A Peer-reviewed Literary e-journal, Year-11, Issue-1, Continuous Issue-61, January-February 2021)	2021	2249-2372	34-40	YES
10	Exploring the 'Uncanny' in Angela Carter's "The Bloody Chamber"	Sutista Ghosh	English	Litterit (Issue-91, Volume-47, Number-1, June-2021, pp 176-	2021	0970-8049	41-44	YES




Officer-in-Charge
Kabi Jagadram Roy Govt. General Degree College
Mejia-722143 Dist-Bankura, W.B.



Government of West Bengal
Office of the Principal
Kabi Jagadram Roy Government General Degree College
MEJIA – 722143.

(On NH-60),
Mejia, Distt. Bankura
West Bengal.
Phone: +91-3241-250250
E-mail: kjrggdcmejia@gmail.com
Web: www.kjrggdc.ac.in

				182.				
11	Barbara Kingsolver's Prodigal Summer: An Ecofeminist Approach	Sutista Ghosh	English	Sahityasetu (A Peer-reviewed Literary e-journal, Year-11, Issue-4, Continuous Issue 64.	2021	2249-2372	45-61	YES
12	Bangla Kathasahitye Prakritik O Manuysasrishto Duryoger Pratifalan	Indrani Hazra	Bengali	Ebong Mohua	2021	NA	62-65	YES
13	Supokar Rabindranath	Kalyan Mukherjee	Bengali	Tobu Ekalabya	2020	0976-9463	66-68	YES
14	Indigeneity in a Nationalist Context: Exploring Alternative Modernity in Upendrakishore Raychaudhuri's Popular Science Writings	Sutista Ghosh	English	Drishti: the Sight (A Referred Peer-reviewed Bi-annual Research Journal of English Literature/ Assamese Literature/ Folklore/ Culture, Vol. IX, Issue II	2020	2319-8281	69-71	YES
15	Gandhir Bhavnay Jisu Christa O Christian Dharma	Siba Prasad Chaudhury	Philosophy	MS Academic Journal	2020	2229-6484	72-76	YES
16	Study of an eco-epidemiological model with predator switching	S Biswas, Md Yasin Khan, S Samanta	Mathematics	Journal of the Calcutta Mathematical Society	2019	2231-5314	77-78	YES
17	Some Philosophical and Metaphysical Exposition of Physics in Ancient India	Siba Prasad Chaudhury	Philosophy	Nabyasrote	2019	2249-8133	79-81	YES
18	Narir samajik protibondhokota : 'Prantororngo' o 'Shikhar theke shikhare'	Indrani Hazra	Bengali	Nababi	2019	2394-6431	82-84	YES
19	Bharat Chharo Andolane Bardhaman Zella Ebang Muslim Samaj	Samim Rahaman Molla	History	Journal of Emerging Technologies and Innovative Research	2019	2349-5162	85-87	YES
20	The Characteristics and Significance of Solar Modulation on the Terrestrial Atmosphere	Aloke Kumar Das	Physics	International Journal of Scientific Research and Review	2018	2279-543X	88	YES
21	Conceptualizing the Linkages between Financial Development, Human Development and Income Inequality: Cross-Country Evidences.	Avisek Sen & Dr. Arindam Laha	Commerce	International Journal of Financial Management	2018	2229-5682	89-91	YES
22	Bidrohi Paramparay Narir Bibartan : 'Khona Mihirer Dhipi'	Indrani Hazra	Bengali	Ajker Jodhan	2018	0871-5819	92-94	YES
23	Justified Violations insights from Media Ethics	Arpita Chauni	Philosophy	Bhasapath	2018	24559512	95-98	YES




Officer-in-Charge
Kabi Jagadram Roy Govt. General Degree College
Mejia-722143 Dist-Bankura, W.B.

বুত্তি বাঙ্গা

১৬ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রা সংখ্যা দাম ১৫০ টাকা

সা হি ত্য স ং খ্যা

দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন

• কৃতি বাসী মেগা •

- ১৪ মধুসূদনের আত্মকথন অমিত্রসুদন ভট্টাচার্য
২০ বধকাব্যধারায় মধুকবির উত্তরাধিকার সায়ন্তন মজুমদার
২৩ মধুসূদন-ই চরিত্র : নাটকে ও উপন্যাসে
অশোককৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
২৭ প্রেমের নিগড় গড়ি সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২ মধুসাহিত্য চরিত্রাবলী সুজিত কুমার বিশ্বাস
৪৩ সুন্দরের পুনর্নির্মাণ : মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
শুচিস্মিতা দাস
৪৬ মধুসূদনের চিত্তাজগৎ হিন্দোল ভট্টাচার্য
৪৯ ধ্রুপদী মধুসূদন ও লৌকিক মায়াবী কমলকুমার
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
৫২ বীরাজনা কাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ভাস্করী মুখোপাধ্যায়
৫৬ মধুসূদনের সনেটে পুরাণ মহাকাব্যের চরিত্র
গৌতম মুখোপাধ্যায়
৫৯ মিথ ও মেঘনাদবধ কাব্য মানস মজুমদার
৬১ শ্রীমধুসূদনের কাব্য কবিতার রূপবল্লভ
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
৬৪ মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা পাঠ পরিক্রমা বিকাশ পাল
৬৮ রাজনারায়ণের 'রত্নাবলী', অনুবাদে মাইকেল মধুসূদন
ছবি সরকার
৭৩ ক্যাপটিভ লেডী : বেথুন সাহেবকে মধুসূদন অশ্বষা খান
৭৬ মধুসূদনের উজ্জ্বল সৃষ্টি : বীরাজনা কাব্য বিনতা রায় চৌধুরী
৮১ যুগোত্তীর্ণ আধুনিকতার প্রথমতম দিগদর্শী : মধুসূদন
সংহিতা চক্রবর্তী
৮৪ মধুময়তায় মোড়া অঙ্গনা-কথন রূপা দাস ভট্টাচার্য
৮৬ মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, ফিরে দেখা সুতৃষ্ণা ঘোষ
৮৮ ফিরে দেখা 'শর্মিষ্ঠা' আশুতোষ বিশ্বাস
৯১ চতুর্দশপদীতে বিশ্বসাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ দেবশিশু ভট্টাচার্য
৯৬ মধুসূদন : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব তাঁর পত্রাবলীতে
সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৯ মাইকেলের মেয়েরা শম্পা ভট্টাচার্য
১০২ মাইকেলের বিবাহ, মধুসূদনের দাম্পত্য কল্যাণ
মুখোপাধ্যায়
১০৭ পঞ্চকোটে মধুসূদন সমীরণ দাস
১১১ নির্বাচিত পত্রাবলী : বিদ্যাসাগরকে মধুসূদন
অনুবাদ : সুশীল রায়, টীকা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়
১১৮ মধু-রসে রিলিফ : বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ উজ্জ্বল গরাই
১২০ মেঘনাদবধ শব্দ-রহস্য মৌসুমী তরফদার
১২৩ মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর : বাঙালির আধুনিকতার দুই
পুরুষের সম্পর্ক কৃষ্ণালক্ষ্মী সেন

কৃতি বাস

- ১২৬ সাম্প্রতিক উপন্যাসে মধুসূদন দত্ত কমলিকা রায় দত্ত
১২৮ হেক্টর বধ : গ্রিক উপাখ্যানে মধু-র স্পর্শ সায়ন সেনগুপ্ত
১৩১ মধুসূদনের রিজিয়া অংশুমান পাল
১৩৩ মাইকেল মধুসূদন দত্তের বৌদ্ধিক অগ্রগমন মঞ্জুলা বেরা
১৪০ বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ : একটি পর্যালোচনা মৌসুমী রথ
১৪৩ পত্রলেখক শ্রীমধুসূদন, প্রাপক যখন রাজনারায়ণ
সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়
১৪৭ প্রতি প্রসঙ্গে কেঁপে ওঠে সভ্যতা : মধুসূদনের প্রথম প্রহসন
নীলাদ্রি নিয়োগী
১৪৯ মেঘনাদের মধ্যে অবতরণ অংশুমান ভৌমিক
১৫৩ আজ যদি তরঙ্গ মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতা লিখতেন
অনুপম মুখোপাধ্যায়
১৫৫ মধুসূদন বিষয়ক নির্বাচিত গ্রন্থ ও তাঁর গ্রন্থাবলী
দেবশিশু ভট্টাচার্য
১৫৭ মাইকেল মধুসূদন দত্তের ক্যাভিটিভ লেডি ও
সমকালীন প্রসঙ্গ সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বই আলাচনা

- ১৬১ সমীরণ দাসের 'মধুময় তামরস' : মহাকাব্যিক আখ্যান
খসরু পারভেজ

সাহিত্য কৃতি বাস • ও কৃতি বাসী বৈঠক •

- ধারা বাহিক স্মৃতি কথা
১৬৬ শান্তিনিকেতনে ষাট বছর
অমিত্রসুদন ভট্টাচার্য
ধারা বাহিক আত্মজীবনী
১৭১ জীবনের আঁকিবুকি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ধারা বাহিক উপন্যাস
১৭৯ উপমা কালিদাস্য তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৪ সংবাদ : স্মরণ

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত দত্ত

কৃষ্ণি বাসী মে গা ২৪

মাইকেলের বিবাহ, মধুসূদনের দাম্পত্য

কল্যাণ মুখোপাধ্যায়

কারোর কারোর বিয়ে হয় আর কেউ কেউ বিয়ে করে। একশ শতকে দাঁড়িয়ে এই কথার মর্মার্থ অনেকেই উপলব্ধি করতে না পারলেও ত্রিশ শতকের প্রথমাধারে বিয়ে 'করা' কথার স্বার্থেও ভালা নেত না। সেইসময় বাড়ি থেকে দেখে শুনে বিয়ে 'দেওয়া' ছিল স্বাভাবিক রীতি, নিজে শুনে শুনে বিয়ে 'করা' নেত না। বিয়ের বাতালিক যমস জিনে রাখা ভালো। তাঁর সমলান্যমিক বন্ধিদের নিয়ে হয়েছিল এগারো বছর বয়সে, বিবাহ বিবাহের পুরোখ পুরুষ বিলাসাগরের বিয়ে হয় এগারোতে, মধুসূদনের পুত্র রাজনারায়ণেরও হয় সেই এগারোতেই। মধুসূদনের বাবা মা-ও সেইযেতা পুরুরে জন্ম পায় খুঁজে ভুল করেননি। তাঁরা পুরুরে জন্ম ধনী ভূমিরণর কন্যা দেখেছিলেন। বাজারিকভাবেরই অন্যান্য পিতামাতার মতো মধুর বয়স কম বয়স তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব নেননি। কিন্তু তাঁদের পুত্র ছোটো থেকে বারেন মিলটন গের জীবনী এবং বই পাড়ে পাচাত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাই ছোটো থেকেই ধারণা হয়েছিল বিয়ে করতে হলে নিজ পছন্দ করে বিয়ে করতে হবে। শুধু তাই নয়, সূর্যশিক্তা মীলনর্যনা সুন্দরী বিদেশিনীসেই বিয়ে করতে হবে, অশিক্ষিত ভারতীয় বালিকাকে নয়। পাত্রী সুন্দরী এবং ধনী মিলে তাঁর কাছ থেকে বিয়েটা ছিল না। এই বিয়ের তাঁর অনুভূতির কথা তাঁর প্রিয়তম বন্ধু পৌরাদারের চিঠি থেকে জানা যায়— "অন্যের অনুমোদন ছাড়া ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিপরীত দেওয়া মধুর স্বভাব বিরোধী, সে ইচ্ছা গুরুত্বপূর্ণের হলেও। যার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তাঁর মনের মিল হয়নি, তাকে কী করে সে গ্রহণ করবে; এটা তাঁর চিন্তারও অজীত। বিবাহ ব্যাপারে নিত্যন্ত জৈবিক অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। সে বিবাহ-পূর্ব প্রেম চাইত, যদিও বিবাহ পূর্ব প্রেম মিশ্র গণিত্যকে অসীম রূপকথা। সে আমাকে প্রায় বলত, সে বার চিরকুমার হয়ে থেকে মরবে, তবু সে নিরঙ্করা অশিক্ষিতা এবং সহানুভূতি হিশুনা লেনো ব্যাপিকাকে বিয়ে করবে না। সে যুগে আমাদের সমাজে এইরকম শিক্ষিত মেয়ের সম্মান পাত্তা ছিল অসম্ভব।" শুধু তাই নয়, ভারতীয় মেয়েরা যে বিদেশি মেয়েদের শতাপের এক কণা নয় সে কথা মধুসূদন বারবার বলেছেন।

মধুসূদনকে জানতে হলে চিরিটীকে বসন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল হিসেবে দেখতে হবে। মধুসূদনকে বৃহতে পোলে খুব গভীরভাবে অনুভব করতে হবে এখন থেকে হুগো বরর আনেকের বালার সমাজ কেমন ছিল। রূপশীল, বৌদ্ধ সমাজের চোখাচোখি অনুভবে আনতে না পারলে মধুসূদনের জীবন এবং বিবাহকে বোঝা অসম্ভব। আরও বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে কারণ মধুসূদনের বিয়ে বা প্রেম নিয়ে চিঠি-পত্র তেমন

পাওয়া যায় না। কথ্য নাটক নিয়ে যেখানে এত কথার এবং চিঠির ফুলফুলি ছুটেছে সেখানে নিজের বিয়ে বা প্রেম বা দাম্পত্য নিয়ে তিনি প্রায় নিশ্চুপ। প্রমথনাথ বিশ্বী অনুমান করেছেন যে বাংলার কবি হান পরিবর্তন এবং অসুস্থতাজনিত কারণে দাম্পত্যজীবনের চিঠি-পত্র নষ্ট হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে। কিন্তু এ কথা-এ সম্পূর্ণ সম্ভব ভাঙ্গ করতে পারি না। একই সময়ে লেখা কাণ্ডের বা নাটকের কথা যেমন এত পাওয়া যায়, সেখানে বেছে বেছে দাম্পত্যের চিঠিও বই হারিয়ে যাবে? নষ্ট হয়ে যাবে? নাকি ইচ্ছা করে নষ্ট করা হয়েছে সেই মুহূর্তগুলির লিখিত চিত্রগুলি? নাকি তিনি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে এর কাউকে জানাতেই চাননি? একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে চিরিটী স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন অনেকবার। বারোবারে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর কৌটিল্য দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তাই চিঠি না লিখে তারা কেউ ছিলেন একত্রে মেনে নেওয়া যায় না, যেখানে মধুসূদনের অন্যান্য চিঠি এত কৌটিল্য ভোগেনি পুণ্ড্রকুই আমরা দেখতে পাই, মানসিক সৈন্য বা মধুসূদন রবীন্দ্র দিয়ে খুঁজতে হয়। এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট চাপা হবারে ছিলো ১৮৪২-এর নভেম্বরে তাঁর বিলেত যাবার গোপন পরিকল্পনা এবং বন্ধু গৌর সর্বহিকে বলে দেবে বলেছিল, বোধকরি তাই আর কতও নিজের ব্যক্তি-জীবনের কথা ফারওয় কাছ প্রকাশ করেনি তিনি। তিনি নিজেরও জানতেন তাঁর সিদ্ধান্ত কতখানি বৈপরীত্য। সত্য হিঁ পরিবারে ওমাগ্রহণ করে ব্রিটান হতে যথেষ্ট ব্যাঘ্র আসা জাঙ্কিয়ারী কলেজে পড়ার সময় কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে একদিন চিঠি হয়ে গেলেন। অবশ্য হঠাৎ বলা ভুল। তাঁর ব্রিটান হওয়ার কিছুতে কিছু কারণ ছিল। প্রথম কারণ, বাবা মা ভূমিরণর কন্যার সঙ্গে পরিচিতি করেছেন, ব্রিটান হলে সেই বিয়ে থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাঁর বাবা-মাকেও একটা শিক্ষা হতো-বা তিনি নিজে চেষ্টাছিলেন বিয়ে কারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ— তাঁর স্বপ্নের ইচ্ছাকে যেতে পারার সম্ভাবনা সেই সময় বিশপ্প কলেজের কেউ কেউ তাকে এই দিকটাই খুঁজে বের করেছিলেন। আর তৃতীয় কারণ, ব্রিটান হলে বিদেশিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে বিয়ে করাও সুবিধা। অবশ্য সেই সময় রেভারেন্ড কলেজের কন্যা সেকরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে অনেক জীবনীকার ত্রিস্টান প্রসংগিক টীকা করেছেন। কিন্তু সত্য ত্যারিখের হিসাবে দেখা যায়, মধুসূদন ব্রিটান হন তখন সেকরীর বয়স দুই-তিন বছর। তাই প্রেক্ষাপট কোনো কারণে মধুসূদন ধর্ম পরিবর্তন করেননি। ইলাহাবাদে গিয়ে বিদেশিনীকে নিয়ে কয়েক ব্রিটান হয়ে গিয়েছিলেন, এই দিকও সম্পূর্ণ আশ্চর্য। প্রথম দুটি ব্যাপারই ছিল সন্দেহের ওরফতপূর্ণ।

দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরেও যখন পুত্র স্বপ্নের ক্ষিপে এল না, তখন পিতা রাজনারায়ণ পুত্রের ম্যাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। আর ঠিক এই সময় থেকেই মধুসূদনের জীবনে অভাব এবং দারিদ্র্য সঙ্গী হোল, যা আনুষ্ঠানিক ভাবে সঙ্গী হোল। ব্রিটান হওয়ার স্বভাবতই তাঁকে কিছুমাত্রের চম্পুশুলা হতে হল। কলকাতায় ব্রিটান হওয়ার পর কলেজের ভাবনা (একমাত্র সন্তান মধু আর ফিরবে না ভেবেই) পিতা রাজনারায়ণ আবার বিবাহ করেন। জন্মদী জঙ্কবীর প্রতি পিতার এই বিচারের মধুসূদন মাঝে মাঝে পারেননি। ব্রিটান হওয়ার ফলে সবজি ইলাহাবাদ যাওয়া যাবে এই কথা যারা মধুসূদনকে বুঝিয়েছিল, তারাও ততদিনে মধু ফিরিয়েছে, তাই বিলেত যাওয়ার আশাও আর ছিল না। বিশপ্প কলেজের কয়েকজনের কাছে তখনইলেন মাদ্রাজ গেলেন কাজ পাওয়া যেতে পারে। সেই সময় কয়েকজন দক্ষিণী যুবকের সঙ্গে তাঁর কলকাতা ছেড়ে গেলেন মাদ্রাজ। এই যাত্রাও ছিল সম্পূর্ণ গোপনে, প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাস পর্যন্ত জানতে পারেননি। মাদ্রাজ থেকে গুরু হার তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। এখানেই মধুসূদন শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন তিনি। সেখানেই পণ্ডিত ইংরেজ কিশোরী রোবকা ম্যাকগাভিন। এতদিন যেমন রমণীকে কল্যাণ করে এসেছেন, ইচ্ছাযেতে গিয়ে যেমন সাক্ষী লাক করবেন ভেবেছেন, বন্ধুমাংসের মূর্তিতে তেমনই সামনে দেখতে পেলেন চরিত্র বহুরের যুবক মধুসূদন। উভয়ের মধ্যে মেলামেলাম পর অজানা শহরে একাকী মধুর হৃদয় অধিকার করেন তিনি। কীভাবে তাঁদের প্রেম হয়, তার কোনো বিবরণ আমরা কোনো চিঠিতে বা লেখাতে পাই না। অনুমান করা যায়, দীর্ঘদিন ধরে যে বিদেশিনীকে জীবনদগিনী করবেন ভেবেছিলেন, রেবেকার মধ্যে তাকেই খুঁজে পেয়েছিলেন মধুসূদন। গৌর বসাককে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় একাকী মনে আত্মবিশ্বাস এক সঙ্গিপাশু মানুষ ছিলেন তিনি। বন্ধুকে লেখেন, 'চাচ্চো উঠো না। যাই। আমি একা। এবং আমার যা প্রয়োজন তা হলো পদ। হ্যাঁ গৌর!'" যদিও এই চিঠি মাদ্রাজে বসে লেখা নয়, তবু মধুর একাকিত্বের কথা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। মধুর মনের এই শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন ইংরেজ বন্দা রোবকা। আত্মমান প্রতিভাবান আয়ত চোখের অধিনায়ী কৃষ্ণবর্ণের মধুকে জীবনে বরণ করেছিলেন রেবেকা। রেবেকার কাছে মধু মাঝে মাঝে একবারেই অপরিচিত ছিল, যার গায়ের রং যোগ্য কৃষ্ণবর্ণ, যে কর্পকরী, অথচ তারই বিয়ে করলেন তিনি। একথা ঠিক, 'এ ব্যাপারে প্রথম যৌবনে উপনীত অমোহ এবং অনাধীন ও সহায়দায় রেবেকার কাঙ্ক্ষাও

নিঃসঙ্গ মন দত্তা দায়ী; প্রতিদ্বন্দ্বি, উজ্জ্বল, সপ্ততিত তরল মাইকেলের পাকিই ও তার চেয়ে কম দায়ী ছিল বলে মনে হয় না।" আপোহিসানের সহায়দায় রেবেকাকে মধু দিয়েছিলেন পদমাত্র। অনুমান করি, রেবেকা এও খবর পেয়েছিলেন যে তাঁর ভাবী জীবনদগিনী কোলকাতার সুপ্রিম কোর্টের আড্ডাভাঙে রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র। প্রেমের বর্ণনা না দিয়েও রেবেকাকে দিয়ে করতে সন্ত অনুধিব্যে মধু পড়তে হয়েছিল, কেবল বন্ধুকে জানিয়েছিলেন তিনি। কারণটি খুব স্বাভাবিক। তখন পর্যন্ত সেখানে বাঙালি কোনো শ্রেষ্ঠদিনীতে গিয়ে করেনি। তাই মধু রেবেকার বিয়ে ছিল হৃদয়পূর্ণ অভাবশীল এক ঘটনা। মধুর মতো কোনো চান্ডার মানুস রেবেকার মতো শ্রেষ্ঠদিনীতে বিয়ে করতে সন্ত ইচ্ছা পড়ে গেলেন সর্বত্র। কত বাধার সন্মুখি হয়েছিলেন তিনি তা জানা যায় গৌরদাসের লেখা চিঠি থেকে— "তাকে পেতে আমার অনেক বিতর্কনা সন্ত করতে হয়। সবচেয়ে অন্তিম পরে পরে যে, তাঁর বন্ধু এই বিবাহের মতের বিবরণী ছিলেন।" সম্পূর্ণ অপরীত জালাতে গিয়ে চাকরি জোগাও করা, বিদেশিনীকে বিয়ে করা, ইংরেজ এবং সারাবার গোত্রের বিরুদ্ধে পদার্পণ করা—একই মধুসূদনকে করতে হয়েছিল। করেছিলেন বারের বাড়িকে তোরোলা না করেই। প্রায় হ-মাসের প্রেম এবং ১৮৪৮-এর ৩১ জুলাই বিয়ে। বিয়ের সময় মধুর বয়স ২৪, রেবেকা ১৭। তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে কবি বাস করতে শুরু করেন মাদ্রাজের উত্তর দিকে নাগরের ধার রায়পুরমে। নতুন বিয়ে নতুন মনোর, বিশ্ব ভবন? সৌ তো নতুন নয়। মাইনে মাত্র পঞ্চম টাকা। অভাবকে ঘড়ি সত্ত্ব পাশে গিয়ে দেখে নব দাম্পত্যের উজালার কোল আভাতে তখন তিনি থিঙে। বিয়ের মাত্র তিনমাস পর রেবেকার গর্ভে প্রথম সন্তান আসে। অভাবের সত্ত্বারও মধুসূদন দাম্পত্যের প্রথম সূত্রিসূত্র উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। একদিকে অন্ধার অনলিকে প্রথম সন্তানের আগমন—এর মধ্যে কবি মাদ্রাজ সঙ্কলিত পত্রিকার জন্য ওই বছরের নভেম্বর লিখে যেমন 'কাপটিভ লেট'। কাণ্ডের ভূমিকাতে তিনি আনিচ্ছেন, এটি লেখা হয়েছে জীবনের নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে, অন্ধার আর অন্যান্যের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু লড়াই-এ কোনো প্রভাব কাণ্ডের ফলস্বরূপ পড়নি। সেখানে দেখা যায় স্ত্রীর গভীর গোত্রের কথা 'অসীম সমুদ্রে পথরার নদিকে যে ওম গভীরটি দেখে পথ চেয়ে, তুমি সেই তারা— আমার জীবনে, আমার গানে। কবির জীবনে তুমি হলে অনুপ্রেরণা। আমার এই অন্ধার-বিজয়িত

সমুদ্রে যেমন অসীম আভার অনুপ্রাণ নেত— তুমি মদ্যপিত রক্ত এবং প্রাণের আনন্দের। তুমি আমার সেই দুর্ভিক্ষী বধ! সন্দেহিত বাস্তব! পক্ষিত ভূমানে।" লেখা যেতাম আনন্দের মাত্র পঞ্চম টাকা কবির এই বন্দনগান তার প্রায় মানন, উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত প্রকাশ করে। কিন্তু গভীর স্ত্রীর পরও কম নয়। প্রথম সন্তানের জন্ম পর ১৮৪৯-এর জুলাইতে। গৌরদাসের লিখিত চিঠিতে এই সন্তান সম্পর্কে তখন, মধু রেবেকা সন্তান হার হার করে গেলেন। সেই একই দ্বিভিত্ত দাম্পত্যের সন্তানের চান্ডার ভোগেননা করি— "আমার স্ত্রী আনন্দের মতো একটি কন্যা এনিং উপহার দিয়েছেন। ততলে এমন আমি পিতা। খুব উন্মাদিত অতি, কর্পকর না হওয়া।" অধিক অভাব প্রত্যন্তও উভয়ের সম্পর্কে প্রেমের অভাব কোনো চিঠিতে পাওয়া যায় না। সন্তান জন্ম দেওয়ার পর স্ত্রীর শরীর খারাপ হওয়ায় কবি রেবেকাকে উত্তর ভারত ও পরান তার স্বামীর সঙ্গে বিয়ের উল্লস মদ পায় এই প্রথম নতুন বন্ধন, সঙ্গে সন্তানও। এইসময়ের কোনো প্রকাশিত হওয়ার On the Departure of my Wife and Child to the Upper Provinces (Eurasian 30/05/1849) অবস্থানে—

My home is lonely — for I seek in vain
For them who made its star-light there a cry
Of anguish fiercely wrung by unmoled pain
E'en from heart of heart's : Hear it on high !

মদের চরম একাকিত্ব প্রকাশ পেলেও প্রথম জাগে কবি নিজেকে কবি-কন্য়ার সন্তে যেয়েন না। ছুস থেকে ছুটনি অনুমতি পাননি, এটাই কি একমাত্র কারণ? যে বিরহ এবং শূন্যতা স্ত্রীর কান দেবিয়েছেন, তাতে অন্য ভাবনা মনে জাগা নিতে চায় না। কিন্তু একেবারে নিজে আর কোনো কথা কোনো লেখাতে কবি সামনের বছরও লিখে আর বলেননি, আমরা জানতে পারি না রেবেকার সঙ্গে তার আত্মীয় সিনের সম্পর্ক কেমন ছিল। ইতোপূর্বে ১৮৪ সন্তান হওয়ার উল্লস। কিন্তু সন্তান যে কখন শেষের পথে চলে গেল, তা বোঝা যায় না কোনো কথা থেকে। ৮ বছরের দাম্পত্য শেষ হয়, কবি যখন মাদ্রাজ ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে যান। সে এক গভীর যন্ত্রণা, কেন কবি রেবেকাকে ত্যাগ করে গেলেন? একটি চিঠিতে স্ত্রীকে মধুসূদন বলে উদ্দেশ্য করেছিলেন। কবি তাঁর গোপন্যকে কিছু

১০২ কৃষ্ণি বাস ১৬ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সাহিত্য সংখ্যা

কৃষ্ণি বাস ১৬ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সাহিত্য সংখ্যা ১০৩



নিবোধত

৩৭ বর্ষ * ৫ম সংখ্যা
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪



Nivodhata Patrika: 9903491929
Email: nibodhatapatrika@gmail.com

Vol. 37, No. 5, January-February 2024
Publishing Date: 1 Jan 2024

ISSN 0972-4877
R.N.I. 44112/87



**Enabling growth
by transforming.
That makes us truly 'Peerless'.**

Peerless

The Peerless General Finance & Investment Company Limited
Peerless Bhavan, 3 Esplanade East, Kolkata 700 069
Ph: 033 2248 3001, 2248 3247 | Fax: 033 2243 5339
Website: www.peerless.co.in | E-mail: feedback@peerless.co.in
CIN: U68010WB1932PLC007490

Printed and published by Pravrajika Aptakamaprana on behalf of the Board of Trustees of Sri Sarada Math, Dakshineswar, Kolkata-76. Printed at Swapna Printing Works Pvt. Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, 24 Parganas (N), Kolkata 700132. Published from Sri Sarada Math, Dakshineswar, Kolkata-76. PRICE: Rs. 20



নিবোধিত

৩৭ বর্ষ • ৫ম সংখ্যা • জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪

‘যদ্ উদ্ভৱ তন্ম আ সুব’—যা কিছু কল্যাণকর ও শুভ তা-ই আমাদের নিকট উপস্থিত হোক।
(শুক্লযজুর্বেদসংহিতা, অধ্যায় ৩০, মন্ত্র ৩)

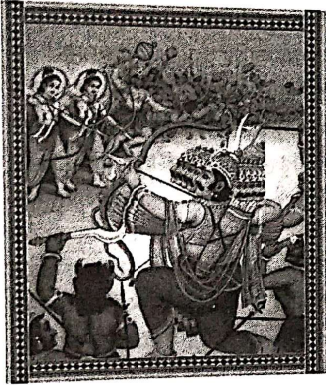
বিশেষ সংখ্যা : রামায়ণ

সূচিপত্র

অষেবা.....৪৮৩	পরিক্রমা.....৪৮৪
প্রসঙ্গ রামায়ণ * স্বামী সুহিতানন্দ.....৪৮৮	
‘জনমদুঃখিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা’ * স্বামী বলভদ্রানন্দ.....৪৯১	
রামায়ণে বিভীষণ * প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা.....৪৯৬	
মহাবীর-বিবেকানন্দ * প্রব্রাজিকা অতন্ত্রপ্রাণা.....৫২৩	
নমো রামায় রামকৃষ্ণায় * অজয়কুমার ভট্টাচার্য.....৫০১	
অমলচরিতা জনকদুহিতা * প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা.....৫০৭	
রামপ্রিয় রামানুজ * প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা.....৫১৫	
বিবেকানন্দের রাম ও রামায়ণ ভাবনা : প্রসঙ্গ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ * বিশ্বজিৎ রায়.....৫২৫	
রামায়ণে নারী কূটনীতিবিদ : মম্বরা * পি. শাস্তী.....৫৩০	
রামায়ণ মননে বিবেকানন্দ * অভিজিৎ মাইতি.....৫৩৯	
রামায়ণে বিভিন্ন চৈতন্য ইঙ্গিত * রাজীব শ্রাবণ.....৫৪৭	
রামায়ণে শরণাগতি সাধনা * বনানী বর্মণ.....৫৫১	
মহাবীরের মহাজীবন * প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণা.....৫৫৫	
রাবণ : বাম্পীকি থেকে মধুসূদন, সৃষ্টির নানা দিক * কল্যাণ মুখার্জি.....৫৬২	
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামতে রামায়ণ প্রসঙ্গ * গৌরী ভৌমিক.....৫৭০	
কবিতাজলি.....৫৩৫	
সম্বৎসরবাদ.....৫৮৪	

সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা ব্যবস্থাপক সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা অতন্ত্রপ্রাণা

দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উঃ ২৪ পরগণা, কলকাতা-১৩২ স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ থেকে
শ্রীসারদা মঠ ট্রাস্টিদের পক্ষে প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬
থেকে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য : ২০ টাকা, বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : ১২০ টাকা, সডাক : ১৮০ টাকা



রাবণ : বান্দীকি থেকে মধুসূদন, সৃষ্টির নানা দিক

কল্যাণ মুখার্জি

আদিকবির আদি শ্লোকটি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তমসা নদীর তীরে দুটি কোঁচ বক—ক্রৌঞ্চমিথুন বিহার করার সময় এক ব্যাধ এসে তাদের একটিকে হত্যা করে। তার সঙ্গী তার জন্য অত্যন্ত করুণায়ের কাঁদতে থাকে। ঋষি বান্দীকি এই ঘটনা দেখে কাতর হয়ে বলেন, “মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাস্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ (২।১৫)।” —ওরে ব্যাধ, তুই কোনওদিন সংসারে প্রতিষ্ঠা পাবি না, কারণ ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে তুই কামমোহিত অবস্থায় বধ করেছিস।

শোকের আবেগে সৃষ্ট এই শ্লোকই আদি শ্লোক। বকদুটিকে যদি রামসীতার প্রতীক বলে ধরা যায়, তাহলে তাদের বিচ্ছিন্ন করল ব্যাধ তথা রাবণ। এ-শ্লোকেই যেন সমগ্র রামায়ণের কাহিনির সারাংশার লুকিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকাত্ত্রন্দন রামায়ণকথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মতো প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্নত বিরহীর পাখার ঝটপটি। রাবণ যে

বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিকার হইল না।”

বিপরীত দিক থেকে ভাবা যাক। রাবণ চরিত্রটি না থাকলে রামায়ণ কেমন লাগবে? রামায়ণের কোনও আকর্ষণ আমরা কি আদৌ অনুভব করব? বালকাণ্ড আর অযোধ্যাকাণ্ডের পর কাহিনি এগোবে কী করে। রাবণ ছাড়া রামায়ণ কল্পনা করাও অসম্ভব। সহস্র ভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদের নাম কে জানত যদি না হিরণ্যকশিপু থাকত, দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য কীভাবে বর্ণিত হত যদি না মহিষাসুর থাকত। তাই রামের আগেই রাবণকে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বান্দীকি রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডের একত্রিশ-তম সর্গে আমরা প্রথম রাবণকে দেখতে পাই। অকম্পন নামে এক রাক্ষস লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে জানায়, রাম-লঙ্কায় বধ করেছে খর-দুষণ সহ অন্যান্য রাক্ষসকে, তাই রামকে শাস্তি দেওয়ার উপায় তার পত্নী সীতাকে হরণ করা। এরপর শূর্ণগণ্ডাও রাম সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং সীতাহরণে রাবণকে প্রলুব্ধ করে। অরণ্যকাণ্ডে এভাবে রাবণকে হঠাৎ দেখার

সহকারী অধ্যাপক, মেজিয়া সরকারি কলেজ, বাঁকুড়া

৫৬২

রাবণ : বান্দীকি থেকে মধুসূদন, সৃষ্টির নানা দিক

আগে রাবণ কীভাবে দশগ্রীব থেকে রাবণ হয়ে উঠলেন তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

রাবণের মাতামহ ছিলেন সুমালী রাক্ষস। ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যের পুত্র ছিলেন বিশ্ববা। বিশ্ববার পুত্র বৈশ্রবণ কুবের। তপস্যার জোরে তিনি ঋষিপতি কুবের হিসাবে পরিচিত হন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে পুষ্পক রথ অর্জন করেন। ব্রহ্মা তাঁকে প্রাণিশূন্য সুন্দর লঙ্কা নগরীতে বাস করতে বলেন। সুমালী একদিন তাঁর রূপবতী কন্যা কৈকসী বা নিকষাকে নিয়ে ভ্রমণকালে পুষ্পকারোহী কুবেরকে দেখে মোহিত হলেন। কুবেরের মতো সর্বগুণাধিত এক দৌহিত্র পাওয়ার বাসনা হল তাঁর। কৈকসী পিতার আদেশে এক সন্ধ্যায় মর্ষি বিশ্ববার কাছে গিয়ে পুত্রসন্তান প্রার্থনা করলেন। বিশ্ববা রাজি হলো জানালেন, ‘যে-সময়ে তিনি সন্তান প্রার্থনা করেছেন তা অত্যন্ত অশুভ। তাই পুত্রের চেহারা হবে ভয়ানক। কৈকসীর পুত্রের দশটা মাথা, কুড়িটা হাত, গায়ের রং নীলাভ কালো। দশটি মাথা বলে তার নাম হল দশগ্রীব—“দশগ্রীবঃ প্রসূতোহয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি ॥” (উত্তরকাণ্ড, ৯।৩৩)

আসলে রাবণ সাধারণ বীর বা রাক্ষস হলে তাঁকে বধ করে রামের মহিমা প্রমাণ করা সম্ভব হত না। তাই রাবণকে এমন ভীষণ করে গড়ে তোলা হয়েছে—মানুষ বুঝেছে রাম যাকে তাকে হারাননি, একেবারে দশ মাথা কুড়ি হাতের রাক্ষসকে সংহার করেছেন। কিন্তু আদৌ রাবণের তা ছিল কী না তা প্রমাণিত নয়। কারণ রাবণের মৃত্যুর সময় দেখা যায় বিভীষণ তাঁর মাথাটি, হাত দুটি দেখে কাঁদছেন (বৃদ্ধকাণ্ড, ১০৯।৩)। মুকুটে একবচন এবং বাহুতে দিব্যচেনের প্রয়োগ এখানে দশ মাথা বা কুড়ি হাতকে বোঝায় না। বান্দীকির রামায়ণে অবশ্য দশ মাথা কুড়ি হাতের উল্লেখও আছে (অরণ্যকাণ্ড, ৪৯।৮)। হনুমান রাবণের অন্তঃপুরে ঢুকে রাবণকে কুড়িটা হাত ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে দেখেননি (সুন্দরকাণ্ড,

১০।১৫)। কিন্তু কুড়িবানী রামায়ণে হনুমান দেখেন—“কুড়ি চকু বুজি নিত্রা যায় লাক্ষ্মণের।”

রাবণ তাঁর মা কৈকসীর কাছে জানতে পারেন তাঁরই বৈশ্রবণের ভাই কুবেরের হতুন ঐশ্বর্যের অধিকারী, সমগ্র লঙ্কা নগরী তাঁর, পুষ্পক রথের প্রভুও তিনি। দশগ্রীব আর কুবের একই পিতার সন্তান। জন্মাবধি দশগ্রীব দৈহিক ও মানসিকভাবে অসীম শক্তিশালী। কুবেরের প্রতি ঈর্ষায় তিনি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, শক্তিতে নাপটে তিনি কুবেরকে অতিক্রম করে যাবেন। মায়ের কাছে তিনি জানতে পারেন লঙ্কাপুরী একসময় তাঁদেরই ছিল, অত্যাচারী হওয়ার বিধু তাঁদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। দশগ্রীব লঙ্কাপুরী পুনরায় উদ্ধার করার কথা মাকে জানান—“রাবণ বলে মা তুমি না কর বিবাদ, লঙ্কাপুরী জিন্মা লব তপের প্রসাদ ॥” (কুড়িবানী রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড)। সেকালে বলনাভের একমাত্র উপায় ছিল কঠিন তপস্যা। দশগ্রীব বেদন্ত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপস্যায় তাঁর অসীম নিষ্ঠা। গোকর্ণ পর্বতে গিয়ে তিনি তপস্যা করলেন দশ হাজার বছর। প্রতি একহাজার বছর অন্তর তিনি নিজের একটি করে মাথা কেটে দেন—“দশ হাজার বছর তপ করিল রাবণে ॥ নয় মাথা কাটিয়া তপ কৈল দশাননে ॥” (পূর্বোক্ত) এভাবে দশম মাথাটি কাটতে যাওয়ার সময় ব্রহ্মা এসে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। তাঁর প্রার্থনামতো অমরত্ব বর দিতে ব্রহ্মা অস্বীকার করলে রাবণ এই বর লাভ করেন যে, দেব-দৈত্য-পক্ষী-গন্ধর্ব-যক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যু হবে না। নর-বানর তাঁর কাছে নগণ্য। তাই তাদের হাতে মৃত্যু না হওয়ার কথা তিনি প্রার্থনাতেই আনেননি। তাদের তিনি তৃণজ্ঞান করতেন—“তৃণভূতা হি তে মনো প্রাণিনো মানুষাদঃ (উত্তরকাণ্ড, ১০।২০)।” ব্রহ্মা তাঁর প্রার্থনায় সন্তোষিত হন এবং আরও বলেন, দশগ্রীব ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারবেন (পূর্বোক্ত, ১০।২৫)।

৫৬৩

লিখেছেন * ৩৭ বর্ষ * ৫ম সংখ্যা * জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ব্রহ্মার বরে অজেয় হয়ে দশগ্রীব ফিরে এসে প্রথমেই কর্তব্য পালন করে বোন শূর্ণখার বিবাহ দিলেন। দশগ্রীব যুগায় গিয়ে ময়দানবের কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। নিজের বংশপরিচয় গর্বিত দশগ্রীব ময়দানবকে নিজ পরিচয় দেন ঋষি পুলস্ত্যের নাতি হিসাবে—“অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ নামতঃ” মাকে কী কথা দিয়েছিলেন তা মনে থাকলেও প্রথমেই কুবেরকে তিনি লক্ষ্যচ্যুত করতে চাননি। বাস্মীকি দেখাচ্ছেন সুমালীর পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। কিন্তু আবার মাতুল প্রহস্ত একই কথা বললে তিনি লক্ষ্য অধিকারের কথা ভাবলেন। ভদ্র বিনয়ী মহাজ্ঞানী কুবের দশগ্রীবকে লক্ষ্য অধিকার ছেড়ে দিয়ে কৈলাসে বাস করতে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও ভাইয়ের হাত থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না তাঁর পুষ্পক রথটির জন্য। ব্রহ্মা প্রদত্ত পুষ্পক বিমানটির প্রতি দশগ্রীবের ছিল লোলুপ দৃষ্টি। তাই কৈলাসে গিয়ে কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি পুষ্পক হস্তগত করলেন। পুষ্পককে নিজের ইচ্ছামতো চালিয়ে তিনি যেদিকে খুশি যেতে চাইলেন। কিন্তু রথ থেমে গেল কৈলাসের শরবনে। মহাদেবের অনুচর নন্দী তাকে সেখান থেকে ফিরে যেতে বললে দশগ্রীব নন্দীর বানরের মতো মুখ দেখে অবজ্ঞায় অট্টহাস্য করেন। নন্দী অভিশাপ দেন, ভবিষ্যতে এই বানরের হাতেই রাবণের বিনাশ হবে। দশগ্রীব নন্দীকে অগ্রাহ্য করে হাতে করে কৈলাস পর্বত তুলে ফেলতে চাইলেন, মহাদেব তখন পায়ে বড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন কৈলাস। সেই চাপে দশগ্রীবের হাত দুটি চাপা পড়ে গেল, তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর প্রচণ্ড রবে সারা বিশ্ব রাবিত (শব্দে কম্পিত) হল। মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য দশগ্রীব গুরু করলেন সামগান। সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর সামগান ও শব্দে তুষ্ট হয়েছিলেন মহাদেব। সেটিই ‘শিবতাণ্ডবস্তোত্র’ নামে পরিচিত। সন্তুষ্ট মহাদেব মুক্ত করে দিলেন

দশগ্রীবের দুহাত। পর্বতের চাপে তাঁর ভয়ানক রবের জন্য মহাদেব দশগ্রীবের নাম দিলেন ‘রাবণ’।

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও এই নামের একটা ব্যাখ্যা আছে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর বই থেকে জানা যায়, প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ওয়ালটার রুবেন ১৯৩৯ সালে দেখান যে ‘রাবণ’ শব্দটি সংস্কৃত নয়। এটি ওঁরাও ভাষায় ব্যবহৃত হত। সেই ভাষায় ‘রাওণ’ শব্দের অর্থ বৃহদাকার শকুন জাতীয় পাখি যাকে আমরা গুধ বলি। লোভ এবং গুধুতার জন্য শকুনকে বলা হয় গুধ। ওঁরাও তথা আসুরী ভাষায় ‘রাওণ’ শব্দের মধ্যে শকুনের বৃহত্ত্ব ও গুধুতার অভিসন্ধিটুকু আছে বলেই লঙ্কেশ্বর দশগ্রীবের উপর রাবণ উপাধিটি চেপে বসেছে।

ক্রমে একের পর এক রাজ্য জয় করে সম্পদ ও পরজীহরণ রাবণের নেশা হয়ে উঠল। লোভ ও কামরিপু তাঁর মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকল। সঙ্গে অহংকার। তাই এই সময়ে বেশ কিছু অভিশাপ কুড়োতে হয়েছিল তাঁকে। বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করার জন্য তপস্যারত বেদবতীকে রাবণ হরণ করতে চান। বেদবতী আগুনে আত্মাহুতি দেওয়ার আগে রাবণকে অভিশাপ দিয়ে যান, পরজন্মে তিনি সীতা হয়ে জন্মে রাবণের ধ্বংসের কারণ হবেন (উত্তরকাণ্ড, ১৭)। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অনরণ্য রাবণের কাছে যুদ্ধে কুৎসিতভাবে পরাস্ত হয়ে অভিশাপ দেন, তাঁরই বংশের রামের হাতে রাবণের পরাজয় ও নিধন হবে (পূর্বোক্ত, ১৯)। অঙ্গরা রক্তা বাগদত্তা ছিলেন কুবেরপুত্র নলকুবেরের কাছে। এক জ্যোৎস্নারাত্রি রাবণ তাঁর উপর বলপ্রয়োগ করলে নলকুবের রাবণকে শাপ দেন, ভবিষ্যতে কোনও নারীর উপর অত্যাচার করলে রাবণের মাথা সাত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে (পূর্বোক্ত, ২৬)। রাবণ অঙ্গরা পুঞ্জিকস্থলাকেও অপমান করলে ব্রহ্মা রাবণকে অভিশাপ দেন, ভবিষ্যতে কোনও নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর বলপ্রয়োগ করলে

রাবণ : বাস্মীকি থেকে মধুসূদন, সৃষ্টির নানা দিক

রাবণের মাথা সাতখা বিদীর্ণ হবে (যুদ্ধকাণ্ড, ১১-১৪)। এত অভিশাপ সত্ত্বেও রাবণ বিরত হননি। অপহৃতারা সবাই যে তাঁর প্রতি আজীবন বিরূপ হয়েই ছিলেন এমনটাও নয়। তাঁর পৌরুষ, বিশালত্ব, বীরত্ব ও স্নেহে তাঁরা ধীরে ধীরে মুগ্ধ হয়েছিলেন পরবর্তী কালে। মন্দোদরী ছাড়াও রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব, রাক্ষসের কন্যারা তাঁর স্ত্রী ছিলেন। অপহৃতারা হয়ে দীর্ঘদিন রাবণের কাছে থাকার ফলে বিলাসে তাঁরা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। হনুমান রাবণের অন্তঃপুরে ঢুকে রমণীদের চোখে মুখে এই তৃপ্তির ছায়া দেখেন। বাস্মীকি আরও লিখেছেন, ‘ন চান্যকামপি ন চান্যপূর্বা বিনা বরাহাং জনকাম্বজাং তু’ (সুন্দরকাণ্ড, ৯।৭০)। অর্থাৎ সীতা ব্যতীত অন্যের গৃহীতা কোনও নারী রাবণ কর্তৃক অপহৃত হননি। তাহলে দেখা যাচ্ছে অন্যের স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে আসার বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়।

রাবণের পরাজয়ের আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। দিগ্বিজয়ের পরেও রাবণ পরাজিত হয়েছিলেন দুটি ক্ষেত্রে। কিশ্কিন্দ্যরাজ বালীকে আক্রমণ করতে গেলে বালী তাঁকে বগলে ভরে নিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেন। এছাড়া মাহিষ্মতী পুরীর হৈহয়বংশীয় রাজা কার্তবীর্য়জর্জনের কাছে তিনি যুদ্ধে বিজিত হন এবং বন্দি হন। মহর্ষি পুলস্ত্য কার্তবীর্য়জর্জনের নতির মুক্তির জন্য অনুরোধ করলে রাবণ মুক্তি পান। দুই ক্ষেত্রেই রাবণ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে সখ্য স্থাপন করেন। বিজয়ীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা মহৎ গুণ। রাবণের তখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল যে, অজেয় তাঁকে একটা মানুষ আর একটা বানর হারিয়ে দিল। অবশ্য আপন মেজাজে চলা আর কোনও কিছুকে গ্রাহ্য না করাই তো রাবণোচিত স্বভাব।

রাবণের নারীর প্রতি মনোভাব জানত সকলেই। তাই প্রথমে অকম্পন তাঁকে সীতাহরণের প্ররোচনা দেয়। রাবণ মারীচের কাছে গেলে মারীচ রামের

শ্রেষ্ঠত্বের কথা বুঝিয়ে তাঁকে বিরত করে। দ্বিতীয়বার শূর্ণখা নিজের অপমানের কথা বলে সীতাহরণ করার জন্য সীতার রূপের বর্ণনা দিয়ে রাবণকে উত্তেজিত করে। এবার আর মারীচ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। বরং রাবণ তাকে ভয় দেখান, মারীচ সীতাহরণে সাহায্য না করলে তিনিই তাকে হত্যা করবেন। অগত্যা সোনার হরিণ হরে মারীচ সীতার কাছে যায়।

সোনার প্রতি এই আগ্রহকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রক্তকরবী’ নাটকে নতুনভাবে দেখিয়েছেন। রাবণের শক্তি আর দাপটের উৎস হচ্ছে সোনা। সেই সোনার মারাতেই তিনি সীতাকে বিভ্রান্ত করে বশ করতে চেয়েছেন। সোনার প্রতি মায়্যা বা মরীচিকা যে সৃষ্টি করে সে মরীচ। একদিকে কর্ণজীবী বা কৃষিপত্নতার প্রতীক রামসীতা, আর একদিকে সোনা দিয়ে অকর্ষণ করানো অকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক রাবণ ও রক্তপূরী। কৃষিপত্নতা ধীরে ধীরে বশ্যতা স্বীকার করছে বস্ত্রবিশ্বের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বাস্মীকির রামায়ণের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করে লিখেছেন, কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃদ্ধান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্য সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে। বাস্মীকির সীতাও তাই পড়েছেন। সীতাকে একা পেয়ে তপস্বীর বেশে রাবণ সীতার কাছে যান এবং মুগ্ধ হন। তিনি সীতার কাছে নিজমুখে স্বীকার করেন, বহু দেশ থেকে বছরকম নারী তিনি হরণ করে এনেছেন, কিন্তু সীতাকে দেখে তাঁর অন্য পত্নীদের প্রতি আর কোনও মোহ নেই। তাঁর বাসনা, সীতা হবেন তাঁর প্রাণনা মহিষী। দেবতা-দেবীদের কীভাবে তিনি হারিয়েছেন সে কথা ক্রমাগত বলে সীতাকে তিনি প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। তাঁকে বিবাহ করলেই একমাত্র সীতা অযুত সুখে নিশ্চিন্ত

লিখেছেন * ৩৭ বর্ষ * ৫ম সংখ্যা * জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪

জীবন কাটাতে পারবেন। রাবণই তাঁর স্বামী হিসাবে একমাত্র যোগ্য—‘অহং শ্রাঘ্যঃ পতিস্তব’। সীতাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই রাবণ এত কথা বলেন, নইলে শুধু বোনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইলে এসে তৎক্ষণাৎ সীতাকে তুলে নিয়ে গেলেই হত। সেটা রাবণ করেননি।

সীতা যখন কোনওভাবেই রাজি হলেন না, তখন তিনি বাঁ হাতে সীতার কেশ ধরে ডান হাতের উপর শুইয়ে ফেলে তাঁকে পুষ্পক রথে তুললেন। কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে লক্ষ্মণের কেটে-দেওয়া গণ্ডির কথা থাকলেও বাণ্মীকি রামায়ণে গণ্ডির কথা নেই। তুলসীদাসের রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে গণ্ডির প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডে মন্দোদরীর সঙ্গে রাবণের কথোপকথনে গণ্ডির উল্লেখ আছে। সীতাকে নিয়ে স্বর্ণলঙ্কায় নিজ বাসভবনের একটি বিলাসবহুল কক্ষে এলেন রাবণ। যদি কেউ সীতার কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করে তাহলে তাকে তিনি বধ করবেন, জানিয়ে চলে গেলেন। সীতার কাছে তাঁর রাক্ষসসত্তা কিছুটা হলেও প্রচ্ছন্ন, প্রেমপূর্ণ সত্তা যেন উঁকি দেয়। সীতা তাঁর মন হরণ করেছেন—‘মনো হরসি মে রামে নদীকূলমিবাস্তসা’ (অরণ্যকাণ্ড, ৪৬।২১)—নদীর তরঙ্গ যেমন তীরকে ভাসিয়ে দেয়, তেমনিই তুমি আমার মনোহরণ করেছ, মন ভাসিয়ে দিয়েছ। বারে বারে তাঁর আত্মনিবেদনের ভঙ্গি দেখিয়েছেন বাণ্মীকি। এ কি শুধুই বোনের অপমানের প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা হতে পারে? সীতা ক্রমাগত রাবণকে কটুবাক্যে অপমান করে গেলেও তিনি তা গ্রাহ্য করেননি, ক্রোধ সংযত করে ধৈর্য ধরেছেন।

বহু বুঝিয়েও যখন ফল হল না, তখন সীতাকে আশোকবনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন রাবণ। রাক্ষসীদের আদেশ দিলেন, যেকোনও প্রকারে সীতাকে বুঝিয়ে শুনিতে যেন রাবণের প্রতি অনুরক্ত করে তোলা হয়। ভাবলেন ভয় দেখালে ফল হবে।

তাই জানালেন, যদি একবছরের মধ্যে সীতা বিবাহে রাজি না হন, তাহলে সীতাকে টুকরো টুকরো করে তিনি প্রাতরাশ সারবেন। এখানে ভেবে দেখার অবকাশ আছে, যে-রাবণের অন্যকে জোর করাই স্বভাব, অন্যের ইচ্ছার পরোয়া না করে নিজের বাসনা চরিতার্থ করাই স্বভাব, সেই রাবণ সীতার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছেন—শুধু কবে সীতার মন তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবে সেজন্য। তিনি বলেছেন, সীতা তাঁর পরম কামনার ধন হলেও সীতা না চাইলে তিনি তাঁকে স্পর্শ করবেন না। তাঁর কামনা তাঁর মধ্যেই থাকুক, সীতা চলুন নিজের ইচ্ছামতো—‘এবং চৈবমকামাং ভ্রূং ন চ স্প্রশ্যামি মৈথিলি’ (সুন্দরকাণ্ড, ২০।৬)। পণ্ডিতেরা তাই বলেন, ‘রাবণের কামনা বাধাপ্রাপ্ত হলেও সেখানে ক্রোধের সৃষ্টি হচ্ছে না। সীতার প্রতি স্নেহ এবং দয়া আরও বাড়ছে। অন্তত রাবণ তাই বলছেন। তা হলে কি এটা শুধু কাম না অন্য কিছু?’^{১৪}

এমনও হতে পারে এ রাবণের কূটনৈতিক রাষ্ট্রনীতি—রাম এসে যদি দেখেন সীতা রাবণের প্রতি অনুরক্ত তাহলে রাম এমনিতেই পরাজিত হলেন। রাবণ বলেছেন, সীতার মতো দ্বিতীয় কাউকে তিনি জিভুবনে দেখেননি, সীতা একেবারেই স্বতন্ত্র, অতুলনীয়—‘ত্রিষু লোকেষু চান্যা মে ন সীতা সদৃশী তথা’ (যুদ্ধকাণ্ড, ১২।১৩)। সীতার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি শোকে অধীর। এতদিন ধরে সীতার করুণা প্রার্থনা করতে করতে তিনি অবসন্ন, ক্লান্ত। শ্রান্ত অশ্বের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন—‘শ্রান্তোহহং সততং কামাদ্ যাতো হয় ইবান্ধবিনী’ (পূর্বোক্ত, ১২।২০)। এ কি আশ্চর্য নয়? নারীর জন্য অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত, ইনি কোন রাবণ। বলা যেতে পারে, রাবণের মনে ছিল পূর্ববর্তী অভিশাপ। কিন্তু যদি বিপরীতটা ভাবা হয়? রাবণ অন্যান্য ক্ষেত্রে যা করতে অভ্যস্ত তা সীতার ক্ষেত্রে করতে তাঁর প্রবৃত্তি হচ্ছে না, সেইজন্যই অভিশাপের

৫৬৬

রাবণ : বাণ্মীকি থেকে মধুসূদন, সৃষ্টির নানা দিক

অবতারণা কি? রাক্ষসের মধ্যে প্রেম থাকতে পারে না, এটি প্রতিষ্ঠিত করাই কি উদ্দেশ্য ছিল? রামের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধে যাওয়ার আগেও তাঁর মনে ভেসে ওঠে সীতার ছবি, ইচ্ছা করে একবার সীতাকে দেখে আসতে। নিশ্চিত বলা যায়, শূর্ণগথার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনা চাপা পড়ে গিয়েছিল মনের এই আলোড়নের কাছে। সীতার কাছে তাঁর বীরত্ব, প্রভুত্ব, অহংকার সব লুটিয়ে পড়েছে। কাজি নজরুল যথার্থই রাবণের উক্তি রচনা করেছেন : ‘‘হে মোর রাণী, তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।/ আমার বিজয়কেতন লুটায় তোমার চরণতলে এসে।’’ স্বয়ং বাণ্মীকি রাবণের এই সমর্পণ দেখাচ্ছেন।

একদিকে হৃদয় অন্যদিকে মস্তিষ্ক। আকাঙ্ক্ষার ধনের কাছে পরাভব মেনে নিলেও মনে রাখতে হবে তিনি লক্ষ্মণের রাবণ। তাই রামের কাছে হার মানতে পারেন না তিনি। স্ত্রী মন্দোদরী তাঁকে বারবার বুঝিয়েছেন—রাম অপরায়ে, সীতাকে ফিরিয়ে দিন, সন্ধি করুন। মাতা কৈকসী, বৃদ্ধ মন্ত্রী মাল্যবান তাঁকে বোঝান রামের সঙ্গে সন্ধি করে নিতে। এও বোঝান, রাম এবং বানরের দল দেবতা, যক্ষ বা রাক্ষস নয়, তাঁকে তারা বধ করতে পারে রাবণের প্রাপ্ত বরের বাইরে গিয়ে। কিন্তু রাবণ তো রাবণই। শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করা তার স্বভাবে নেই। তাই বৃদ্ধ মাল্যবানকে বলেছেন, তিনি দুখণ্ডে ভেঙে পড়বেন তাও ঠিক আছে, কিন্তু কোনওভাবেই মাথা নত করবেন না—‘‘দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়স্ত কস্যাচিৎ’’ (যুদ্ধকাণ্ড, ৩৬।১১) কারণ কাছে নত হতে তিনি শেখেননি, এই তাঁর আজন্ম স্বভাব, এই স্বভাবকে তিনি অতিক্রম করতে পারবেন না—‘‘এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ’’ (পূর্বোক্ত)। তবে দৃষ্টিশ্রুতা তাঁরও হচ্ছে। হনুমান এসে লেজের আগুনে অনেক ক্ষতি করে গেছে, অঙ্গদ রাবণের আশুনে অনেক ক্ষতি করে গেছে, অঙ্গদ রাবণের আশাদশিখর ভেঙে দিয়ে গেছে, কিছুই করতে

পারেননি তিনি। একে একে সব আত্মীয়, ভ্রাতা, পুত্র সবাই রামের হাতে নিহত হয়েছে। মাঝে মাঝে আক্ষসোস হচ্ছে ব্রহ্মার বরনানের সময় মানুষের কথাটা বললেও হত, বিভীষণের কথাটা শুনেও হত। একের পর এক মৃত্যুতে তিনি মাঝে মাঝে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন, সীতাকেও হত্যা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু যে-প্রবাদবাক্যটি আছে—‘অতিদর্পে হতা লঙ্কা’, সেটি সম্পূর্ণ সত্য হয়ে উঠেছে। তিনি কখনও হারতে পারেন না—এই বোধ থেকেই প্রবল অহংকার তাকে গ্রাস করেছে।

সবশেষে এল রাবণের বিনাশকাল। রাবণকে হত্যা করতে গিয়ে রাম ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বতবার তাঁর মাথা কাটেন ততবার তাঁর নতুন মাথা বের হয়। কিছুতে যখন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন সারথি মাতলির পরামর্শে তিনি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। সেই অস্ত্রেই রাবণের মৃত্যু হল। শারীরিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত রাবণের মানসিক পরাজয় এক মুহূর্তের জন্যও হয়নি। কৃষ্ণিবাস তাঁর রাবণের মধ্যে এমন কাঠিন্য দেখাননি, এমন মৃত্যু দেখাননি। কৃষ্ণিবাসের রাম স্বয়ং নারায়ণ, মানুষ নন। তাই রামের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র দেখে রাবণ ভয় পেয়ে তাঁর চরণে শরণ দেন। রাবণ কাতর হয়ে জানান—

‘‘বৈকুণ্ঠের নাথ তুমি দেব অবতার।

আমি সেবক গোসাঞি দুয়ারে তোমার।।...

লক্ষ্মী ঠাকুরাণি সীতা তাহা আমি জানি।

সীতা আনি দীন প্রাণ রাখ চক্রপাণি।।

পরম দয়ালু তুমি অনাথের গতি।

তোমার চরণে বিনে অন্য নাহি মতি।।’’

এই কথা বলে রাবণ সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আনতে যান, কিন্তু দেবতাদের চেষ্টায় উন্মাদ বায়ু তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পুনরায় রামকে আক্রমণ করতে এলে রাম তাঁকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে হত্যা করেন। বাণ্মীকির রাবণের যাবতীয় তেজ-গর্ব ভুলটিত করেছেন কৃষ্ণিবাস। তুলসীদাস তাঁর

৫৬৭

লিখেছে * ৩৭ বর্ষ * ৫ম সংখ্যা * জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৪

রামচরিতমানসে কৃতিবাসের মতোই রামকে অবতার আর রাবণকে শত্রু হয়ে ভজনাকারী উদ্ধারপ্রার্থী হিসাবেই দেখিয়েছেন। রামচরিতমানসের অরণ্যকাণ্ডে রাবণ বলেন,

“সুরঞ্জন ভঞ্জন মহিভারা।

জৌ ভগবন্ত লীহন অবতারা॥

তৌ মে জাই বয়রু হঠি করউ।

প্রভূসর প্রান তজে ভব তরউ॥”

—দেবতাদের আনন্দদায়ক ও পৃথিবীর ভারহরণকারী জগদীশ্বর যদি অবতার হয়েও এসে থাকেন, তাহলেও আমি শত্রুতাই করব, প্রভুর হাতে মরে ভবসাগর উত্তীর্ণ হব।^৭ তুলসীদাস তাঁর গ্রন্থে রামকে সূর্য, সিংহ হিসাবে একাধিকবার দেখিয়েছেন; আর রাবণ সম্পর্কে জোনাকি, শশক, ভেক, শৃগাল, কুকুরের মতো নিকৃষ্ট উপমা ব্যবহার করেছেন। অবশ্য অঙ্গদের চোখ দিয়ে রাবণের বিশালত্বকেও তিনি দেখিয়েছেন। লঙ্কাকাণ্ডে দেখি, রাবণের হাতগুলি যেন গাছ, মাথা যেন পর্বতশৃঙ্গ, রোম যেন অনেকগুলি লতা, মুখ নাক চোখ কান যেন পর্বতের গহ্বর ও খাদ। এই বিশালত্ব দেখানোর পরেও অঙ্গদ রাবণকে সম্বোধন করে বিপথগামী, স্ত্রীচোর, খল, মলিনতাপুঞ্জ, দুর্বুদ্ধি, কামাতুর ও নরখাদক হিসাবে। এই বিশেষণগুলি দিয়েই সাধারণ পাঠক রাবণকে বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত। এই বিশেষণ রাবণের সম্পর্কে প্রযোজ্যও। তুলসীদাস দেখিয়েছেন যে, রাম বনবাসী তপস্বী, অন্যদিকে রাবণ অযুত ঐশ্বর্যের মালিক। তবু বানরসেনা নিয়েই অহংকারী শক্তিশালী রাক্ষসসেনাকে রাম বধ করেছেন। অর্থাৎ অহিংসা দিয়েও হিংসাকে জয় করা যায়। আসলে বাণ্মীকির রাম-রাবণ মানুষ ছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই দিকটির কথা উল্লেখ করেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর বাণ্মীকি রামায়ণের অনুবাদে মানবকাহিনির সেই একই রূপ হুবহু ধরে রেখেছেন।

রাজশেখর বসুর সারানুবাদে তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কৃতিবাস তাকে নিজের মতো করে ভক্তিরসে পরিবর্তন ঘটান। তুলসীদাসও তাঁর গ্রন্থে মানুষের কথা বলেননি, বলেছেন দেবতার কথা। তাঁরা দুজনেই ভক্তিরসে সিক্ত করেছেন কাব্য, মানবরসে নয়। তাই বীর্যবান রাবণ সেখানে প্রচ্ছন্ন, ভক্তিমান রাবণ কিছুটা হলেও শেষে প্রকট।

মধুসূদন আধুনিক যুগের আধুনিক কবি। তাই ভক্তি নয়, রাবণের শক্তিকে তিনি অবলম্বন করেছেন। বাণ্মীকির রামায়ণই তার আধার। রাবণ যেভাবে হার না মেনে বারবার লড়াই করেন সেটাই মধুসূদনকে মুগ্ধ করেছিল। রাবণের অটল মনোভাবের বিপরীতে কৃতিবাসী রামায়ণে যুদ্ধের সময় রামকে সাহায্যের জন্য—

“কুবের বরুণ অগ্নি যম পুরন্দর।

সভ দেবগণ বসিলা আকাশ উপর॥”

দেবতাদের এই পক্ষপাতের জন্যই মধুকবি লিখেছেন, “I despise Ram and his rebel; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow!”^৮ কীভাবে রাবণকে নিয়ে তিনি প্রথার বাইরে গিয়ে এমন একটা উলটো ভাবনা ভেবে তাকে কাব্যরূপ দিলেন, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। মধুসূদন না থাকলে বাংলার পাঠককুল কি এমন নতুন ভাবনার আশ্বাদ নিতে পারতেন? অবশ্য মেঘনাদ মারা যাওয়ার পর রাবণের বিলাপ বাণ্মীকি-কৃতিবাস সবস্থানেই এক। পিতৃহৃদয়ের এই হাহাকার মধুসূদন নিপুণভাবে গ্রহণ করেছেন। বাণ্মীকি রামায়ণের হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত অনুবাদে রাবণ বলেন, “হা বৎস! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসগণ, মাতা, পত্নী ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে বীর! কোথায় আমি মরিলে তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে, তা না হইয়া তোমার প্রেতকার্য আমায় করিতে হইবে? রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সকলেই জীবিত

রাবণ : বাণ্মীকি থেকে মধুসূদন, সৃষ্টির নানা দিক

আছে, এ সময় তুমি আমার হৃদয়শল্য উদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় গমন করিলে!” রাবণের এই দিকটি আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত এবং গৌণ ছিল। মধুসূদন আমাদের ভাবিয়েছেন, রাবণ কি শুধুই রাজা? মানবিক দৃষ্টিতে দেখলে তিনি তো পিতাও। তাই বাণ্মীকির কাব্যের হাহাকার মধুকবি রূপ দিয়েছেন এইভাবে—

“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অস্তিমে

এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;

সাঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব

মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে

তাঁর লীলা!”

(মেঘনাদবধ কাব্য, নবম সর্গ)

মধুসূদন রাবণকে করুণরসে জারিত করেছেন।

নানা সময় রামায়ণকে নানাভাবে রূপ দিয়েছেন

নানা কবি; সকলেরই মূল আধার মহর্ষি বাণ্মীকি।

এখন প্রশ্ন এই, রাবণকে পরাজিত হতে হল

কেন? হনুমান প্রথমে রাবণকে ‘মহাশ্মা’ সম্বোধন

করেছিলেন। বিভীষণের কাছে শোনা যায়, দশানন

দাতা, বীর, তপস্বী, ভোগী, বেদান্তবিদ, বিদ্বান ও

অগ্নিহোত্রী। তাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল, দেহকান্তি

বৈদূর্যমণিতুল্য এবং রাজোচিত লক্ষণযুক্ত। নীল

মেঘের মতো ছিল তাঁর সুবিশাল নীল দেহ। হনুমান

তাঁকে দেখে বলেছিলেন, রাক্ষসরাজের আশ্চর্য

রূপ, আশ্চর্য ধৈর্য ও অদ্ভুত পরাক্রম। বিচিত্র তাঁর

দেহদ্যুতি, ইনি সর্বাধিক সুলক্ষণযুক্ত। তাঁর অধর্ম

যদি প্রবল না হত, তবে তিনি দেবতাদেরও অধিপতি

হতে পারতেন। দশ হাজার হাতি, দশ হাজার রথ,

বিশ হাজার অশ্ব, এক কোটি বলবান শস্ত্রপাণি নিয়ে

তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। এত কিছু সত্ত্বেও রাবণ

পরাজিত হলেন শুধু দুর্বিনীত, উদ্ধত, অহংকারী,

কামী স্বভাবের জন্য। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদ

(অহংকার)—এই চারটি ভয়ানক রিপূর অধীন

ছিলেন তিনি। বাণ্মীকি সেই দিকটিই দেখিয়েছেন।

মধুসূদন রাবণের দুগু দিকটি দেখিয়েছেন। মহাকাব্য লেখার সময় পাপ-পুণ্য-ঐতিহ্যের দিক দেখাতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। তাঁর অঙ্কিত রাবণের ব্যক্তিসত্তা পাঠকের কাছে প্রিয় হয়েছে। বাণ্মীকির রাক্ষস রাবণ থেকে কৃতিবাস-তুলসীদাসের শরণাগত রাবণ হয়ে মধুসূদনের মানুষ রাবণের এই যাত্রাপথ উপভোগ্য, সুখপাঠ্য এবং আকর্ষণীয়।

গ্রন্থসূচী

- ১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ৮, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মৃত সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৬৮৯ [এরপর, রবীন্দ্র-রচনাবলী]
- ২। দ্রঃ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, রামায়ণী, আনন্দ, ২০২১, পৃঃ ১৭১ [এরপর, রামায়ণী]
- ৩। দ্রঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ৮, পৃঃ ৭১৬
- ৪। রামায়ণী, পৃঃ ২০২
- ৫। দ্রঃ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত গোষাঠী তুলসীদাস কৃত রামায়ণ, খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৩৫২, কলকাতা, পৃঃ ৪১১
- ৬। মধুসূদন দত্ত, রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯, সাহিত্যসাধনা, পৃঃ ৩৩

সহায়ক গ্রন্থ

- ১। বাণ্মীকিকৃত রামায়ণম্, অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা : ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, নিউলাইট, কলকাতা, ভাগ ১ (১৯৯৬), ভাগ ২ (১৯৯৭)
- ২। দীনেশচন্দ্র সেন, রামায়ণী কথা, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১২১৭
- ৩। সুখময় ভট্টাচার্য, রামায়ণের চরিতাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৩
- ৪। কৃতিবাস-রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ, শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭

অনুপ্রবাহ

৪৯

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

দ্বি
তী
য়
ৎ
ভে

ক
জী
ন
জ
রুল
ই
স
লাম

বিশেষ সংখ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

সম্পাদনায়

তপন মন্ডল || শামস আলদীন



দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

বাংলা কাব্যে নতুন ধারা ও নজরুল ॥ মুহম্মদ আবদুল হাই
৪৬

কবি নজরুল : নিপীড়িতজনের মন-মথনের বাণীকার ॥ অরূপ কুমার দাস
৫০

কাজী নজরুল : এক নীড়হারা পাখি ॥ বাঁধন সেনগুপ্ত
৫৯

নজরুল : মৌলিকত্বের আলোকে ॥ সোহরাব হোসেন
৬৫

নজরুলের চোখে মানবতাবাদ ॥ আশিস রায়
৮৩

দুখুমিঞা থেকে নজরুল : যন্ত্রণার ইতিকথা ॥ কল্যাণ মুখার্জী
৯০

নজরুলের রচনায় কৃষিভাবনা ॥ সুদেবী কোনার
৯৮

নজরুল : প্রসঙ্গ আধুনিকতা ॥ মিষ্ট রায় সামন্ত
১০৩

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ॥ পায়েল মুখার্জী
১১২

কবি নজরুল : পুনর্বিচার

‘অগ্নিবীণা’ : কাব্যপাঠের ভূমিকা ॥ বিশ্বজিৎ ঘোষ
১১৮

নজরুলের রোমান্টিক মানস : ‘চক্রবাক’ ॥ বিশ্বজিৎ ঘোষ
১৩০

নজরুল : একালের পাঠকের উপলব্ধিতে ॥ মুল্লী মহম্মদ ইউনুস
১৩৫

নজরুলের কাব্যে প্রকৃতি ॥ প্রীতম মন্ডল
১৪১

নজরুলের কাব্যসংগীত : বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ ॥ নীলাংশু অধিকারী
১৪৬

দুখুমিঞা থেকে নজরুল : যন্ত্রণার ইতিকথা

কল্যাণ মুখার্জী

বৃন্দেব কবুর কথা ধরেই বলি, 'রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি' (রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাহিত্য)। আর সাহিত্য বিচারের অন্যতম মানদণ্ড যদি জনপ্রিয়তা হয়, তাহলে নজরুলের তুল্য জনপ্রিয় কজন। কিন্তু প্রাপ্য সম্মান বা বাল্যকাল থেকে নজরুলের জীবনী আত্মকরণ এ বাংলায় দেখা গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নেহাতই কম, নগণ্য। তাই নজরুলপ্রেমীদের বঞ্চিত বৃকে পুঞ্জিত অভিমান জমে থাকা অস্বাভাবিক নয়।

জন্ম থেকেই উপেক্ষা এবং সংগ্রাম নজরুলের জীবনে বরাবরের সঙ্গী ছিল। চুরুলিয়ার উত্তরে অজয়, পশ্চিমে দামোদর, তার গা ঘেঁষে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি। এই ভৌগোলিক আবহাওয়াতে বেড়ে উঠেছে দুখুমিঞার শৈশব। আগের সন্তানদের মতো যেন এই সন্তানেও মৃত্যুদৃষ্টি না পড়ে তাই বাবা-মা নাম রেখেছিলেন দুখুমিঞা। বাল্যকালের এই নামমাহাত্ম্য তাঁকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হয়েছে। মাত্র নয় বছর বয়সে পিতৃহারা হওয়ার পর ঘরের বাঁধনে তাঁকে আর বেঁধে রাখা যায়নি। তারপর থেকে মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে চুরুলিয়ার প্রতি আকর্ষণ আমৃত্যু আর অনুভব করেননি। আজীবন বোহেমিয়ান হয়ে ওঠার পিছনে পারিবারিক এই সূক্ষ্ম কারণটির প্রভাব থাকতে পারে বলে নজরুলের জীবনীকাররা অনুমান করেছেন।

এই বোহেমিয়ান স্বভাবের ফলশ্রুতিতেই হোক আর ঘরের প্রতি আকর্ষণের অভাবেই হোক, মাত্র আঠারো বছর বয়সে করাচিতে যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যান তখন সেনাবাহিনীর ছাউনিতে অগুণ্ড অবসরে পুরোদমে শুরুর হয় সাহিত্যচর্চা। কলকাতার গভ্র-পত্রিকায প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক কবিতা। এক ডিসেম্বরে শীতের সন্ধ্যায় কলকাতায় যখন জন্ম হল 'বিদ্রোহী' কবিতার, তারপর থেকেই প্রশংসার পাশাপাশি শুরুর হয় নিন্দার বাড়ি। নজরুলের জীবনযন্ত্রণার প্রথম দিক হিসাবে আমরা সাহিত্য জগতের এই তীব্র আক্রমণকেই চিহ্নিত করব। ছোটো-বড়ো বিভিন্ন কবি তাঁদের লেখায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর

৯০

দুখুমিঞা থেকে নজরুল : যন্ত্রণার ইতিকথা

৩১

আক্রমণে নজরুলকে ক্ষতবিক্ষত করে তুললেন। পত্রনীকান্ত দাস, মোহিতলাল নজরুল, গোলাম মোস্তাফা এই আক্রমণের পুরোভাগে থাকতেন। অভিযোগ দিয়ে মোহিতলাল লিখলেন—'তোমার লোকে ভুলে যাবে দেয়ালের দণ্ড মসীয়েখা/তার চেয়ে বেশি কিছু তোর নামে নাই রবে সেখা' (বিশ্মৃতি ও স্মৃতি)। পরপর আক্রমণে কবিমন জরুরিত হয়ে ওঠে, যন্ত্রণার নিম্নলিখিত কমলকীট—'আজকে দেখি হিংসামদের মত বারণরসে, /জগছে শূন্য মূলকট্টা আমার কলকল'। একদিকে বাংলাব দামাল ছেলেরা উন্নত শিরে শাসকের বিরূপে নড়াইরের মত বুজছে তাঁর কবিতার, অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি'র মতো কাগজে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বন্যা বয়ে গিচ্ছে একই সময়ে। বিদ্রোহী, সাম্যবাদীর মতো বিখ্যাত কবিতার দুঃসিত সমালোচনাতে উদ্ভল হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের কাগজ। 'মোসলেম জগৎ', 'মোসলেম দর্পণ', 'সাপ্তাহিক হানাকি' প্রকৃতি অগ্নিজের জঘন্য ভাবার নিয়মিত গালিগালাজ সহ্য করেছেন নজরুল সেইসময়।

একদিকে স্বদেশবাসীর কটুক্তি, আরেকদিকে শাসক ইংরেজের বক্তৃত্ব। কবিতা লিখে এবং প্রকাশ করে নজরুলের মতো এত বিড়ম্বনায় সেইসময় আর কাউকে পড়াতে হয়নি। বইপ্রকাশের পরেই সরকার তাঁর বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাজেয়াপ্ত করবে, এ যেন ভবিষ্যৎ হস্তে লিখেছিল। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙ্গার গান' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নজরুল তাঁর বইগুলি থেকে রয়ালটি বাবক কোনও অর্থ পেতেন না। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে বরাবর। এই সময় সাহিত্য জগতের বিদ্রূপের পাশাপাশি যুক্ত হল সামাজিক আক্রমণ। একজন মুসলমান হতে হিন্দু-মুসলিম-বৈষ্য প্রসঙ্গ কবিতায় আনা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন হিন্দু সমাজের শিরোমণি হুতামসির নন। ঠিক একই কারণে মুসলমান সমাজে 'কাফের' আখ্যা পেতে হয়েছিল তাঁকে। সেই সময়েই বাঁধন লেখাতে মুসলমান সমাজ তাঁকে তীব্র আক্রমণ করেছে। 'আমার কৈফিয়ত' কবিতার কৈফিয়তের ভঙ্গিতে কবি সেইসময়ে তাঁর ওপর সামাজিক বিমুখতার ছবি তুলে ধরেছেন। অসমল ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে তাকে মেনে নেওয়ার মতো সমাজ তখন ছিল না, বোধ করি আজও নেই। তার উপর হিন্দু রমণী প্রমীলাকে বিয়ে করে সমাজের চোখে অসম্মানের মাত্রা বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। লাভের খাতায় হিসেব করে জীবন ভরে না আর নজরুল শূন্য লাভের খাতায় কেন, কোনো খাতাতেই কোনও হিসেব করে চলেননি এমনও। 'আমি তাই কবি' ভাই যখন চাহে এ মন যা—'আন্তরিকভাবেই কবিতার এই যাক তাঁর যাপনেরও স্বভাব ছিল। হাতে অর্থ এলে কোনও পরিকল্পনা করে খরচ করেননি কখনো। বাড়িতে অতিথি এলে দোকান খাওয়া দাওয়াতে খরচ করে ফুরিয়ে দিতেন অথবা কাপের অভাবে দান করে দিতেন। পরেরদিন থেকেই যে আবার নিদারুণ অভাব সে হিসেব থাকত না। সারা বাংলা গান কবিতার অনুষ্ঠান করে ঘুরে বেড়াতেন, ঘরে স্ত্রী এবং শাশুড়ি কীভাবে অর্থকষ্টে সংসার চালান সে বিষয়ে মের পেতেন ঘরে ফিরলে। অভাব কখনো সঙ্গ হাউনি তাঁর। যেদিন হুদুলের কন্ঠ হয় সেদিনই সকালে কবি বাড়ি ফেরেন। চূড়ান্ত অনটনে গড়ে সেদিন বন্ধকে চিঠি লেখেন অর্থসাহায্যের জন্য—

আজ সকাল ছটায় আমার একটি গুস্তস্তান হয়েছে। তোমার বৌদি অগতঃ ভালো আছে। আমিও আজ সকালে ফিরে এলাম যশোর খুলনা যাতায়হাট দৌলতপুর প্রকৃতি ঘুরে। বিকাল

Education and Society

Since 1977

Vol:47, Issue:01, No.:14, Jan - Mar. 2023



Indian Institute of Education

J. P. Naik Path, 128/2, Kothrud, Pune-411 038

Education and Society

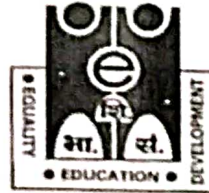
ISSN: 2278-6864
UGC CARE Listed Periodical

शिक्षण आणि समाज

Education and Society

Since 1977

The Quarterly dedicated to the policy of "Education for Social Development and Social Development through Education"



Indian Institute of Education

J. P. Naik Path, Kothrud, Pune-38

Education and Society
Indian Institute of Education

Founders

Prof. J. P Naik and Dr. Chitra Naik,
Shri. S. D. Gokhale, **Administrator**

Editorial Board

Dr. Jayasing Kalake, *Editor*
Dr. P. N. Gaikwad, *Executive Editor*
Dr. Prakash Salavi, *Assistant Executive Editor*
Dr. S. M. (Raja) Dixit
Prof. V. N. Bhandare
Dr. Sharmishtha Matkar
Shailja Sawant, Secretary



Publisher

Indian Institute of Education
J.P. Naik Path, 128/2, Kothrud, Pune 411038
Web-site: www.iiepune.org
E-mail: editor.iiepune@gmail.com

'Shikshan ani Samaj' (Education & Society), the educational Quarterly is owned, printed and published by the Indian Institute of Education, Pune. It is printed at Pratima Offset, 1B, Devgiri Estate, S.No. 17/1B, Plot No. 14, Kothrud Industrial Area, Kothrud, Pune 411038 and Published at Indian Institute of Education, J.P. Naik Path, 128/2, Kothrud, Pune 411038. Editor: Dr. Jayasing N. Kalake. Opinions or views or statements and conclusions expressed in the articles which are published in this issue are personal of respective authors. The Editor, Editorial Board and Institution will not be responsible for the same in any way.

INDEX

- 1 WOMEN AND POLITICAL PARTICIPATION: A COMPARATIVE STUDY WITH SPECIAL REFERENCE TO ASSAM
- 2 EDUCATIONAL STRUCTURE & ITS DEVELOPMENT IN JAMMU & KASHMIR UNDER DOGRA RULERS (1846-1947)
- 3 ROLE OF TSTDC IN THE DEVELOPMENT OF ECO -TOURISM IN TELANGANA STATE
- 4 CHALLENGES FACED IN PROTECTING RIGHT TO FOOD VIS-A-VIS COVID-19 PANDEMIC
- 5 REVISITING THE ROLE OF MUSLIMS OF BURDWAN DISTRICT IN INDIAN INDEPENDENCE MOVEMENT: 1905-1935
- 6 ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMONG EMPLOYEES WORKING IN MANUFACTURING SECTOR- AN EMPIRICAL STUDY
- 7 GEMS AND JEWELLERY WOMEN ENTREPRENEURS: A STUDY AREA OF JEWELLERY
- 8 GENDER JUSTICE: FEMINIST JURISPRUDENTIAL PERCEPTION WITH REFERENCE TO EFFECTS OF SOCIAL CONDITIONING
- 9 KNOWLEDGE OF THE ENVIRONMENT DISCUSSED IN BUDDHIST PHILOSOPHY
- 10 INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKING SITES ON STUDENTS: BENEFITS AND CHALLENGES
- 11 EVALUATION OF TRAINING EFFECTIVENESS IN INSURANCE SECTOR: A CASE STUDY OF HDFC STANDARD LIFE INSURANCE
- 12 CONSTITUTIONAL PROVISIONS REGARDING ENVIRONMENTAL LAW
- 13 AN ANALYSIS OF ELASTICITY AND RETURNS TO SCALE OF PADDY PRODUCTION IN TELANGANA STATE- A SPECIAL REFERENCE TO THE WARANGAL DISTRICT
- 14 षोडश-पत्र अध्ययन के षीर्षक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमियों के सामने आने वाले समस्याओं का मूल्यांकन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)
- 15 REMOTE WORK MODE (RWM): A ROADMAP TO MAINTAIN WORKPLACE DIVERSITY AND ORGANIZATIONAL CREATIVITY
- 16 STUBBLE BURNING AND ITS CONSEQUENCES: A CONCEPTUAL STUDY IN PUNJAB AND HARYANA
- 17 कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं के गृह प्रबंधन पर आधुनिक घरेलू उपकरणों के प्रभाव का एक अध्ययन
- 18 AN ANALYSIS OF E-COMMERCE
- 19 STARTUPS IN INDIA: CHALLENGES & OPPORTUNITIES

- 20 A STUDY ON FOREIGN EXCHANGE MARKET
- 21 A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TRADITIONAL PLANS AND ULIP PLANS
- 22 A COMPREHENSIVE PROJECT REPORT ON "IMPACT OF GST ON INCOME & SPENDING BEHAVIOUR OF CONSUMERS IN GUJARAT"
- 23 A STUDY ON FACTORS THAT PROMOTE INFLUENCING MARKETING FOR STREET FOOD ON SOCIAL MEDIA
- 24 ACADEMIC PERFORMANCE OF HIGHER SECONDARY STUDENTS WITH REGARD TO MENTAL WELL-BEING PREPARED
- 25 INDUSTRIAL PROMOTING AGENCIES-AN EVALUATION
- 26 SURVEY ON MACHINE LEARNING ALGORITHMS: A REVIEW
- 27 FLUID IDENTITIES IN ORHAN PAMUK'S THE WHITE CASTLE
- 28 NEGOTIATING SPACE FOR EMPOWERMENT: WOMEN AND PANCHAYATI RAJ IN JAMMU AND KASHMIR

REVISITING THE ROLE OF MUSLIMS OF BURDWAN DISTRICT IN INDIAN INDEPENDENCE MOVEMENT: 1905-1935

Dr Pradip Kumar Das, Associate Professor, Dept. Of History, Kazi Nazul University, Kalla Bypass More, Asansol, Paschim Bardhaman, W.B. 713340.: pradip.kumar.das@knu.ac.in
Mr. Samim Rahaman Molla Assistant Professor, Dept. of History, Kabi Jagadram Roy Government General Degree College, Mejia, Bankura, W.B., 722143. & PhD Research Scholar, Dept. of History, Kazi Nazrul University. : samim.jyoti@gmail.com

Abstract

During the early stages of the expansion of Indian education during British rule, most Muslims in India were reluctant to accept Western education. Realizing their mistakes, Muslim society became interested in receiving modern western education. It is known to everyone that Muslim leader Syed Ahmed Khan played an important role in the modernization of Indian Muslims through the spread of western education. A large section of the educated Muslim community played an important role in the anti-British movement in India. However, it should be remembered that the influence of Sir Surendranath Banerjee was important in the anti-British independence movement in Burdwan, Bengal. During British rule, several branch offices of the Indian Association were set up in different places in Burdwan district, an example being Memari Kalna. In the first half of the 20th century, a popular Muslim leader of Burdwan named Abul Kashem played an important role in building a strong protest against the issue of partition in Bengal. It is true that the All India Muslim League was established in Burdwan district in 1906 but its impact was not satisfactory, even though most of the Muslim leaders of Burdwan like Maulana Muhammad Yesin, Mulla Zahedi Ali, Abdul Quader, Kachi Minia, Abdul Kasem, Abdullah Rasool, Kazi Nazrul Islam and others did not support the kind of separatist attitude. At that time in Burdwan, Purna Swaraj Divas were celebrated by Jadvendra Panja, Abul Hayat, Vijay Bhattacharya and many others. In 1935 the Damodar Canal movement was started by Muslims against the British due to high taxation. Thus, it is proved that Burdwan district and its Muslim leadership have a glorious history in India's freedom struggle. But otherwise, it can be said that the Muslim leaders of Burdwan played an important role in India's freedom struggle which was largely secular in character. In the present article, therefore, an attempt has been made to look back at the ideological views of the Muslims of Burdwan, Bengal, in the struggle for independence from India.

Keywords: *Secular, Colonial, Western, Muslim, Movement, Struggle.*

Introduction

In historical research and writing, the discourse of political history has declined. Political history, in its various dimensions, still holds great importance, despite the radical changes in the writing of different streams of history in recent years. Here Burdwan district of Bengal province can be considered an outstanding example of Muslim involvement in the freedom movement. The present historical inquiry, therefore, is an attempt to bring out the importance of exploring local history and will show how the local that is, at least during the Burdwan independence movement is intimately tied to global power, in this case, the unraveling of the British Empire in India and its perverse policy and influence. Some Indian scholars and abroad scholars have already done some research on the freedom movement in Burdwan district in India. Unfortunately, Muslims of Burdwan has not been recognized for their contributions to India's freedom movement. This research tries to emphasize the role of Muslims in the freedom struggle in India, especially in the Burdwan district, against British rule. Although the Muslim community of Burdwan district and their leaders played an important role in India's freedom movement, their history remains neglected. So here is an attempt to



ISSN: 2278-8670
ISSUE-23, JULY 2023
VOLUME-I

**INTERNATIONAL JOURNAL
OF
INTEGRATED RESEARCH AND DEVELOPMENT**
(UGC CARE Journal No. 41601, Peer Reviewed and Multi-Disciplinary)



Artist: Basudev Mondal. Title: Celebrating Nature's Spring.

INDEX

1. লক্ষণাবৃত্তি ও শব্দবোধে তার উপযোগিতা	দীপঙ্কর মণ্ডল	01 – 15
2. ASSESSING THE PROGRESS OF GENDER EQUALITY, GENDER JUSTICE, AND WOMEN'S EMPOWERMENT IN INDIA: A COMPREHENSIVE OVERVIEW	Dr. Anupriya Chatterjee	16 – 34
3. Ethnic Politics in Sri Lanka: Realities and Challenges	Ranjana Sarkar Ghosh	35 – 39
4. '১৯৬৬-এর খাদ্যআন্দোলন ও কৃষকগণ : গণবিক্ষোভের কয়েকটি খণ্ডচিত্র'	Anjan Saha	40 – 53
5. বেতাল পঞ্চবিংশতি বনাম বেতাল পচ্চীসী	ড. রবিন ঘোষ	54 – 70
6. Philosophical Relevance of Language in the Twentieth Century	Dr. Sumita Dutta	71 – 82
7. The Groundwater Condition in India: A Critical Analysis of the Indian Water Act 1974 and its' Amendments	Susmita Mandal	83 – 90
8. Avifaunal Diversity in Some Wetlands of Murshidabad District in West Bengal	Balagnath Bhattacharyya & Debabrata Das	91 – 114
9. Importance of Analysis of Learner's Error in Meaningful Learning	Dr. Madhuri Ray	115 – 121
10. Industrialization and Changing Pattern of Socio- Economic and Cultural Life of Tribals : An Overview	Chandana Chatterjee	122 – 129
11. সমকালীন ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা এবং শ্রীঅরবিন্দ	মিলন নাটুয়া	130 – 143
12. CAUGHT UP IN THE POLITICS OF WATER: A DEADLOCK ON TRANSBOUNDARY HYDRO DIPLOMACY BETWEEN AFGHANISTAN AND IRAN	Samrat Roy	144 – 158



বেতাল পঞ্চবিংশতি বনাম বেতাল পচ্চীসী

ড. রবিন ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, কবি জগদ্রাম রায়
গভ: জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, বাঁকুড়া
চলভাষ- ৭২৭৮৭০৯৩০৪/৭৯৮০৪৯১৩৫৪
E-mail- ravinghosh08@gmail.com

Abstract

বিদ্যাসাগর অনুদিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটির মৌলিকত্ব ও মূলানুগত্য নিয়ে কিছুটা চর্চা করার চেষ্টা করলাম। হিন্দি 'বেতালপচ্চীসী' গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ আমরা লক্ষ্য করব না, বরং বিদ্যাসাগর তাঁর নিজস্ব গদ্য শৈলীতে গ্রন্থটিকে একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে রচনা করেছেন। হিন্দি ও বাংলা দুই গ্রন্থের সহাবস্থানে একটি আন্তঃ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

সূচক শব্দ(Key Words): মৌলিকত্ব, প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ, মূলানুগত্য, আন্তঃ সাংস্কৃতিক।

(Paper published on 1st July, 2023.)

অনুবাদক বিদ্যাসাগর হিসেবে পরিচয় মূলত ও মুখ্যত তাঁর হিন্দি গ্রন্থের অনুবাদ দিয়েই শুরু হয়। 'বেতালপচ্চীসী' হিন্দি গ্রন্থের প্রারম্ভিক অনুবাদ করেন। বাংলা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র বিজ্ঞাপন অংশে তিনি বলেছেন - “বেতালপচ্চীসী নামক প্রসিদ্ধ হিন্দি পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়া ছিলাম। বেতাল পঞ্চবিংশতি পূর্ব্বে সর্বত্র পরিগৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।”

বাংলা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থে একটি উপক্রমণিকা অংশ আছে। সেখানে সামগ্রিক কাহিনির গৌরচন্দ্রিকাটি আছে। উজ্জয়িনী নগরের গন্ধর্বসেন নামক রাজার উল্লেখ আছে। তাঁর চার মহিষী ও তাঁদের গর্ভের ছয় পুত্রের কথা উল্লেখ আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভু পরবর্তী কালে সিংহাসনে বসেন। কনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের বিদ্যানুরাগ, নীতিপরায়ণতা ও শাস্ত্রানুশীলন ছিল জগদ্বিখ্যাত। অবশেষে সহোদর ভাই ভর্তৃহরির হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে সন্ন্যাসীর বেশে বিক্রমাদিত্য দেশান্তরে ভ্রমণ করতে লাগল।

Business Insight

Volume 9**March****2022**

**Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Mobile Banking- A Case Study
in the District of Burdwan**

Arindam Das

State of Financial Literacy and Its Determinants: Evidence from Student Level Survey

Sumit Kumar Maji and Arindam Laha

**Implications of Financial Knowledge on Financial Behavior: Delineating the Mediation
Role of Financial Attitude**

Anusree Bose

**Measuring the Impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
on Women Empowerment: A Study in the District of Birbhum in West Bengal**

Mohua Das Mazumdar and Sajal Mondal

Abstract of Ph.D Synopsis**Impact of Leveraged Buyout on Select Indian Companies**

Suman Patra

Abstract of Ph.D Synopsis**Financial Inclusion and Quality of Life: A Study in India with Special Reference to
West Bengal**

Avishek Sen



**Journal of the
Department of Commerce
The UNIVERSITY OF BURDWAN
BURDWAN-713104, West Bengal, India**

Abstract of Ph.D Synopsis

Financial Inclusion and Quality of Life: A Study in India with Special Reference to West Bengal⁶

Avishek Sen

Assistant Professor of Commerce,
Kabi Jagadram Roy Government General Degree College, Mejia, Bankur

1. Research overview

Access to financial services empowers the vulnerable and backward groups by giving them a scope to break the chain of poverty (NABARD, 2008). Like financial inclusion, ensuring well-being of the population is also getting a lot of importance in policy circles. In fact, the traditional approach followed by academicians to measure human well-being focuses on the resources that individuals have at their command, which is usually assessed in terms of either money income or assets or the goods and services that they consume (Stiltz et al, 2008). But now-a-days more and more emphasis is given to the concept of Quality of Life (henceforth, QOL) in order to minimise the gap between the promotion income factor and the protection of environmental dilapidation.

The relationship between financial inclusion and QOL is a special interest in this study. Both the development indicators are mutually reinforcing to each other's. These possible directions of linkages between financial inclusion and QOL are due to the implications of supply-leading and demand-following hypothesis in practice (Patrick, 1966). As financial inclusion provides supply of fund or credit in the market to promote QOL (Supply lending approach), QOL can also increase the demand for fund by which the process of financial inclusion accelerate (Demand following approach). These possible directions of causality between financial inclusion and well-being are due to the implications of supply-leading and demand-following hypothesis in practice. There are mainly three dimension of QOL: health, education and income. Improvement in health increases the life longevity of the population by which the production are increased. Increases in production will lead to increase the business prospective and increase in demand for fund. Increase in education level increases the knowledge of the population by which the quality of the labour force will increases. Increase in the productivity of workers results in enhancing demand for financial services.

On the other hand, financial inclusion also contributes to increase the QOL of a country. There are two broad dimensions of financial inclusion namely depth and access. Depth dimension of the financial inclusion increases the size of the financial institutions and markets. In this process, savings are channelized into investment and thereby generate employment opportunities. That will increase the income of the population and the QOL as well. The access of financial services through expansion in the network of branches and the bank accounts of the population would increase the spending on social sector expenditure, especially education and healthcare expenditure. But the financial inclusion (specifically, banking inclusion) does not mean betterment of standard of living as it focuses on the supply

⁶ Synopsis of the Ph.D thesis which has been awarded Ph.D degree by The University of Burdwan, in Arts (Commerce) in 2021.

ISSN 2249-3751

অন্তর্মুখ

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রিকা

ANTARMUUKH

Bilingual Research Journal Subjective to Literature, Society and Culture

Vol. : 11

Issue : 2-3

Quarterly Journal



সমাজ ও শিক্ষা : ভারতীয় প্রেক্ষিত

Society and Education : Indian perspective

অন্তর্মুখ

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রিকা

ANTARMUKH

Bilingual Research Journal Subjective to Literature, Society and Culture
(A Peer Reviewed Journal)

Vol-11 Issue-3 Quarterly Jan.-Mar. 2022

[“Published with financial assistance from the Central Institute of Indian Language (Dept. of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India) Manasagangotri, Mysore 570 006 vide sanction letter F. No. 53-2(7)/2014-15/BEN/LM/GRNT dated 5th Decenber 2016 under the Little Magazine scheme of Grant-in-aid”.]

সমাজ ও শিক্ষা : ভারতীয় প্রেক্ষিত (২য় পর্ব)

Society and Education : Indian Perspective (2nd Part)

Editor

Sampa Samanta Bag

‘সাম্পান’

বাদশাহী রোড, ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান

অষ্টম পর্ব-১১

সংখ্যা-৩

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২

সূচিপত্র

নগরমনস্ক ছোটগল্পকার দিব্যেন্দু পালিত : কিছু বোধ, কিছু বিস্ময়
—অভিজিৎ সাহা / 129

ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষা ও কর্মশিক্ষার প্রবর্তন : একটি ঐতিহাসিক
পর্যালোচনা (১৯৩৭-৭৪)—দীপ শঙ্কর নাইয়া / 150

তিনটি উপন্যাসের আলোকে সমাজ ও নারীশিক্ষা—ইন্দ্রাণী হাজরা / 164

সমাজ বনাম ব্যক্তির অনন্বয় : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ও তার বাস্তবতা
—পায়েল মুখার্জি / 176

Prince Muhammad Dara Shikuh on Inter-Faith Studies :
A Resume—Sumangal Ghosh / 190

পূর্ব মেদিনীপুরের পটুয়াসমাজ ও পটসংগীতে লোকশিক্ষা—সুদীপ্ত সামন্ত / 198

অরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পে রাঢ় বঙ্গের জীবনকথা
—মাম্পি গুপ্ত / 210

বিমল সিংহের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্ণীয় সমাজ—রাজীব চন্দ্র পাল / 218

লোকজীবন ও লোকশিক্ষা : নলিনী বেরার গল্পে এ এক অন্য ভারত
—উজ্জ্বল প্রামাণিক / 240

সমাজ অন্তরালের অচর্চিত রামকথা—অর্ণব কুমার দাস / 251

নারীবাদ : সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার একটি সমস্যা—জেনারুল সেখ / 261

তিনটি উপন্যাসের আলোকে সমাজ ও নারীশিক্ষা ইন্দ্রাণী হাজরা

Abstract : In the essay the complex relationship between the patriarchal society and the education of women have been taken up for critical analysis. Here, we have taken three bengali novels to discuss the actual scenarios of our society where the most difficult thing for a woman is to be independent, even in the 21st century. The novels that have been chosen to elucidate the above issue are—‘Satkahan’ by Samaresh Majumdar, Amrita by Bani Basu and Jhaptal by Mandakranta Sen. In these novels the journey of three women has been narrated by three novelists. Though they had to fight with their own destiny, the common thing in Dipa, Amrita and Tithi is that, they all are fighting for their existence with the family members and society. And major weapon with which they fight their battle and survive in their struggle for existence is certainly education. How was the journey, what was the reaction of the patriarchal society and how they had achieved their goal—all these have been the areas of critical discussion in this essay.

Key words : Patriarchal Society, Women, Education, Struggle, Satkahan, Amrita, Jhaptal

যে-কোনো সভ্যতার সার্বিক অগ্রগতির ধারাকে বহুমান রাখতে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রযত্ন অপরিহার্য। আর সেই সার্বিক অগ্রগতির মূল বাহন হল শিক্ষা। শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যা মানুষের জীবন নির্মাণে সহায়তা করে। তার সামাজিক জ্ঞান বৃদ্ধি করে তাকে নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে করে তোলে সচেতন। কেবল পুষ্টিগত জ্ঞানদান নয়, শিক্ষা মানুষকে জীবনে চলার পথে সবদিক দিয়ে সক্ষম ও পরিপূর্ণ করে তোলে। শিক্ষা মানুষের স্বাধীন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে তাকে করে তোলে আত্মশক্তিতে বলীয়ান। আর আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়তা করে। জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষিত নারী ও পুরুষ উভয়েই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কবিও বলেন, “বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর/ অর্থে

গ্রন্থপঞ্জি :

অরুণ ঘোষ (সম্পা.), বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চদশ সংকলন, জুলাই ২০০৮।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কুড়ি একুশ শতকের নারী উপন্যাসিক, আশাদীপ, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৪।

পুলক চন্দ (সম্পা.), নারী বিশ্ব, গাঙ্‌চিল, ঘোলাবাজার, কলকাতা ৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৮।

বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), নারীপৃথিবী : বহুস্বর, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০১৪, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১।

মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪।

রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রসঙ্গ নারীবিশ্ব, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০১৪, চতুর্থ মুদ্রণ : অগস্ট ২০১৬।

রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.) প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০১৪, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৮, চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৬।

সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪।

সুদক্ষিণা ঘোষ, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা ; কাহাকে থেকে সুবর্ণলতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বক্সিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৮।

লেখক পরিচিতি : ড. ইন্দ্রাণী হাজরা, সহকারী অধ্যাপক, কবি জগদ্রাম রায় গভঃ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, মেজিয়া, বাঁকুড়া।

Journal Details	
Journal Title (in English Language)	Antarmukh (print only) (Current Table of Content)
Journal Title (in Regional Language)	অন্তর্মুখ (print only)
Publication Language	English , Bengali
Publisher	Antarmukh
ISSN	2249-3751
E-ISSN	NA
Discipline	Social Science
Subject	Social Sciences (all)
Focus Subject	General Social Sciences
UGC-CARE coverage years	from September-2019 to Present

ISSN 2249-3751

আন্তর্মুখ

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক গবেষণা পত্রিকা

ANTARMUUKH

Bilingual Research Journal Subjective to Literature, Society and Culture

Vol. : 12

Issue : 2

Quarterly Journal



সমসাময়িক শিল্পকলা ও সাহিত্য
Contemporary Art & Literature

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১

সংখ্যা-২

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় / 5

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা ভাষায় শিল্পকলা চর্চার ঐতিহাসিক ধারা
—মোঃ সারোয়ার জাহান / 7

হাস্যরসের মোড়কে আইন-কানূনের অসঙ্গতি : প্রসঙ্গ সুকুমার রায়ের
'একুশে আইন'—পবিত্র বিশ্বাস / 18

সমসাময়িক দেওয়াল চিত্রকলা—শিবশঙ্কর পাল / 27

বিংশ শতকে শিলিগুড়ি শহরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অগ্রগতিতে
সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকা—আজিজুল বিশ্বাস / 34

স্মরণজিতের উপন্যাসে প্রেম—সাম্প্রতিক সময়ের কথকতা—কল্যাণ মুখার্জী / 49

জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্ব নারী : তৃপ্তি সাত্তার ছোটগল্পের আলোকে—নন্দিতা সরকার / 60

Postmodernism : The Future Genre of Contemporary Visual Art
—Pratyush Bag / 68

Re-creation of Ghalib's 1857 : A Reading of Manto's
Historiography in Rabishankar Bal's 'Dozakhnama'
(The Verses of the Hell)—Amrita Sarkar / 78

Contextualizing Graphic Novels as a Contemporary Art Form
—Abhilash Dey / 88

Morichjhapi Island's Holocaust In Amitav Ghosh's The
Hungry Tide : A Study—R. Ashok & Dr. M. Noushath / 99

একুশ শতকের প্রথম দুই দশকের নির্বাচিত কবি ও তাঁদের কবিতা :
সহজ সত্যের মগ্ন উচ্চারণ—সুরজিৎ প্রামাণিক / 107

স্বরঞ্জিতের উপন্যাসে প্রেম—সাম্প্রতিক সময়ের কথা

কল্যাণ মুখার্জী

Abstract : He is Swarnjit Chakrabarty, one of the greatest novelists of the contemporary era, who had begun his journey as a poet at the initial phase of his career. The love between amorous young lovers is the key theme in his novels. He started his literary journey with "UnishKuri" magazine and his first novel is 'PatajhorarMarshume'. He has written more than twenty novels till date and most importantly his novels are getting published consistently in renowned magazines like *Desh* and *Anandabazar*. Beautiful female protagonists, poverty, goons, madman, business, and football can be found as recurrent motifs in his novels. The issue of reconcile between the lovers remains obscure towards the end in almost all his novels. Rather he leaves it to the readers to perceive this through the meaningful depiction of nature, reconcile is not the central aspect of his novels, the journey of lovers toward union and their restless minds are the target areas that the novelist prefers to deal with. He has weaved cobwebs inside the unconscious layers of the young mind in novels like *Palta Hawa*, *Crisscross*, *Alor Gondho*, *Safetypin*, *Phanush*, and others. The title of his novels signifies deep inner meanings that connect the plot and characters with an integral whole. The author is in quest of a solution in his novels to the dilemma regarding the preference of the current generation in the context of prioritizing either love or relationship. The weird names of characters like Dudu, Jiyana, Kigan, Katum etc create a distinctive taste in his novels. The writer skillfully presents the mistakes of the characters who have stepped into the path of darkness being beaten by love, poverty, and aging. He is renowned for creating a distinct appeal in the world of the readers. Swarnjit and the romantic novels of love are now synonymous.

Keywords : poet to a novelist, urban life love, love among youth, Strange names, majority of love, deep philosophy, journey of love, reconcile.

অন্তর্ভুক্ত : পর্ব ১২, সংখ্যা ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২২

Year-11, Issue-1, Continuous Issue-61, January-February 2021

Speech and Silence as Means of Violence against Women: A Critical Study of Vijay Tendulkar's *Silence! The Court is in Session* and Manjula Padmanabhan's *Lights out*

Abstract:

Violence against women is a prevalent social reality and so long as women would be deemed as 'the second sex'- as physically, socially and psychologically inferior-, violence against women would go on unabated in its varied ramifications- specifically in two broad forms namely physical and psychological. Whereas the males from the lower sections of the society, more often, resort to the former, the most crucial ideological weapon that the members of the so-called intellectual patriarchy make use of, is certainly the later i.e., the psychological violence. Speech or word is one form of adding to the psychological trauma of women and no less formidable and more lenient mode is its counterpart i.e., silence that often stems from social indifference and thereby aggravates the plight of women through enforced reticence. Vijay Tendulkar's *Silence! The Court is in Session* is the first case in point where the protagonist Miss Benare is traumatized and marginalized to the point of social ostracization by the aggressive stance and acerbic speech of patriarchy. Benare's voice of protest against the hypocritical, oppressive notions of patriarchy is stifled and silenced awfully by verbose patriarchal idioms. In Manjula Padmanabhan's *Lights Out*, the male characters passively observe from a distance the physical atrocities of 'rape' being perpetrated against a woman. Representatives of apathetic urban mindset, steeped in overwhelming self-interest resulting from a sense of postmodern fragmentation, isolated identity, individualism and psychological egoism, they prefer to remain silent on the issue of violence against a woman. This is voluntary, enforced silence which is tantamount to another form of psychological violence where the lack of words only intensifies the oppression and subjugation of women. This paper therefore aims to show, through a comparative study of the plays afore-mentioned, how both speech and silence serve as operative tools in the execution of violence against women.

Keywords: Speech, silence, violence, women subjugation, postmodern social indifference, individualism.

Violence is a primordial human instinct and since women are generally considered to be socially, physically and psychologically inferior, they are more prone to be the victim of violence. Violence against women therefore is a prevalent social reality which would go on unabated so long as the women would be deemed as the 'weaker' or the 'second' sex.

Research has shown that violent behavior is generally a response to the perception that the 'self' or one's sense of identity is somewhat threatened. In common parlance, violence is thought to be the extreme form of aggression. There are as many forms of violence as there are different tools for inflicting it. So far as varied ramifications of violence are concerned, it ranges from physical, sexual to psychological as also from individual to collective. What is important to note is that according to class division, the manifestations of violence changes as from the lower class to middle class, violence against women also acquires some degree of sophistication. The lower section of the society, more often than not, resort to physical violence including sexual to be unleashed on women whereas the middle class or the upper middle class makes use of a more sophisticated and a more perverse form of violence namely the psychological. The tools by which the psychological violence is imposed on women are sometimes just antithetical- speech or verbal assault and enforced reticence or silence- both of which exact excruciating trauma on women's psyche. Vijay Tendulkar's *Silence! The Court is in Session* is the first case in point where under the façade of maintaining the court conduct of a mock trial, a group of middle-class people pounce upon the opportunity of stifling and violently dismissing the freedom of an independent woman through speech i.e., verbose, high-sounding patriarchal idioms. How silence may add to the psychological trauma of women is implicitly exemplified by Manjula Padmanabhan's *Lights Out* where the two male characters passively watch from a distance the physical atrocities of rape being perpetrated against a woman with absolute indifference. Moreover, let alone coming to the rescue of that woman, they while away the time concocting several imaginary explanations for the possible cause of that physical violence. In other words, they prefer to remain silent against the violence committed against a woman and this enforced silence which is necessarily a concomitant of postmodern alienation, indifference and individualism, amounts to another form of psychological violence as it denies a woman necessary support and help. The paper therefore tries to show how two contrary aspects namely speech and silence serve as operative tools for furthering the same end i.e., subjecting the women to inhuman oppression and violence.

Vijay Tendulkar is one of the most important playwrights of Indian theatre who dwells upon the theme of different dimensions of violence in his plays. Tendulkar who himself asserts that violence is always already there in human nature and hence a fundamental aspect of human existence, uses violence as a strategic theatrical tool to serve as a shock therapy to the audience. Ashutosh Narendra Mhaskar in his thesis entitled "Depiction of Sex and Violence in Vijay Tendulkar's Plays in the Context of the Prevailing Social, Economical and Political Conditions of India", comments : " Presenting a vast number of matters fundamental to many aspects of postmodern life and holding up as a mirror to the question of violence which characterizes postmodern condition, Tendulkar's plays confront people with its experimental theatrics that focus on violence beneath the civilized people of the society" (15). The vicious, odious face of aggressive violence lurks under the otherwise benevolent veneer of the so-called civilized, middle class people and Tendulkar leaves his distinct signature in exposing that vital truth of life. G. P. Deshpande therefore cogently comments in his article "Remembering Tendulkar" that "There has been no greater philosopher of violence in Indian theatre or literature for that matter than Tendulkar" (20).

In *Silence! The Court is in Session*, an amateur theatre group, comprising some middle-class people, before performing their final show in the evening, holds a rehearsal of mock trial with a new, different sort of accused altogether- a female accused namely Benare. While Miss Benare is away, some of her co-actors choose her as the accused in the mock trial which they describe as a simple 'game' meant for fun and amusement. The imaginary offence imposed on Benare is thought to be of an extremely grave socio-moral nature-

that of the infanticide. The offence, though is supposed to be an imaginary one, proves odious to Benare and when she vents out her discontentment regarding this, she is at once silenced by the tactful use of the word 'game' which was of course an alibi for her hypocritical co-actors to tear her apart with their verbose, hypocritical patriarchal notions, the main offence of Benare being, according to them, her independent, self-willed life style. Apart from the 'game' of mock trial, the conventional words and speech of court and law serve as another important tool in their hands for subjugating and oppressing Benare to the point of social ostracization. The improvised mock trial starts haltingly and comically in the spirit of a 'game' before it takes a serious turn and gets transmogrified into a cruel, atrocious hunting game with Benare as their victim. Though they call it a 'game', based on an imaginary accusation, the witnesses become brazenly personal in their references to the accused. When Benare, utterly distraught and disconcerted, tries to speak out against this hypocritical, biased attitude, they silence her and psychologically traumatize her either by reiterating the conventional idioms of law or by taking recourse to the excuse of game or simply by counter-attacking her with high-flown patriarchal jargons. The first is the case in the conversation among Sukhatme, Ponkshe and Benare:

Sukhatme: ... Mr. Ponkshe, how would you describe your view of the moral conduct of the accused? On the whole like that of a normal married woman?

Benare: But how should he know what the moral conduct of a normal unmarried woman is like?

Ponkshe (paying no attention to her): It is different.

Sukhatme: For example?

Ponkshe: The accused is a bit too much.

Sukhatme: A bit too much-what does that mean?

Ponkshe: It means that on the whole, she runs after men too much.

Benare (provoking him): Tut! tut! tut! Poor man!

Sukhatme: Miss Benare you are committing contempt of court! (35)

Sukhatme, the brief-less lawyer forgets that one's personal life is outside the pale of this game and straightforwardly asks whether the accused has a particularly close relationship with any man. Later Rokde says that he has seen the accused in a compromising situation with Prof. Damle in his room. Hearing this, Benare, thoroughly exasperated, when bursts out in fury- "There's no need at all to drag my private life into this", Sukhatme at once counters her saying "Miss Benare, listen to me. Don't spoil the mood of the trial. The game's great fun..." (39). Samant however puts the final nail in her coffin when in his imaginary evidence he theatrically reveals Prof. Damle's abandoning Benare in her state of pregnancy. When Benare wants to convince them that these are but complete, barefaced lies, Karnik cuts her short saying "Even if it's a lie, it's an effective one!" (46). As Benare accuses these middle-class hypocrites of having deliberately ganged up against her, they scarcely pay any heed to her allegation. On the contrary, they set on at once with all their violence to inflict torment upon Benare with their biased, judgmental speech. The self-proclaimed social worker, Mr. Kashikar with his zeal for social guardianship waking up in him suddenly, makes his observation: "... the whole fabric of society is soiled these days, Sukhatme. Nothing is undefiled anymore" (47). In order to traumatize Benare with their loquacious, grandiose speech, Sukhatme extravagantly harps on the significance and glorification of motherhood in Indian culture

and tradition to which Kashikar adds with some *shlokas* from Sanskrit. In the third act where the demarcating line between fiction and reality is obliterated totally, Benare is literally silenced by their verbal assaults as she remains silent to any of the queries directed at her. More violence is inflicted on her through speech as Ponkshe and Karnik perversely blurt out some other secrets of her personal life. As an accused when she is asked to speak in her defence, she speaks her heart out in her monologue but all her words fall on deaf ears and frozen hearts as the character- assassins and scandal-mongers pass a verdict depending on the half -truths and fictitious stories of her co-actors. Kashikar passes the verdict that the sin must be expiated and the child in her womb should be destroyed. In this way, *Silence! The Court is in Session* represents an emblematic instance of how psychological violence is imposed on a woman through the vicious application of verbose speech.

C. S. Lakshmi, in her introduction to the book *Body Blows* entitled “And Kannagi Plucked Out a Breast”, comments that the violence against women which is a predominant reality everywhere, seems to have a pathological existence in our lives. She further insightfully comments that the first step in eradicating this violence “would be to give it a tongue- a tongue that would boldly express its occurrence and nature; a tongue that would rise from a choked throat like a snake with its hood spread to strike and to defend.” In the introduction to the book of poems entitled *Family Violence- Poems on the Pathology*, Joy Harjo also talks about the need to voice and express. It is this lack of voice, of tongue that intensifies the trauma of psychological violence of woman as is implicitly evinced in Manjula Padmanabhan’s *Lights Out*. Manjula Padmanabhan is one of the major contemporary dramatists who has made significant contribution to the canon of Feminist Theatre as her plays encapsulate what Helen Keyssar describes as “Production of scripts characterized by the consciousness of women as women; dramaturgy in which art is inseparable from the condition of women; performance (written and acted) that deconstructs sexual difference and thus undermines patriarchal power...” (Keyssar, 1996, 1). *Lights Out* focuses on violence through its symbolic significance of the title which suggests activities associated with darkness as violence happens to be a necessary concomitant of forces of darkness. In this play, two forms of violence go on simultaneously- that of the physical and psychological. The first one is evinced in the physical assaults of rape perpetrated almost every day supposedly on different women in a building under construction in the locality where Bhasker and Leela live while the second one is reflected in the attitude of the two male characters- Bhasker and his friend Mohan Ram towards this horrible crime as they remain mute spectators deriving voyeuristic pleasure by passively gazing upon it. Even if Leela consistently insists that by watching it they are making themselves responsible, Mohan Ram blankly comments – “After all what’s the harm in simply watching something?” (16). What is significant is that Mohan comes to Bhasker’s apartment only to ‘see’ the gang rape. His desire for scopophilic pleasure by looking at the spectacle of gang rape becomes manifestly clear which nevertheless leaves Leela- Bhasker’s wife- dumbfounded:

Leela: (turning to Mohan) Why did you come knowing something horrible would happen?

Mohan: Oh-but I insisted.

Bhasker: He wanted to see it-

Leela: You wanted to see it!

Mohan (unrepentant): Sure! Why not!

Leela: But why! Why see such awful things unless you must!

Mohan: Well, I was curious. (15)

The very word 'curious' is enough to establish Mohan as a scopophilic gazer. Sanchaita Paul Chakraborty and Anindya Sekhar Purakayastha in their article "Resistance Through Theatrical Communication: Two Women's Texts and A Critique of Violence" comment: "Throughout the play, his scopophilia continues to exist as the erotic basis for pleasure in looking at the sexual violation of women and in this process, she is objectified" (5). The play therefore necessarily underscores the response of the male gaze to the spectacle of gang rape in an urban social set up. Laura Mulvey puts this inclination so clearly in "Visual Pleasure and Narrative Cinema": "In a world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split between active/male and passive/female. The determining male gaze projects its phantasy on the female figure which is styled accordingly" (837). As a resultant outcome, what is also seen in this offensive male gaze is a typical postmodern alienation which refuses to take the responsibility of any active participation. The preference for enforced silence becomes clear when in response to Leela's unrelenting demand to call the police to take hold of the situation, Bhasker comments with absolute indifference: "I don't want to stick my neck out, that's all" (7). Dramnescu Marin in the abstract of his article "Postmodern Society and Individual Alienation" cogently comments: "Postmodernism is a real ideological and individualistic explosion that determines dispersion, leading to differentiation which pushes the world into indifference. Therefore, we witness an exacerbation of subjective expression and an attempt of self-retrieval..." Therefore, this social apathy is necessarily a consequence of postmodern spiritual alienation between man to man, an overwhelming sense of fragmentation that denies any commitment towards society. It is this denial of commitment, of the active verbal speech that acts as a triggering force for the continuity of violence against women in an unabated pace. Moreover, this enforced silence itself becomes tantamount to a form of psychological violence against women as they are denied the support of speech. In *Lights Out* when Naina- Bhasker and Leela's friend- comes to accost this terrible incident accompanied by anguished cry and asserts that "It sounded like someone calling for help!" Mohan apathetically dismisses the idea claiming "It's some sort of religious ceremony..." (33). Therefore, the height of indifference on the part of Bhasker and Mohan towards the pitiful condition of the gang-raped woman is shown in the way they try to shun their responsibility of coming to the rescue of the woman by fabricating different imaginary explanations. In a desperate bid to evade being involved, they summon their wild conjectures where their concocted versions of explanations range from dubbing it as a specific domestic problem to calling her a 'whore' and finally to the ludicrous assumption of deeming it as a specific rite of a religious ceremony. Mohan, at one instance, states that he does not want to get involved unless it is a murder. They therefore tell Leela point blank that to get involved in this incident would be to impose some restriction on religious freedom which in a secular country they are not allowed to. So, the implication was that they would remain silent on the issue:

Leela: (quite distressed) No, no! It's too awful!

Mohan: But- don't you see? That would explain why no one goes to the help of the victims- because, of course, if it's something religious, no one can interfere, not even the police.

Bhasker (considering the point): That's true of course. If it's religious, then there's no stopping the thing. Restriction of religious freedom and all that.

Mohan: Everyone would be up in arms.

Leela: But- even when it's not a nice religion?

Bhasker: No one can say what's nice or not nice any more. Someone else's religion is someone else's business. (25)

Throughout the play Bhasker and Mohan remain astoundingly indifferent. In response to Naina's desperate demand that they need to do something for that woman is not merely raped but brutalized as well, Bhasker replies with absolute nonchalance – "These things go on all the time, all over the city-who are we to interfere?" (41). The only male character who wants to take some actions against this brutal torture over the woman is Surinder-Naina's husband, but his penchant for taking action is purely informed by his desire for flaunting male charisma and chauvinism over the gang-rapists rather than any genuine concern for that woman. What is significant is that even Leela's persistent claim for calling the police is solely motivated by her own interest for she herself says time and again that the brutal sounds wreak havoc on her sensitive nerves and hence such incidents are being outright intolerable to her:

Leela: Tell them we're being tortured by some goondas!

Bhasker: That's hardly true now Leela, is it? I mean who would believe such a complaint?

Leela: I don't care what they believe. The sounds torture me. Tell the police I can't sleep at nights... tell the police the goondas must go away and take their dirty whores somewhere else! I don't care what they do, or who they are or what they are- I just want them far away, out of hearing-out of my life... (44)

These attitudes seem to give a glimpse of postmodern individualism where the interests of the individual take precedence over the interest of the social group. The question of individualism then necessarily brings the question of morality and ethics. Postmodern ethics is certainly not based on unchanging universal principles but on atheism and relativism. According to Richard Rorty, there is no universal moral reality or objective moral basis to which our moral judgments might hope to correspond as our physical science supposedly corresponds to physical reality. So, in the absence of any absolute or universal standard, the concept of morality also becomes situational and relative. For Lyotard, in the absence of the 'grand narrative' of universal truth and reality, each community develops its own 'little narratives' to fulfill its own needs. The absence of any normative values somehow corresponds to Nietzsche's prediction of the collapse of values or transvaluation of the values. It is this postmodern sense of alienation, fragmentation, morality and ethics that in part explains the behavior and attitudes of Leela, Bhasker and Mohan in Padmanabhan's *Lights Out*.

It, therefore, becomes evident that violence has many faces and forms and the ways violence is inflicted on women are numerous. C. S. Lakshmi is right when she comments in the introduction to *Body Blows* that "The violence in a woman's life often has no outward signs, like a gash on the body or a bullet in its crevices. It can seem bloodless." It is always bloodless apparently when it concerns the outward impact of psychological violence against women and hence the most favoured form of violence in the hands of the middle class. It is an unseen wound "that's born to bleed" and that "bleeds forever faithfully", to quote the Marathi poet Mrs. Shirish Pai. The easiest and most practiced way of administering the wound is certainly the sarcastic, acerbic speech, the incisive verbal assaults while not to speak at all corresponds to another form of violence. The conscious avoidance of responsibility leading to enforced silence is tantamount to involuntary

violence which can aptly be rephrased as 'silence is violence'. Thus, speech furthers violence, so is silence.

Works Cited

- Deshpande, G. P. "Remembering Tendulkar." *Economic and Political Weekly* 43.22, 2008, pp. 19-20. JSTOR. www.jstor.org/stable/i40010920. Accessed 7 July 2020.
- Keyssar, Helene. *Feminist Theatre and Theory*. Macmillan Press Ltd, 1996.
- Marin, Dramnescu. "Postmodern Society and Individual Alienation." *Research Gate*. www.researchgate.net. Accessed 10 July 2020.
- Mhaskar, Ashutosh. "Depiction of Sex and Violence in Vijay Tendulkar's Plays in the Context of the Prevailing Social, Economical and Political Conditions of India." 2013. <http://hdl.handle.net/10603/38037>. Accessed on 12 August 2020.
- Mulvey, Laura. "Visual Pleasure and Narrative Cinema." *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen, OUP, 1999, pp. 833-44.
- Padmanabhan, Manjula. *Lights Out. Body Blows: Women, Violence and Survival (Three Plays)*. Seagull Books, 2000.
- Paul Chakraborty, Sanchayita, and Anindya Shekhar Purakayastha. "Resistance Through Theatrical Communication: Two Women's Texts and A Critique of Violence." 2013. https://www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal/ARTICLE-DEC2013/Article_8. Accessed on 16 August 2020.
- Tendulkar, Vijay. *Silence! The Court is in Session*. OUP, 2008.

Sutista Ghosh, Assistant Professor of English, WBES, Kabi Jagadram Roy Government General Degree College, Mejia. Bankura: 722143 West Bengal
Mob No: 9564889471 E-mail id: sutistag@gmail.com

www.littcrit.org

Issue 91 • Volume 47 • Number 1 • June 2021



LITTCRIT

An Indian Response to Literature

ISSN 0970-8049



- **Anjali Singh** Gaiutra Bahadur's *Coolie Woman*
- **Sutista Ghosh** Exploring the 'Uncanny' in Angela Carter's "The Bloody Chamber"
- **Avijit Pramanik** A Critical Study of Paul Auster's *Mr. Vertigo*
- **Rukma Prince** Beyond the Secular



LITCRIT

An Indian Response to Literature

UGC Care List. Arts & Humanities. 161 | ISSN 0970-8049

Issue 91 • June 2021 • Volume 47 • No. 1

Contents

Gopika Sankar U.

- Faith across Borders: Towards an Understanding of Human Values and Survival through Gina B Nahai's *Moonlight on the Avenue of Faith* 05

Nabanita Biswas

- "She wanted her body back": Exploring Sexuality and Social Eclipses in Arundhati Roy's *The God of Small Things* 17

Dhanesh M.

- Performance-Narrative-Truth: On the Performativity of Life and the Problematics of News in the Late Capitalist Era 25

Bhumika Sharma & Rahul Kumar

- Reciprocity of Resistance in Indian Bhakti Poetry: A Study of Kabir, Tukaram and Meerabai 38

Meenu Sabu

- Making of an 'Unusual' Sidekick: A Critique of Sreedevi in *Manichitrathazhu* 49

Farsanah Moossa Kappi & Abida Farooqui

- The Separation Wall in Israel/Palestine as a Heterotopic Space 57

Rinu Krishna K.

- What's in a Name/Meme? Apparently a lot: An Analysis of the Social Media Discourse that Followed Chunchu Nair's First Death Anniversary 68

Arsha S. Pillai

- Travails of the Constructed Body: Depiction of Clowning in the Malayalam Films *Thampu* and *Joker* 77

Rukma Prince

- Beyond the Secular: The Postsecular Moment in Contemporary Pakistani Novels in English 86

Sarita G.

- From the Classic to the Futuristic Avatars: Depiction of the Iconic Women Characters Sita and Draupadi in Indian Comics 97

Chitra V.R. & Ansan Daniel From Roots to Routes: Mobilities and Immobilities in Olga Tokarczuk's <i>Flights</i>	110
Asha S. Conflicting Empathies: Arab Spring in Benyamin's <i>Jasmine Days</i> and <i>Al-Arabian Novel Factory</i>	120
Avijit Pramanik A Critical Study of Paul Auster's <i>Mr. Vertigo</i> through the Lens of Logotherapeutic Experiential Values	132
Adithyan B.S. Internal Colonialism in Comics	141
Anjali Singh Gaiutra Bahadur's <i>Coolie Woman</i> : Recasting Indian Indenture through a Gendered Lens	149
N. Banita Devi A Contemporary Rereading of Homer's Three Greek Queens in <i>The Odyssey</i>	158
Sindhu J. "The Logic of the Armless": Embodied Experience and Construction of Self in Anosh Irani's Novel <i>The Cripple and His Talismans</i>	169
Sutista Ghosh Exploring the 'Uncanny' in Angela Carter's "The Bloody Chamber"	176
Vinita Teresa Disorder, Danger and Death: The Consumerist Dystopia in <i>Don DeLillo's White Noise</i>	183
Salil Varma R. A Shape for My Death: Debating Euthanasia in Cory Taylor's <i>Dying</i> : A Memoir	197
A.M. Unnikrishnan C.V. Raman Pillai and Kerala Renaissance	209
Book Review Sanchita J.	212



Pradeep Puthoor

Pradeep Puthoor is a well known painter who received prestigious awards like Adolph Esther Gattlieb Award from Gottlieb Foundation, New York in 2021, British Royal Overseas League's Overseas Award for painting in 1997, Pollock Krasner Fellowship for painting from PKF Foundation, New York in 2003 and 2009, Senior Fellowship for painting from Ministry of Culture, New Delhi during 2008-2010, Residency Programme Scholarship Berlin in 2006 apart from several National level and state level awards. His life and works have been documented for BBC London during 2016 titled 'Art, Pray and Love'. He conducted several exhibitions in and outside India. Pradeep Puthoor lives in Thiruvananthapuram.

Sutista Ghosh

Exploring the 'Uncanny' in Angela Carter's "The Bloody Chamber"

Abstract

Angela Carter's collection of short stories entitled *The Bloody Chamber and Other Stories*, popularly known as the feminist revision of the fairy tales, is amenable not merely to feminist interpretations, but also to readings in terms of some gothic tropes among which the concept of the 'uncanny' is a crucial one where the source of fear can be traced back to an encounter with the 'unfamiliar' or the 'strange'. This paper attempts to explore various elements of the uncanny and concomitant fears, in the title story of Carter's collection i.e., "The Bloody Chamber", specifically in the light of the theorization of uncanny by Freud and other theorists he mentions like Ernst Jentsch and Schelling in his essay entitled "Das Unheimliche" or "The Uncanny" (1919).

Keywords: double, evil eyes, fear, horror, recurrence, repetition, scopophilia, uncanny,

Angela Carter's collection of short stories entitled *The Bloody Chamber and Other Stories* is famously known as the feminist retelling of the traditional fairy tales. The gender stereotypes affixed by oppressive patriarchy to females is deconstructed by her in this work. Carter herself has denied any attempt at pigeonholing the collection as a 'reworking'. In an interview with John Haffenden, Carter has said that, "My intention was not to do 'versions', or, as the American edition of the book said, horribly 'adult' fairy tales, but to extract the latent content from the traditional stories" (*Novelists in Interview* 80). What is significant is that if the possibilities of feminist interpretation are latent within the fairy tales, so also is the gothic imagination because of which she invariably casts her feminist revision of the fairy tales in the mould of a gothic narration with its haunted castles, desolate forest settings, supernatural entities, damsels in distress, references

Sutista Ghosh is Assistant Professor of English at W.B.E.S. Kabi Jagadram Roy Government General Degree College, Mejia, Bankura, West Bengal.



Sahityasetu ISSN:2249-2372

**Year-11, Issue 4, Continuous
Issue 64, July - August 2021**

[Home](#)[Poem](#)[Prose](#)[Critical](#)[English Door](#)

A Peer Reviewed Literary e-journal

Included in the UGC-CARE list (Group B Sr. No 172)

**Barbara Kingsolver's *Prodigal Summer*: An Ecofeminist
Approach**

Abstract:

Barbara Kingsolver's Prodigal Summer is a novel which is steeped in the rich description of nature and environment in terms of ecological details that renders itself to be interpreted through an ecocritical lens. But what is significant is that the complex dynamics of interconnectedness, intersectionality and interanimation with nature is evinced through the three chief female characters of the novel that makes the readers curious about its ecofeminist possibilities. The three main female characters of the novel are much more interconnected to nature than the males of the novel who rather exhibit a thoroughly insensate attitude to nature. Thus the females in the novel respond to nature in an altogether different way from the males who indulge in exploitative environmental practices. It is these three female characters who resist the repression of the patriarchal practices that oppress not merely the nature in the novel but their essential feminine identity as well. While like the radical ecofeminists Kingsolver exalts nature and women's association with nature, her celebration of the attributes of nature however is not uncritical like them. Thus, unlike the radical ecofeminists who are rather reluctant to understand 'the logic of exclusion' of the women in terms of the so-called superior attributes of the males and who therefore prefer to celebrate the attributes assigned to the nature and consequently to the females, Kingsolver in this novel steadfastly challenges and subverts the dichotomy of 'emotional female' and 'rational male' by making her female characters empowered with the attributes thought to be essentially male prerogatives, namely logic and reason. Her women are therefore the embodiments of the combined forces of nature and reason. It is against the backdrop of their logic, reason and deeper understanding of nature and ecology that the male characters appear all the more unfeeling, oppressive and exploitative. This paper would therefore attempt to explore the ecofeminist possibilities of the novel through close analysis of the activities of the novel's male and female characters.

Key Words: Ecofeminism, environment, patriarchal ideology, resistance, logic, feminine identity.

Set against the backdrop of the lush vegetation of Virginia Mountain in Southern Appalachian region, Barbara Kingsolver's novel *Prodigal Summer* (2001) has been rightly described as presenting "a hymn to wildness that celebrates the prodigal spirit

of human nature and of nature itself” (qtd. from the authorized site of Barbara Kingsolver). A trained biologist that Barbara Kingsolver is, it is quite natural that in her novel she would dwell upon the description of the meticulous details of the world of flora and fauna- moss, fern, mushroom, chestnut, different birds and insects, herbivorous and carnivorous animals and so on. San Francisco Chronicle has cogently summed up the essence of the novel as “a blend of breathtaking artistry, encyclopedic knowledge of the natural world, attention to detail and ardent commitment to the supremacy of nature”. It is through this deliberate detailing that she portrays a world rich in biodiversity and simultaneously creates an environment consciousness in the mind of the readers. If Glotfelty in her introduction to *The Ecocriticism Reader* defines ecocriticism as “the study of the relationship between literature and physical environment” (xix) and if Richard Kerridge in *Writing the Environment* asserts, “ecocriticism seeks to evaluate texts and ideas in terms of their coherence and usefulness as responses to environmental crisis” (5), Kingsolver’s *Prodigal Summer* at once proves apt to be defined from ecocritical perspectives. But what is interesting is that in this novel the environmental consciousness is filtered and presented primarily through the three main female characters who come to share an intimate and integral bond with nature, think themselves to be an indispensable part of the nature and therefore come to respond to nature in an altogether different way from the otherwise indifferent males of the novel. The women in the novel present a better understanding of both the human and the non-human world because of which they can interact with them in much more a meaningful way. If the ecofeminists challenge the ‘androcentric dualism’, to borrow the words of Greg Garrard (26), the women in this novel challenge the biased patriarchal values and attitudes both to nature and women which are supposed to be the cause of oppression of the both. The novel spans “over the course of one humid summer as the urge to procreate overtakes a green and profligate countryside” (qtd. from the authorized site of Barbara Kingsolver) and within this span of narrative framework, the female characters are shown to share deep interconnectedness and interdependence with nature for which they prevent with steadfast resolution any assault to nature exercised by the insensate male characters of the novel. In the mould of interweaving narratives that is characteristically typical of Kingsolver, she presents the stories of three female characters- that of Denna Wolfe, Lusa Malouf and Nannie Rawley under the respective titles of “Predators”, “Moth Love” and “Old Chestnut”.

This paper would analyze categorically, one by one, with close textual reference from the narratives of all these three women, how the ecofeminist concerns are reflected in the novel.

The ecofeminists necessarily try to challenge the 'logic of domination', the underlying 'master model' that relates women with such attributes as the material, the emotional, the particular, the body and so on which are pitted against the so-called superior attributes that the males come to present such as the non-material, the rational, the abstract and the mind. The radical ecofeminists like Sharon Doubiago, Charlene Spretnak et.al merely try to reverse the androcentric priority of reason over emotion by exalting nature and all the attributes of nature that are assigned to the women as well. For Sharon Doubiago, "ecology consciousness is traditional women consciousness" (qtd. in Garrard, 27). Greg Garrard however insightfully observes how this attitude actually leads to anti-scientism. Val Plumwood too complicates this position by asserting that mere differentiation of humans from nature or reason from emotion does not constitute the 'problematic anthropo or androcentrism'. Garrard further notes in his book *Ecocriticism* that "the underlying model of mastery shared by these forms of oppression is based upon alienated differentiation and denied dependency" (28). Plumwood asserts in her work *Feminism and the Mastery of Nature*:

Nature, as the excluded and devalued contrast of reason, includes the emotions, the body, the passions, animality, the primitive or uncivilized, the non-human world, matter, physicality and sense experience, as well as the sphere of irrationality, of faith and of madness. In other words, nature includes everything that reason excludes. It is important to note this point because some ecofeminists have endorsed the association between women and nature without critically examining how the association is produced by exclusion. (20)

Val Plumwood therefore critiques the approach of the radical ecofeminists and the gendered reason/nature dualism. If indulgence in the concepts of 'othering' and 'otherness' is the way by which dominant patriarchal culture asserts its hegemony, Patrick Murphy in his work *Literature, Nature and the Other: Ecofeminist Critiques* shows how this hegemony degrades women's agency and the subsequent 'ecological interanimation' or what Carol Adams and Gruen in their book *Ecofeminism* call 'intersectionality'. Murphy observes:

If the recognition of otherness and the status of the other is applied only to women and/or the unconscious, for example, and the corollary notion of otherness, being another for others, is not recognized, then the ecological processes of interanimation- the ways in which humans and other entities develop, change, and learn through mutually influencing each other day to day, age by age-will go unacknowledged, and the notions of female autonomy that have been useful to women in thinking through the characteristics of their social oppression will end up complicitous with the traditional American, patriarchal beliefs in autonomy and individualism. (23)

Karen Warren in Ecofeminist Philosophy observes insightfully that “Ecofeminism is about the interconnections among all systems of unjustified human dominations” (2). The term ‘unjustified human dominations’ is of utmost significance because it necessarily includes the unjust domination of and by humans-that of the human-human and human-non-human domination. Greta Gaard in her article “Ecofeminism Revisited” says, “Ecofeminism emerged from the intersections of feminist research and the various movements for social justice and environmental health, explorations that uncovered the linked oppressions of gender, ecology, race, species and nation” (28). Barbara Kingsolver in her novel *Prodigal Summer* subverts the radical ecofeminists’ claims of uncritical celebration of attributes ascribed to nature and women by making her female characters much more rational and rational active than the other male characters. Kingsolver understands what Plumwood calls ‘logic of exclusion’ on which the binary division between the male/reason and female/nature is made. By empowering her female characters with logic, reason and rationality stemming from their professional knowledge and scholarship about the environment, Kingsolver offers a fitting rejoinder to the hegemonic patriarchal culture. Her female characters resist any attempt of oppression both to nature and the women. In this story of “the power of love and the forces of nature”, as Kate Figes defines in the daily ‘Independent’, the female characters are armed with resistance. Their intersectionality and interconnectedness with nature is integral and throughout the novel they play a significant role in maintaining what Murphy calls “ecological interanimation”.

That the novel unfolds against the Appalachian region is itself very significant. One of the major strands of ecofeminism is to study

significant. One of the major strands of ecofeminism is to study how the biosphere environment and ecology of a particular region influence both its human and non-human elements. A study of Appalachia reveals that the Appalachian region has long been a victim of environmental degradation exercised by capitalist and commercialist business models. Unlike the other mountainous regions of the United States, the South Appalachian region has been severely affected by exploitative environmental practices such as coal mining, indiscriminate extraction of natural resources and so on. It therefore presupposes that the South Appalachian region is a place rich in the beauty of natural landscape and natural resources. The novelists who set their fiction in the Appalachian region generally dwell upon two thematic preoccupations—depiction of the relationship of the characters with nature and endorsing a critical attitude towards the consumerist, patriarchal environmental practices. Both these two general preoccupations are evident in Kingsolver's novel. Her novel does not specifically wage war on environmentally degrading practices of coal mining but on different detrimental, patriarchal biological practices that take toll on the bio-diverse world of the South Appalachian region. That she sets her novel in this region, is itself a plea to save the green, resourceful space of South Appalachia from the cruel, patriarchal environmental practices. Barbara Ellen Smith's article "Beyond the Mountains: The Paradox of Women's Place in Appalachian History" provides insight into the fact that apart from nature, the women of this region too suffer from marginalization, thereby substantiating South Appalachia as a specifically gendered space. In either coal-mining or clearing the lands it is always the male labour that is prioritized at the cost of the undervaluation of the labour of the women (5). This lopsided attitude is what the materialist or socialist ecofeminists criticize scathingly arguing that the sphere of production traditionally associated with the males cannot be thought to be independent of the sphere of reproduction associated with the females or of the sphere of nature's economy on which both these spheres depend. Moreover they argue, as P. K. Nayar observes that the labour and productive capacities of both nature and women are harnessed to serve men (251). Barbara Ellen Smith meticulously observes that South Appalachia is a place where the women are robbed of their agency and are virtually relegated to insignificance. She therefore cogently comments that in this region "female agency ... [is] literally inconceivable" (2). In this context of the traditional history of the Appalachian region, Kingsolver creates three female characters and assigns them the professional roles which are supposed to be

exclusively male prerogatives.

The chapters entitled “Predators”, as has already been mentioned, relate the account of Denna Wolfe, a wildlife biologist and a reclusive forest ranger who comes to reside in Zebulon National Forest in Virginia-Kentucky border of South Appalachian region all by herself. She is especially interested in her job as a forest-ranger because it is here that she can find a scope of the practical application of her college dissertation on the protection of wildlife, especially the endangered and the extinct ones like the Coyotes. She devotes herself in the solitary ambience for the cause of the protection and security of the den of the Coyotes. She seems to luxuriate in the solitariness watching the forest from “her outpost in an isolated mountain cabin” when she is once caught off-guard by Eddie Bondo, “a young hunter who comes to invade her most private spaces and confound her self-assured solitary life” (qtd. from the authorized site of Barbara Kingsolver). Eddie Bondo first sees her following curiously an unidentified track: “He would have noticed how quickly she moved up the path and how directly she scowled at the ground ahead of her” (43). He therefore comes to recognize her daring, undaunted spirit living all alone as a forest ranger in the solitary wood that at once subverts the traditional expected role of a woman. In the course of the chapters readers get ample instances of her intimate interconnectedness with nature. She revels in the proximity of nature with all its flora and fauna in this lone forest: “She loved the air after a hard rain and the way a forest of dripping leaves fills itself with a sibilant percussion that empties your head of words” (3). Eddie Bondo, the man with a gun, at once presents himself as an ideological antagonist of Denna as he is a hunter who has come with the decisive purpose of hunting the animals that Denna is desperate to protect- the Coyotes. Denna deems the flora and the fauna of the wood to be her kith and kin and hence needs not suffer from any insecurity to protect herself from the predators carrying the weapons as Eddie Bondo does. Hunting is a concept alien to her and so is carrying weapons. This becomes evident from her conversation with Eddie Bondo:

“I’m tracking”, she said quietly. “Two people make more than double the noise of one. If you’re a hunter I expect you’d know that already.”

“I don’t see your gun.”

“I don’t believe I’m carrying one. I believe we’re on National Forest land, inside of a game protection area where there’s no

hunting.” (7)

She has even shunned the practice of using soap only because the predators associate the smell of the soap with that of the hunters which thereby hinders their easy movement in the forest. Though an intimate relationship develops between her and Eddie Bondo, she remains always aware of the aversion to the Coyotes of the western ranchers in general and that of Eddie Bondo in particular: “... it was may be the fiercest human-animal vendetta there was” (31). She knows that on these isolated mountains the Coyotes have the “strange combination of one protector and one enemy” (48). Denna’s ‘interanimation’ with nature, by contrast, accentuates the sense of Eddie’s alienation from nature. At times Denna even becomes seriously suspicious of Eddie’s purpose of staying with her for she feels that his purpose is only to cull information from her regarding the habitat of the Coyotes so that his hunting of them becomes easier. Out of her sincere concern for the Coyotes and serious misgivings regarding Eddie’s intention, she does not even hesitate to threaten Eddie:

“I want to tell you something”, she said holding his stare.

“You’re a good tracker, but I’m a better one. If you find any Coyote pups around here and kill them, I’ll put a bullet in your leg. Accidentally.”

“That’s true.” (184)

When Denna hears a sudden gunshot while sleeping, she wakes up at once, smells the intentional hand behind it, becomes desperate and even feels her murderous instincts rushing up towards Eddie. Her love for nature, all the plants and animals, is so genuine that when a moth becomes entrapped in the window curtain, she tenderly, carefully holds the moth and frees it or when a snake comes to take refuge in her cabin, she far from having any repulsive apprehension like Eddie, ensures a comfortable shelter for it. Denna becomes one with all the elements of nature as if they are her integral parts of existence and hence she comes to know about all the nooks and crannies of the forest of Zebulon County—she knows when in the still humid air the caterpillars would be coming to eat thousand leaves on their way to becoming Io and Luna moths. Because she is a professional biologist, she is enriched with scholastic knowledge about the details of the names of flora and fauna. She therefore recognizes the value of the preservation of extinct creations which Eddie cannot. She epitomizes reason and logic and thus subverts the patriarchal binary of rational male and

emotional female. It is through her enriched logic and reason- an essential offshoot of her true knowledge about nature- that she attempts to make Eddie Bondo understand why killing a predator like Coyote leads to the disruption of the entire ecosystem:

“And what rule of the world says it’s a sin to kill a predator?”

“Simple math, Eddie Bondo, you know this stuff. One mosquito can make a bat happy for, what, fifteen seconds before it starts looking for another one. But one bat might eat two hundred mosquitoes in a night. Figure it out, where’s the gold standard here? Who has a bigger influence on other lives?” (181)

Denna attempts to prevent the oppression not merely towards the ecosystem exercised by exploitative patriarchal practices but towards her as well exercised by her husband. When the story opens, Denna is a divorced woman. As Eddie Bondo wants to know her name, she simply says it is Denna who is not “sure of the rest” (27). She further says “I’ve got one, but it’s my husband’s- was my husband’s” (27). Her comment presents a clear instance of patriarchal domination that she initially succumbed to. She reflects thoughtfully that her husband has “put his territorial mark” (28) on everything she owned and “then walked away” (28). Denna however refused to submit to the prolonged domination and desolation and hence took necessary actions when her inability to conform to the patriarchal expectations of her husband, accentuated his domination. With the desire of forging her own identity and living her life in her own terms lurking within her, she signed the divorce paper and resisted the imposition of oppressive patriarchal ideologies and beliefs on her. She can now, therefore, exult in being “just like the phoebes and wood thrushes” (260) as she always wanted to be.

The narrative of Lusa Landoswki, detailed under the chapters entitled “Moth Love”, gives the readers the glimpse of another empowered woman who resists the degradation of nature as she too, like Denna, shares an integral and intimate interconnectedness with nature. Lusa is a postdoctoral scholar of entomology turned a farmer’s wife who has met her husband Cole Widener when he came there in her university for a workshop on integrated pest management. By her marriage, she comes to reside in a farm in the Southern Appalachian region where she gets fascinated seeing different species of insects, specially the moths. It is here where her theoretical knowledge gets wedded to practical experience. Her knowledge and understanding of the life of the insects is clearly

her knowledge and understanding of the life of the insects is clearly manifested in her rhapsody while seeing the moths as she enumerates their names with all their scientific details: "Actias luna. Hyalophora cecropia, Automeris io... silken creatures that bore the names of gods into Zebulon's deep hollows and mountain slopes" (39). As an entomologist she delights in the possibility of identifying the mates of the insects through pheromones. As an earnest lover of nature, she comes to live nature in the small farm of Zebulon county: "She learned to tell time with her skin, as morning turned to afternoon and the mountain's breath began to bear gently on the back of her neck... She had come to think of Zebulon as another man in her life, larger and steadier than any other companion she had known" (34). Lusa wants to develop a harmonious relationship both with the human and non-human lives and thus tries to brush aside any cause that may prove detrimental either to the natural or human world. When her husband dies and she comes to take charge of the farm, she negates her brother-in-law's decision of planting tobacco in the farm as tobacco is supposed to be responsible for causing human cancer. Not only does she exhibit an environment-conscious spirit, she tries to instill this consciousness among her other family members as well, mostly the male ones who try to convince her about using productive but environmentally degrading methods of farming. With her steady logic and conscience, she tries to make her brothers-in-law understand the adverse effects of using chemical pesticides and focuses instead on biological pest control. She takes necessary advice from Ricky to purchase the goats from Mr. Garnett Walker so that she can raise the amount of money from farming and can use the goats for biological weed control: "Well, they'd keep the thistles and briars from taking over my hayfields" (158). Lusa exhibits her intensive knowledge about the world of the insects in her conversation with Crystal, a little girl who is the daughter of one of her sisters-in-law. She explains to her the scientific fact about why the birds avoid eating the caterpillars of monarch butterflies. Lusa along with other two chief female characters of the novel is empowered with comprehensive knowledge, scholasticism and reason which all the male characters of the novel lack. In her conversation with Crystal, when Lusa explains to her why grinding mill is now absent in most of the houses, she scathingly censures the mindless, unrestrained practices of capitalism and commercialism that have wreaked havoc on the environment:

"Why?"

"Because they can't afford to grow grain anymore. It's cheaper to buy bad stuff from a big farm than to grow good stuff on a little farm."

"Why?"

...

"...that's hard to answer. Because people want too much stuff, I guess, and won't pay for quality." (295)

Like Denna, Lusa too, gives a glimpse of her consciousness not merely regarding nature but regarding her identity as well which at times is stifled by the patriarchal ideas and which therefore she comes to resist vehemently. Lusa refuses to adopt her husband's last name—a refusal that flouts the rural community's patriarchal expectation at once. Her refusal to adopt her husband's surname however does not stem from her aversion towards her husband's family but because of her desire to maintain her eclectic identity of her combined Polish and Arab culture which she definitely takes pride in. Lusa's desperate struggle to maintain her previous identity is confronted with strong challenge from the society as Lusa observes that wherever she goes she is always addressed and identified as Mrs. Widener and not by her own name. She complains time and again to Cole that none of Cole's family cares at all to remember either her first or last name. This attitude on the part of Cole's family members is indicative of their espousal of patriarchal beliefs which denies a woman her own individual identity. In this connection it is worthwhile to refer to Judith Butler's observation in her essay "Imitation and Gender Subordination": "Oppression works not merely through acts of overt prohibition, but covertly through the constitution of viable subjects and through the corollary constitution of a domain of unviable subjects...who are neither prohibited within the economy of law... Oppression works through the production of a domain of unthinkability and unnamed ability" (229). Oppression against Lusa is exercised through this 'domain of unthinkability and unnamed ability' which denies thinking of her as a subject having individual identity. Lusa's self-assertion is evident when after her husband's death, she declares the farm to be her own which she wishes to run on her own instead of running it through her brothers-in law. While Lusa's sisters-in-law endorse essentially biased patriarchal attitudes and therefore deny Crystal her choice of so-called male dresses, Lusa gives Crystal her freedom of choice as she believes in keeping with the feminist thoughts that gender is a social construct.

The chapters entitled “Old Chestnuts” recount the narrative of Nannie Rawley, a proud grower of organic apple orchard, vis-à-vis her interaction with Garnett Walker III, a man who is opposed to any idea of organic farming and for whom “success without chemicals was impossible” (89). Nannie Rawley, according to him is therefore “a deluded old harpy in pigtails” (89) who does nothing but “concoct a fool set of opinions and paint them on a three-by-three plywood” (86). The square of plywood actually refers to Nannie’s request to Garnett Walker to plant a sign-board reading “No Spray Zone” in his property line. Rightly does Richard Magee in his article “The Aridity of Grace” identifies Garner as a “Toxic Man” (19) who remains “obstinately wedded to industrial agriculture and the modern chemical industrial complex that infuses large scale farming” (19). Garnett gets outraged to see that Nannie’s ban of herbicide in his land has given rise to the “swamp of weeds” (86) that has consumed the entire land. He thus comes to meet Nannie with the purpose of informing her that “it was her duty to keep her NO SPRAY ZONE, if she insisted on having such a thing” (87). The dichotomy between Nature as represented by Nannie and that of Culture represented by Garnett becomes overt in their feuding conversation:

... “One application of herbicide on my bank will not cause your apple trees or anybody else’s to drop off all their leaves.”
“Not to drop their leaves, no”, she’d admitted.
“But what if some inspector came tomorrow to spot-check for chemicals on my apples? I’d lose my certification.” (88)

Nannie perhaps became more averse to the use of the chemicals after the birth of her deformed child which she thought was caused by the chemicals. She even christened her child as Rachel Carson Rowley “after the lady scientist who cried wolf about DDT” (108). As she is enriched with the forces of logic and environmental consciousness, she tries to infuse them onto Garnett so as to prevent his environmentally degrading policies. As an instance of her support for animal rights activism and environmental awareness, she says that she is trying her best to save ten or fifteen kinds of salamanders in Zebulon that are supposed to be endangered species. Employing the same logic of Denna’s ‘simple maths’ (181), Nannie tries to make Garnett understand how the use of insecticides actually promotes the growth of the prey or the pest insects that he determines to destroy. She explains applying what she calls “Volterra principle” (281) that the insecticides kill both

the predator and the prey insects alike but because of the high fertility of the pest insects, they multiply quickly in the absence of their natural enemies when insecticide is applied. Like Denna and Lusa, Nannie struggles to preserve both nature and her own individual entity, breaking apart the shackles of patriarchal values. Her fight for her identity and her own place in a seemingly patriarchal space is evinced in her relation to Denna's father whom she refused to marry in spite of having a baby. She did not succumb to the pressures of the patriarchal society to make their relationship official. Nannie even subverts the patriarchal community's views and expectations by managing her farm all by herself for which she remains grateful to her father who ensured that Nannie receives proper education to know the details of managing farms. It is from her educational background that she derives strength both financially and psychologically to fight the stereotypical ideologies of patriarchy. Interestingly it is Nannie's ingenuity that sometimes she appropriates the patriarchal expectations only to subvert them more forcefully. When the rural community of Zebulon gossips about her choice of life, she simply silences them by flaunting her cooking skill which is supposed to be the predestined, assigned role of the women. The readers get to know that she has bribed Oda Black with apple pies as she did Garnett Walker when she sent him a letter containing her thoughts about nature which were of course ideologically opposed to him. Garnett in his counter- letter to Nannie gave vent to essentially anthropocentric ideas declaring that humans hold a more special and privileged authority in the world. It is an idea however which the deep ecologists criticize scathingly. If the deep ecologists believe, as P.K. Nayar observes, that our worldview, thinking, responses and actions are human-centric and therefore in order to ensure a safer planet we need to become eco or bio-centric (246), Nannie reflects the same deep ecological concerns asserting that humankind holds the same special place in the world as is held by a mocking bird or a salamander. She emphasizes the creation of a harmonious living condition for both the humans and the non-humans. Nannie in her response to Garnett's letter echoes the comments made by Ynestra King in the article "The Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology": "A healthy, balanced ecosystem, including human and non-human inhabitants, must maintain diversity... Biological simplification, i.e., the wiping out of whole species, corresponds to reducing human diversity into faceless workers or to the homogenization of taste and culture through mass consumer markets" (20).

Greg Garrard observes however that ecofeminism promotes environmental justice to a far greater degree than deep ecology. In this connection he comments in his book *Ecocriticism* that in ecofeminism, “The logic of domination is implicated in discrimination and oppression on grounds of race, sexual orientation and class as well as species and gender” (29). It is here that Barbara Kingsolver’s *Prodigal Summer* leaves its unique signature as a distinct ecofeminist novel. Richard Magee rightly comments in his article “The Aridity of Grace” that in the novel the main female characters clearly represent nature while the men represent (agri)culture (18). He further observes:

Not only do the women represent nature, they represent different stages of nature. Denna is the primitive, maternal (by the end of the novel she discovers that she is pregnant, and primal earth goddess. Nannie Rawley is the old woman with the lifetime of natural folk wisdom stored up in her head. Lusa is the modern educated woman who uses her intelligence as well as her fierce determination and family attachments to become a more ecologically sensitive farmer than any of the men who farm around her could hope to be. (20)

The chief women characters in the novel defy the ‘logic of domination’ exercised either to them or to nature. They find the common grounds of interconnection between women and nature in their shared history of oppression perpetrated by the hegemonic patriarchal practices. It is the three women who dominate the narrative from the beginning to the end as they are empowered with knowledge of environmental consciousness, human and non-human rights and the basic logic of ratiocination. These are the forces through which they resist any kind of assault either to the identity of Mother Nature or to their essential identity of femininity. Ynestra King comments, “... we need a decentralized global movement that is founded on common interests yet celebrates diversity and opposes all forms of domination and violence. Potentially ecofeminism is such a movement” (20). In the novel *Prodigal Summer*, the readers come across the instances of the same movement of ecofeminism where the chief female characters promote the harmonious relationship between the world of non-humans and the world of the humans for their common interest and celebrate diversity in both these worlds in much more a positive way ensuring that this diversity is purged of domination on the grounds of superiority- a domination that is evinced in the

practices of patriarchy. In a way the three main female characters of the novel flout the attributes of superiority assigned on patriarchy by incorporating and appropriating those attributes themselves.

Works Cited

1. Butler, Judith. "Imitation and Gender Insubordination." Cultural Theory and Popular Culture: A Reader, edited by John Storey, Pearson Longman, 2009, pp. 224-238.
2. Gaard, Greta. "Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Species in a Material Feminist Environmentalism". Feminist Formations, vol. 23, no. 2, 2011, pp. 26-53.
3. Garrard, Greg. Ecocriticism. 2nd ed., Routledge, 2012.
4. Glotfelty, Cheryll. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, edited by Cheryll Glotfelty & Harold Fromm, University of Georgia Press, 1996, pp. xv-xxxvii.
5. King, Ynestra. "The Ecology of Feminism and the Feminism of Ecology". Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism, edited by Judith Plant, Green, 1989, pp.18-28.
6. Kerridge, Richard and Samnells, N, editors. Writing the Environment, Zed Books, 1998.
7. Kingsolver, Barbara. Prodigal Summer. Faber and Faber, 2013.
8. [Magee, Richard M. "The Aridity of Grace: Community and Ecofeminism in Barbara Kingsolver's Animal Dreams and Prodigal Summer"](#)
9. Murphy, Patrick D. Literature, Nature and Other. State University of New York Press, 1995.
10. Nayar, P.K. Contemporary Literary and Cultural Theory. Pearson, 2009.
11. Plumwood, Val. Feminism and the Mastery of Nature. Routledge, 1993.
12. Smith, Barbara Ellen. "Beyond the Mountains: The Paradox of Women's Place in Appalachian History." NWSA Journal, vol.11, no.3, 1999, pp. 1-17. Project Muse. Accessed 12 June 2020.
13. Warren, Karen. Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters. Rowman & Littlefield, 2000.

Sutista Ghosh, Assistant Professor of English, WBES, Kabi Jagadram Roy Government General Degree College, Mejia, Bankura-722143, West Bengal. E-mail id: sutistag@gmail.com

‘এবং মহুয়া’-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ(UGC-CARE list-I 2021)

অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার(৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ.৬০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৩৬ সংখ্যা

জুলাই, ২০২১

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোস্ট-মেদিনীপুর, ৭২১১০১, জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সূ চি প ত্র

১.বাংলার লোকশিল্প শোলা : সংকট ও উত্তরণে	
:: অলোক কুমার বিশ্বাস.....	৯
২.‘অপূর্ণ সতী’ নাট্যাভিনেত্রীর নাটকে সমাজচিত্র এবং	
:: মৌ চক্রবর্তী.....	১৮
৩.বৈদিক সংস্কৃতি ও নৈতিকতা	
:: অনুপ কুমার মন্ডল.....	২৯
৪.সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব : একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা	
:: আকতারউদ্দিন শেখ.....	৩৬
৫.যুগান্তর মামলা : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও নিবেদিতা	
:: আরতী মণ্ডল.....	৪৩
৬.শঙ্খ ঘোষের গদ্যে পাঠক বিষয়ক ভাবনা	
:: আরিফ বিন ইসলাম	৫২
৭.সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজ : প্রেক্ষিত উনিশ শতকের প্রথমার্ধ	
:: অরিতা ভৌমিক অধিকারী.....	৫৮
৮.স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে নারী জাগরণে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও	
প্রণব কন্যা সঙ্ঘ :: বাবলু মল্লিক.....	৬৯
৯.‘বিদ্যার্থী ও বিবাগী লখিন্দর’ : প্রেম ও যৌনতার এক	
স্বতন্ত্র জীবনাখ্যান :: বাবুর আলী মণ্ডল.....	৭৮
১০.মঙ্গলকাব্যে লোকজ উপাদান : একটি পর্যালোচনা	
:: অর্জুন মাঝি.....	৮৯
১১.জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সঅঞ্চলের জাতিগত গঠনের চ্যালেঞ্জ :	
প্রাক-উপনিবেশিক পরবর্তী সামাজিক প্রেক্ষাপটের দৃষ্টান্ত বদল	
:: সুস্মিতা পণ্ডিত.....	৯৬
১২.বিনয়ের কবিতা ‘মানুষের আলো’ ও বৈচিত্র্যময় স্বরপ্রক্ষেপ	
:: বাসুদেব মণ্ডল.....	১০২
১৩.নগর-পুরুষের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আখ্যান : গ্রাম-নারীর প্রতি	
:: বৈশাখী সাহা মণ্ডল.....	১০৮
১৪.স্বামী বিবেকানন্দের ‘বর্তমান ভারত’— সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ	
:: অজয় কুমার দাস.....	১১৫
১৫.দাম্পত্য : সংকট ও সম্ভাবনার আলোকে ফিরে দেখা	
:: চৈতালী সামন্ত.....	১২৪

৩৪.জীবনমান : ভারতীয় যোগ দর্শনের একটি নিদর্শন :: সোহেল রানা সরকার.....	২৬৫
৩৫.রামায়ণ ও সমান্তরাল যৌনতা :: সৌরভ দাস.....	২৭৩
৩৬.কাব্যে-কিংবদন্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের 'লীলা'ক্ষেত্র পূর্ব মেদিনীপুর :: সুদীপ্ত সামন্ত.....	২৮২
৩৭.জৈন দর্শনে পঞ্চব্রত ও বর্তমান সমাজ :: সুজয় গায়েন.....	২৯১
৩৮.বিশ শতকের তিরিশ-সত্তরের দশক:কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের প্রসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার :: সৈকত মণ্ডল.....	২৯৯
৩৯.নদীয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি :: সুমিত ঘোষ.....	৩১১
৪০.দলিত নারীওমানবাধিকার:বিশ্বায়নের নিরিখে একটি পর্যালোচনা :: স্বপন সরকার.....	৩২০
৪১.পৌন্ড্র জাতির অনন্য সমাজ চিন্তানায়ক বেণীমাধব হালদার :: দিপালী মণ্ডল.....	৩৩৮
৪২.ভক্তিবাদী গুরুনানক, শিখধর্ম : একটি দার্শনিক প্রেক্ষিত :: ড. কৃষ্ণা বসু ঠাকুর.....	৩৫০
৪৩.অতিমারী কোভিড ১৯ ও উত্তর ২৪ পরগণার জনজীবন :: ড. বিপ্লব সরকার.....	৩৫৫
৪৪.পঞ্চকোশ :: ড. অমলেশ অধিকারী.....	৩৬৬
৪৫.শওকত আলীর গল্প : এক তেজস্ক্রিয় আরশি :: ড. অনুপম সরকার.....	৩৭২
৪৬.বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের প্রতিফলন :: ড. ইন্দ্রাণী হাজরা.....	৩৮৮
৪৭.অতিমারী ও বেকারত্ব : একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ :: ড. কৌশিক দাঁ.....	৩৯৭
৪৮.ঔপনিবেশিক উত্তরবঙ্গে চা-বাগিচা শিল্প ও চা-শ্রমিক প্রসঙ্গ : একটি বিশ্লেষণ :: ড. মধুমিতা মণ্ডল বেরা.....	৪০৫
৪৯.ভারতের দলীয় ব্যবস্থা ও দলত্যাগের রাজনীতি : একটি পর্যালোচনা :: ড. মানস কুমার ঘোষ.....	৪১৩
৫০.বাঙালির সংস্কৃতি ও অবহেলিত গান্ধবীর্গণ :: ড. মধুমিতা সরকার.....	৪২৫
৫১.বাংলার ধোপা জাতির আর্থ-সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার রূপরেখা :: ড. মনোশান্ত বিশ্বাস.....	৪৩২
৫২.অণুগল্পের সন্ধান : বনফুল :: ড. মিতালি টিকাদার.....	৪৪০
৫৩.আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত ভক্তিয়োগ :: ড. পরিমল মণ্ডল.....	৪৪৫

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের প্রতিফলন

ড. ইন্দ্রাণী হাজরা

সংক্ষিপ্তসার :

যে-কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুশৃঙ্খল মানবজীবনকে কীভাবে এলোমেলো করে দেয়, তার সুনিয়ন্ত্রিত দৈনন্দিন গতিপথকে কতখানি কক্ষচ্যুত করে দেয় তা যুগে যুগে সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ কীভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে ও তার থেকে পরিব্রাণের কী উপায় বা সমাধানের দিক সেখানে বাস্তবোচিতভাবে বর্ণিত হয়েছে তাই হল এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। তবে এ বিষয়ে অজস্র উদাহরণ থাকলেও পরিসরের সীমাবদ্ধতা হেতু তার মধ্যে স্বল্প কয়েকটিকে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনে কী ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তার আলোচনা করা হয়েছে প্রথমদিকে কয়েকটি গল্প-উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’, অনিল ঘড়াই-এর ‘অনন্ত দ্রাঘিমা’, সোমেন চন্দ্রের ‘বন্যা’ ইত্যাদি উপন্যাসে দেখা যায় নদীপাড়ের মানুষের জীবনে বন্যা কেমন অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে, তাদের দারিদ্রপীড়িত জীবনের রোজনাচায় জোয়ার-ভাটার মতো আসে যায় বন্যার জল, তারা প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবু জীবনের প্রতি ভরসা হারায় না। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তারিণী মাঝি’ গল্পে দেখি বন্যার সম্মুখে আত্মরক্ষার তাড়নায় প্রেমের নির্ভরতার বলিদান ইত্যাদি বিচিত্র মাত্রার রূপায়ন। দ্বিতীয় অংশে জলভাগে বা স্থলভাগে ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডবে বিপর্যস্ত জনজীবনের কাহিনি আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নৌকাডুবি’, অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ইত্যাদি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। এছাড়া দাবানলের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ও বন্যপ্রাণীর অসহায়তা লক্ষিত হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে। অমর মিত্রের ‘নিসর্গের শোকগাথা’ উপন্যাস রচিত হয় মহারাষ্ট্রের লাতুরে ঘটা ভূমিকম্পকে নিয়ে। আর দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরের মতো মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়গুলি কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে অভিশাপে জর্জরিত করে তোলে তারও বয়ান নির্মিত হতে দেখা যায় সমান্তরালভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অশনি সংকেত’, তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মন্বন্তর’, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘ফ্যান’ প্রভৃতি উপন্যাস ও কবিতায়। আবার কখনও দেখা যাচ্ছে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়

ঐক্য

80

UGC Approved Peer-Reviewed Research Journal on Arts and Humanities

সমাজ

সংস্কৃতি

ক্রেডিটপত্র ১। দেবেশ রায়

ক্রেডিটপত্র ২। আনিসুজ্জাম

সাহিত্য



দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

সূপকার রবীন্দ্রনাথ কল্যাণ মুখার্জী	৪৯৫
পর্ব : ১১	৫০০-৫০৪
□ স্মৃতিকথা আত্ম-স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে দেশবিভাগে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা বহির্বঙ্গের ছিন্নমূল জীবনের গভীর সংকট ছবি বৈশাখী চক্রবর্তী	৫০০
পর্ব : ১২	৫০৫-৫২৪
□ শিশু-কিশোর সাহিত্য মহাকাব্য ও পুরাণ-কথায় উপেন্দ্রকিশোর সনৎকুমার নস্কর	৫০৫
পর্ব : ১৩	৫২৫-৫৩১
□ তুলনামূলক সাহিত্য গিরিশচন্দ্র এবং শেক্সপীয়র সুব্রতকুমার মাস্তা	৫২৫
পর্ব : ১৪	৫৩২-৫৩৬
□ নন্দনতত্ত্ব ভারতীয় কাব্য সৌন্দর্যতত্ত্ব : একটি উপস্থাপনা দীপঙ্কর কৈবর্ত্য	৫৩২
পর্ব : ১৫	৫৩৭-৫৮৫
□ অন্যান্য প্রবন্ধ রমেশচন্দ্র দত্তের সমাজচেতনা বলরাম দাস মনুসংহিতায় সনাতনী সমাজনীতি-সংস্কৃতি ইন্দ্রানী মণ্ডল উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বপুরুষ ও তাঁর সহোদররা শাখী ঘোষ সাহিত্যে সমাজের প্রতিচিত্র : প্রসঙ্গ রিপোর্টাজ কৌশিক কর্মকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মরণে ও মননে মধুছন্দা চৌধুরী রসের আবেশরাশি : মন্দিরের মৃৎভাস্কর্যে গৌড়ীয় নৃত্য সৌম্য ভৌমিক	৫৩৭ ৫৪৭ ৫৫৫ ৫৬২ ৫৭০ ৫৭৭

সূপকার রবীন্দ্রনাথ কল্যাণ মুখার্জী

“সূপকার রবীন্দ্রনাথের নাম টিকতেও পারে, সূপকার রবীন্দ্রনাথকে কেউ জানবে না।” রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে হেমন্তবালা দেবীকে একথা লিখেছিলেন। নিছকই মজা? নাকি কিছুটা আত্মপোষ? কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার রবীন্দ্রনাথের অযুত সৃষ্টির দিক নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু রান্না এবং খাবারের দিকটিতেও তাঁর যে রসিক মন, সেই দিকটিকে সেভাবে ছুঁয়ে দেখা হয়নি, অন্যান্য দিকের তুলনায়। আশি বছরের সুদীর্ঘ জীবনে এত আঘাত, ঝড়, প্রতিষ্ঠান চালানোর গুরুদায়িত্ব সামলানোর পরেও তিনি কীভাবে সারাজীবন প্রায় নীরোগ ও সুস্থ ছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় বৈকি! আর তখনই মনে হয়, কেমন ছিল তাঁর খাদ্যাভ্যাস!

পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন খাবারের বিষয়ে বেশ খুঁতখুঁতে। নিত্যনতুন রান্না পরিপাটি করে খাওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠকন্যা সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে, ঘরে থাকলে খাবারের ব্যাপারে মহর্ষির আদেশ অমান্য করার উপায় ছিল না। একই তরকারি পরপর দুদিন নয়, রোজ নিয়ম করে পদ পরিবর্তনের আদেশ থাকত। কখন কী খুঁত বের হয় সেইদিকে সকলে তটস্থ থাকত। ‘জীবনস্মৃতি’তেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পাছে রান্নার কোনো ত্রুটি হয় এইজন্য তাঁর মা নিজে রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকতেন। আসলে কোনোরকম শ্রীহীনতা মহর্ষি পছন্দ করতেন না। পরিপাটি করে কোনো কাজ শেষ না হলে তাঁকে খুশি করা যেত না। মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়ে গরম মশলার গন্ধ পেলে বা লুচির গায়ে যদি ঘি লেগে থাকতো, তবেই বাঁধতো হুলস্থূল। বলতেন—

কোথা থেকে কতকগুলো মাথাঘষা বেটে মোচার ঘণ্টে ঢুকিয়েছে। কিছু জানো না কি করে রাঁধতে হয়।... এ কি লুচি, ঘি চপচপ করছে লুচির সারা গায়ে, আমার হাত সুস্থ নষ্ট হলো ঘি লেগে।’

অবশ্য হুলস্থূল বাধানোর এই দিকটি রবীন্দ্রনাথের ছিল না। রান্না মনের মতো না হলে কাউকে যে তিনি কথা শুনিয়েছেন সেই দিকটি কারোর লেখাতেই পাওয়া যায় না। মহর্ষির পছন্দমতো ঠাকুরবাড়ির সব রান্নাই ছিল মিষ্টি; কবিরও সেই স্বভাবটি ছিল। মিষ্টান্ন খেতে ভালোবাসতেন খুবই। প্রমথনাথ বিশীও তাঁর স্মৃতিচারণে এই মিষ্টান্নপ্ৰীতির উল্লেখ করেছেন। কবিপত্নী মৃণালিনীদেবী নানাধরনের মিষ্টি তৈরি ও রান্না করতেন। চিড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই তৈরিতে তাঁর বিরাম ছিল না। সহধর্মিণীর এই রন্ধনকুশলতা বোধকরি কবির

Drishti: the Sight

Vol.- IX, Issue - II, (November, 2020-April, 2021)

(Enlisted in the UGC-Care list in Arts and Humanities section)

**A REFEREED (PEER-REVIEWED) BI-ANNUAL NATIONAL RESEARCH
JOURNAL OF ENGLISH LITERATURE/ASSAMESE LITERATURE/FOLKLORE /CULTURE**

Chief Editor (Hon.)

DR. DIPAK JYOTI BARUAH

Associate Professor, Dept. of English, Jagiroad College (University of Gauhati)

Associate Editors:

Dr. Manash Pratim Borah (Dept. of English, Central Institute of Himalayan Culture Studies, Govt. of India)

Dr. Nizara Hazarika (Dept. of English, Sonapur College, University of Gauhati)

Dr. Bhubaneswar Deka (Dept. of English, Pandu College, University of Gauhati)

Members of Advisory Body

Dr. Gayatri Battacharyya, Former Professor, Dept. of English, University of Gauhati

Dr. Dayananda Pathak, Former Principle, Pragjyotish College, Guwahati

Dr. Prabin Chandra Das, Former Head, Dept. of Folklore, University of Gauhati

Dr. Dwijen Sharma, Professor, Dept. of English, North Eastern Hill University (Tura Campus)

Dr. Bibhash Choudhury, Professor, Dept. of English, Gauhati University

Members of Editorial Body

Dr. Soubhagya Ranjan Padhi, Dept. of Sociology and Social Anthropology, Indira Gandhi National Tribal University, Madhya Pradesh

Dr. Manash Pratim Goswami, Dept. of Media and Communication, Central University of Tamil Nadu

Dr. Pranjal Sharma Bashistha, Dept. of Assamese, University of Gauhati

Dr. Rabi Narayana Samantaray, Dept. of English, Aeronautics College, Berhampur University, Odisha

Dr. Durga Prasad Dash, Dept. of English, Gunjam College, Berhampur University, Odisha

Dr. Breez Mohan Hazarika, Dept. of English, D.C.B. College, Assam

Dr. Jayanta Madhab Tamuli, Dept. of English, M.S.S. Viswavidyalaya, Assam

Address for correspondence:

Dr. Dipak Jyoti Baruah,

Associate Professor, Dept. of English, Jagiroad College, Jagiroad-782410, Assam, India;

Cell: 09854369647; E-mail: info@drishtithesight.com

Our website : www.drishtithesight.com

- Capitalist Patriarchy and Position of Women: An Analysis of Mahesh Dattani's *Tara* # 154
Dr. Saugata Kumar Nath
- Indigenising the Detective Genre in Satyajit Ray's 'Feluda' series: A Study # 159
Dr. Chandreie Mukherjee
- Homes across the Water: Dislocation and Transcultural Kinship in Amitav Ghosh's *The Glass Palace* # 164
Dr. Asis De, Anupam Roy
- Decoding *Lucifer*: Challenging the Retro- Fittings in the History of Satan # 169
Anupa Rose Babu
- Masculinity and Performativity in Patrick White's *The Solid Mandala* # 174
Manohar M
- Engaging the Body: A Study of Desire and Identity in *Babyji* by Abha Dawesar # 179
Sriya Das
- Indigeneity in a Nationalist Context: Exploring Alternative Modernity in Upendrakishore Raychaudhuri's Popular Science Writings # 184
Sutista Ghosh
- Quo Vadis: A Study of K.V. Raghupathi's *The Images of a Growing Dying City* # 189
Dr. P.V. Laxmiprasad
- Women and the Domestic Space in Rashid Jahan's *Parde ke Peechey* # 195
Kanika Lakra
- The Empire is Resurfacing: Rapacious Neocolonial and Bounteous Primitive in Buchi Emecheta's *The Rape of Shavi* # 200
Dr. Arun Singh
- Serenity in Insanity: Exploring Love in Sajid Ali's *Laila Majnu* # 206
Dr Shruti Rawal
- A Critical Discourse on Aesthetics in Contemporary Indian Dalit Literature # 210
Limbadi Girishkumar Nagjibhai, Dr. Prakash M. Joshi
- Theatrical Space and Visibility of Children's Concerns in Ramu Ramanathan's Play *The Boy Who Stopped Smiling* # 216
Nehal Hardik Thakkar
- Revisiting Masterpieces of Literature Through Indian Aesthetics: *A Myth Of Devotion, a river sutra & NAVEEN PATNAIK* # 221
Dr. Kalikinkar Pattanayak
- "Can a Pulaya Speak of His Life?": Autobiography as Ethnography in Kallen Pokkudan's *Kandalk kadukalk kidayile Ente Jeevitham* # 226
Liju Jacob Kuriakose, Smrutisikta Mishra
- Re-contextualization and Representation of Folk Art in Advertising # 231
Dr. Manash Pratim Goswami, Dr. Soubhagya Ranjan Padhi
- Art Forms as Narrative of Resistance: A Glance at the Art Forms of Mavilan Tribe # 239
Dr. Lillykutty Abraham

Indigeneity in a Nationalist Context: Exploring Alternative Modernity in Upendrakishore Raychaudhuri's Popular Science Writings

Sutista Ghosh

Assistant Professor of English, WBES
Kabi Jagadram Roy Government General Degree College, Mejia
(sutista@rediffmail.com)

Abstract:

This paper attempts to explore the traits of alternative modernity in Upendrakishore Raychaudhuri's popular science writings by focusing on how he incorporates indigenous elements in the evidently derivative space of popular science writing for children in the juvenile periodicals of the late nineteenth and early twentieth century colonial Bengal. Upendrakishore's attempts of indigenization can be seen to be in keeping with the burgeoning nationalist spirit, especially that of the nationalist Brahmo leaders who aimed, firstly, at identifying with the indigenous culture and then revitalizing it from within with the ideals of western modernity which thereby revealed their ambivalent responses to modernity, situated between the pulls of sameness and difference. Dilip Parameshwar Gaonkar aptly observes that, "Everywhere, at every national or cultural site, the struggle with modernity is old and familiar" (Alternative Modernities 22). Therefore, while Upendrakishore accepted the modern ideals of rationality in reforming the traditional cultural epistemologies and thereby creating a modern scientific temperament among the children through his popular science articles, he at the same time was engaged in incorporating indigenous, culturally informed "functional equivalents" of western modernity from his own tradition,

exhibiting the spirit of "creative adaptation." The 'particular' form of modernity for Upendrakishore, then, constituted in combining the reformed Indian cultural tradition with the apparently western corpus of science and thereby making a 'difference' therein which then came to manifest the essence of alternative or national modernity in him.

Keywords: Alternative modernity, nationalist spirit, popular science, indigenous culture, western epistemology, creative adaptation.

The very response to modernity in the late nineteenth and early twentieth century Bengal, had always been ambivalent, dwindling between the pulls of acceptance and rejection, simply because the history of modernity in India had been invariably embedded in the history of colonialism. The ambivalence, that can be theoretically put as that between the "pull of sameness and the forces making for difference" (Alternative Modernities 17), in the response to modernity was an offshoot of the cultural project of nationalism that in its burgeoning state formulated its nationalist ideology in terms of a creative synthesis between the "best of the West and the best of the East" (Nationalist Thought and the Colonial World 77). In the context of modernity, this can be articulated by taking recourse to Charles Taylor's theoretical formulation of "creative adaptation". According to him those who attempt at "creative adaptation" happen to be "drawing on the

MS ACADEMIC

an international, multi-disciplinary, refereed journal

Editor : Banibrata Goswami



COUNCIL FOR MS ACADEMIC
Kalyani, Nadia, West Bengal

- Dr. Christopher Rollason**
Professor in English, Coimbra University, Portugal.
- Dr. David Ayers**
Professor of Modernism and Critical Theory, School of English, University of Kent, Canterbury, England.
- Dr. K. V. Dominic**
Professor, Dept. of English, Newman College, Thodupuzha, Kerala, India, Editor: The Journal WEC.
- Dr. Mukesh Williams**
Professor in English, Soko University, Tokyo, Japan.
- T. S. Chandra Mouli**
Poet, Translator and Critic, Secunderabad, Andhra Pradesh.
- Dr. Sarbani Chowdhury**
Professor in English, University of Kalyani, West Bengal.
- Dr. G. J. V. Prasad**
Professor of English, Chairperson, Centre for English Studies, School of Language Literature & Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
- Prof. Sharmila Majumder**
ad, Dept. of English, Kalyani University.
- Jaydip. Sarangi**
Professor in English, Jogesh Chandra College (Calcutta University), Editor, WEC.
- Sohorab Hossain**
Professor in Bengali, President, W.B. Board Madrasa Education.
- Rajkamal Shrimoni**
sident, (GIEWEC); MD, (ICLLC); or-in-Chief, International Journal of ish Language and Literature.
12. **Dr. Amrit Sen**
Professor in English, Visva Bharati, Santiniketan
13. **Dr. Sunil Sharma**
Professor in English, Vice-Principal, Mo College (University of Mumbai).
14. **Dr. Lata Mishra**
Professor in English, Govt. KRG PG College, Gwalior, MP & Editor Labyrinth
15. **Dr. V. Lakshmanan**
Professor in English, Annamalai University
16. **Dr. Sinjini Bhattacharya**
Professor in English, Calcutta University
17. **Dr. Bimalendu Biswas**
Professor in Commerce, Deputy Controller of Exam., Kalyani University
18. **Dr. Amal Guha**
Professor in Philosophy, Chakdaha College (Kalyani University).
19. **Dr. Anupam Hazra**
Professor in Social Work, Assam University
20. **Dr. Samir Ranjan Adhikari**
Professor in Psychology, Shri Sachinandan College of Education, (Kalyani University).
21. **Dr. Himangshu Mahapatra**
Professor & Head, Dept. of English, University, Banibihar, Bhubaneswar
22. **Dr. V. Radha**
Professor in Economics, Anna University.
23. **Dr. Tapan Bagchhi**
Deputy Director, Bangla Academy
24. **Dr. Kiranjit Seth**
Professor in Commerce, West Bengal University.

Editorial Board

- Dr. Sourav Madhur Dey**
- Shri Subhendra Bhowmick**
- Shri Dhrubajyoti Chattopadhyay**
4. **Dr. Biswajit Karmakar**
5. **Smt. Smita Paul**

Papers in this Journal, submitted voluntarily by the authors/writers, do not necessarily reflect the views or policies of Council for MS Academic or of its editor and publisher. All material is protected by copyright and can not be used in any manner without the permission of the respective authors/writers, editor and authorities of Council for MS Academic.

Price :

<i>Membership (Reader's copy)</i>	Rs. 400.00
<i>1st Issue (January-February)</i>	\$ 20 (Abroad)
	Rs. 600.00
<i>2nd Issue (August-September)</i>	\$ 25 (Abroad)
	Rs. 600.00
	\$ 25 (Abroad)

Postage Extra

Printed by Smt. Trishna Goswami on behalf of Council for MS Academic and printed
by Ankur Nandi at Impression Computer, B-9/18 (C.A.),
Kalyani, Nadia, W.B. Ph. 9433258014,
E-mail : impressioncomputer@rediffmail.com

Vol-3, No-1, January 2013

CONTENTS

Promoting Bio-Conservation through Narrative: an Ecocritical Reading of Amitav Ghosh's <i>The Hungry Tide</i>	1-7
Arindam Ghosh	
Statial Distribution of Fluoride Content and Its Impact on Human Health – A Geographical Analysis in Birbhum District	8-11
Biswajit Mandal	
The Post Cold War Indo-U.S Relations: An Over View	12-16
Debasish Nandy	
Direction of Exports of India: A Post Reform Study	17-27
Sudipta Sarkar and Debjanil Mitra (Sarkar)	
কাব্যে নটকং রম্যম্	28-37
অশোক কুমার পতা	
Effect of Shift Work on Mental Health of Health Care Professionals	38-44
Ishita Chatterjee	
মনুসংহিতায় বিবাহের প্রকারভেদ ও বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা	45-51
জনা বন্দ্যোপাধ্যায়	
Some Metalloproteins and Neurodegenerative Diseases	52-57
Manindra Nath Bera	
Woman as Homemaker: Mapping 'The Shadow Lines' in 'The Glass Palace'	58-63
Santanu Basak	
Misogyny In India	64-68
Sarmishtha Adhya	
সাংস্কারিকার 'পুরুষ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ — একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা	69-75
শুচিস্থিতা ঘোষ হাজরা	
মহাত্মা গান্ধীর ভাবনায় যীশু খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টানধর্ম	76-80
শিবপ্রসাদ চৌধুরী	
Nationalism and its Spiritual Domain in the Writings of W.B. Yeats and Rabindranath Tagore : An Introduction for a Comparative Study	81-94
Banibrata Goswami	
হিন্দুধর্মে ইউথানাসিয়া	95-98
সূচক নিয়োগী	
Urban Planning and the Planned Cities in India – A Case Study of Chandigarh	99-107
Mahua Bardhan	
Environmental Accounting and Reporting with Case Studies	108-121
Mandakranta Ray	
Human Resource with Humanity and Swami Ji	122-123
Manoj Banerjee	
ভারত মিশর সম্পর্ক : প্রসঙ্গ বাণিজ্য	124-130
মোনালিসা ভট্টাচার্য	
Peace Education : A Weapon to Fight Conflict and Violence	131-136
Nandita Deb	
Teachers and Teaching in the Ever Deepening Globalizing India	137-141
Newton Biswas	
রবীন্দ্র বাঙ্গ,কৌতুক হাস্যের অভিযুক্ত: প্রসঙ্গ 'কৌতুক নাট্য'	142-157
প্রদীপ বিশ্বাস	
Kamala Das in the Post-Colonial Era	158-163
Pritish Biswas	
Capital Structure Analysis	164-168
Prem Kumar Ghosh	
'Empowerment of Dalit Refugees'- From Pre-partition to Post-partition in West Bengal	169-172
Sandhiman Chakraborty	

মহাত্মা গান্ধীর ভাবনায় যীশু খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টানধর্ম শিবপ্রসাদ চৌধুরী

সারসংক্ষেপ

যীশুখ্রিষ্টের বানী ও তাঁর আত্মত্যাগের আদর্শ গান্ধীর কর্মময় জীবনে সজীব অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর কাছে যীশু ছিলেন প্রেম, অহিংসা ও মানবতার এক মূর্ত প্রতীক। বাইবেল-এর Sermon on the Mount পড়ে গীতা পাঠের ন্যায় অনুরূপ আনন্দ উপভোগ করতেন গান্ধী। যীশু খ্রিষ্টের আদর্শ তাঁর অহিংসা ও সত্যগ্রহ নীতির বুনয়াদ তৈরী করেছিল। তবে গৌড়া খ্রিষ্টানদের রহস্য ও অযৌক্তিক বিশ্বাসের প্রতি গান্ধী অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ইউরোপের খ্রিষ্টান সম্প্রদায় যীশুর শিক্ষার মূল আদর্শকে গ্রহণ করেনি। প্রেম, দয়া, ত্যাগের পরিবর্তে তারা পাশবিক শক্তিকে হাতিয়ার করেছে এবং যুদ্ধ নীতিকে সমর্থন করেছে। গান্ধী খ্রিষ্টধর্মের এরূপ বিচ্যুতির কথাও তুলে ধরেছেন। যীশুর দ্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি গান্ধীর কাছে একজন যথার্থ সত্যগ্রহীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়েছে। তিনি মনে করতেন আমাদের শুদ্ধিকরণ ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকের নিজের বিবেকের কাছে প্রতিনিয়ত দ্রুশবিদ্ধ হওয়া উচিত। যীশুর আদর্শ কেবল খ্রিষ্টানদের জন্য নয়। এ হল সর্বজনীন-সকল মানুষের জন্য ও সকল দেশের জন্য। যীশুখ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টধর্মের ধর্মের প্রতি গান্ধীর নিজস্ব মতামত, ভাবনা ও তাঁর অনুপ্রেরণার দিকগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনাই এই নিবন্ধের প্রয়াস।

মূল শব্দাদি - যীশু, ধর্ম, অহিংসা, খ্রিষ্টান।

Joseph Doke, Barker, Coates প্রভৃতি খ্রিষ্টান বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসে গান্ধী খ্রিষ্টান ধর্ম বিষয়ে অধিক আগ্রহশীল ও কৌতুহলী হন। এরপর তিনি Edward Maitland এর লিখিত The Interpretation of the Bible এবং Anna Kingsford এর লিখিত The Perfect way of the Finding of Christ এই দুটি বই পাঠ করেন। এছাড়া গান্ধী বাইবেল সম্পর্কে অনেকগুলি প্রামাণিক গ্রন্থও পাঠ করেন। এর মধ্যে বাটলারের Analogy উল্লেখযোগ্য। যদিও এই বইটিতে যীশুর অবতারতত্ত্ব এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থতার বিষয়ে যেসব যুক্তি ছিল সেগুলি গান্ধীর মনঃপূত হয়নি।

গান্ধী অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খ্রিষ্টান ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি যখন লন্ডনে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন এবং সাউথ আফ্রিকায় যখন ব্যারিস্টার ও সামাজিক সংস্কারক হিসাবে কাজ করতেন তখন খ্রিষ্টান বন্ধু ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। এই সময়েই গান্ধী খ্রিষ্টান ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে আপ্ত হন। যীশু খ্রিষ্টের বানী গান্ধীর মধ্যে যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তা তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক প্রগতি সাধনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁর মতে গীতাপাঠ করে তিনি যে রূপ আনন্দ পান, বাইবেল এর Sermon on the Mount পাঠ করে তিনি অনুরূপ আনন্দ উপভোগ করতেন। গান্ধী যখন প্রথম বাইবেল পড়তেন তাঁর মধ্যে বাইবেল-এর একটি পংক্তি তাঁর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং সেই বিষয়টি গান্ধীর মননের বিষয় হয়ে ওঠে। এই পংক্তি হল - "seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all other things will be added unto you." এই পংক্তিটি পাঠ করে গান্ধী তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "I tell you that if you will understand, appreciate and act up to the spirit of this passage, then you will not even need to know what place Jesus, or any other teacher, occupies in your heart or my heart".

Journal of the Calcutta Mathematical Society, **15**, (2) 85–112 (2019)

STUDY OF AN ECO-EPIDEMIOLOGICAL MODEL WITH PREDATOR SWITCHING

SANTOSH BISWAS^a, MAHAMMAD YASIN KHAN^b AND SUDIP SAMANTA^{c,0}

(Received 21 July 2019)

Abstract. In present paper, we consider an eco-epidemiological system with disease in the prey population. The basic aim of this paper to observe the dynamics of such system under influence of a density-dependent switching parameter. We have analyzed the basic mathematical features of the proposed model such as boundedness, persistence, stability analyzing and Hopf bifurcation at the interior equilibrium point of the system. Considering predator switching parameter as the bifurcation parameter, the Hopf bifurcation analysis is carried out around the coexisting equilibrium. Our several numerical simulations establish the applicability of the proposed mathematical model and analytical findings. We have controlled or stabilized the chaotic situation of the eco-epidemic system with disease in the prey specie by increasing the value of switching parameter gradually. We conclude that the switching parameter in the predator population is crucial parameter and it has stabilizing effect.

1. Introduction. In eco-epidemiology, researchers are investigating an ecological system in presence of disease that includes either prey or predators or both in the species. In 1982, (Anderson and May, 1982) paved the way of merging ecological as well as epidemiological models and considered a predator-prey model in presence of disease in prey. The interaction among the predators and their prey are a complex phenomenon in biology that is widely mentioned. The main aims of eco-epidemiological models are focus on the role of infection in mortality, the reduction of reproductive rate, characteristics of contamination, population size variation, propagation of epidemic waves, the permanence of the disease and the general behavior of the infected species. In particular, for vector-host epidemics, Capasso and Serio (1978) have introduced an interaction term which may be considered for the saturation condition for large numbers of species. If the infected hosts are clustered, or the available susceptible are limited, then the infection rate might decline for increasing the density of infected hosts. In this case, the infected individuals can interfere with the disease transmission process due to wasted contact. Therefore, the saturation effect of disease transmissions (Cal and Li, 2010 and Capasso and Serio, 1978) would be stability and bifurcation analysis of an eco-epidemiological model more relevant in eco-epidemiological modeling when

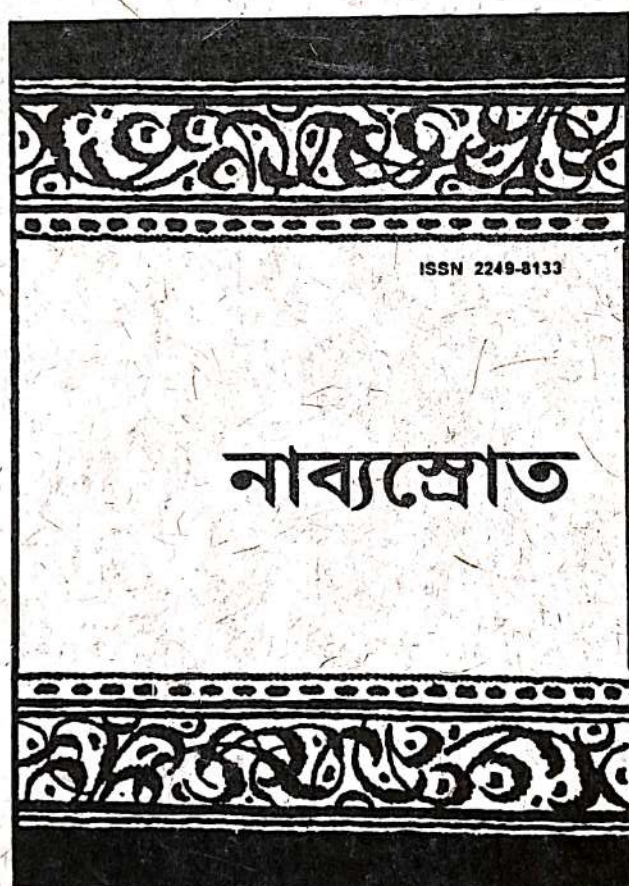
Journal Details	
Journal Title (in English Language)	Journal of the Calcutta Mathematical Society_(print only) (Current Table of Content)
Publication Language	English
Publisher	Calcutta Mathematical Society
ISSN	2231-5314
E-ISSN	NA
Discipline	Science
Subject	Mathematics (all)
Focus Subject	General Mathematics
UGC-CARE coverage years	from June-2019 to Present



NABYASROTE Vol. 6 No.1 Issue 9

Rs. 200 (Individual)

Rs. 400 (Institution)



Edited & Published by: Eyasin Khan, on behalf of NABYASROTE
Khakurda, Paschim Medinipur, W.B, India, Pin.- 721445
Printed by Kabita Computers, 98321 30048.



NABYASROTE

(ISSN No. 2249 – 8133)

Editorial Board:

Advisor: Sudhindra Nath Bag

Editor: Eyasin Khan

Board of Editors: Biplab Maji, Dr. Tapan Kumar Dey, Dr. Soumen Goswami, Anjan Bandopadhyay, Abdul Hai mallick, Kamalesh Nanda, Susanta De, Achintya Mondal, Amit Kumar Ash, Achintya Dutta, Alok Ghosh, Samit Maji.

To Our Contributors:

Nabyasrote Welcomes your valuable original article, Research article, Story, Poems, and Book Review etc. either Bengali or English version. We also encourage those people who may never have published anything before.

Suggestions are welcome to further improve quality and get up of your favourite magazine.

Only original copy of the manuscript, neatly typed in double space should be sent. Please do not send carbon or photocopies. Please check up grammatical and typographical mistakes before sending. Editor will not be responsible for these lapses. Editor reserves the right to reject / modify/ edit an article without assigning any reason.

All Correspondence, including Subscription/magazine enquiry, please write to Editor in Postal address or E-mail as given below:
Eyasin Khan, The Editor, Nabyasrote, C/o– Sudhindranath Bag, Rajar Pukur, Raja Bazar, P.O.– Midnapore, Paschim Medinipore, West Bengal, India, Pin– 721101. Mobile No. -9932795224.
Or E-mail us– eyasin_khan@rediffmail.com.



Some Indian Philosophical and Metaphysical Exposition on Physics in Ancient India

Dr. Siba Prasad Chaudhury, Assistant Professor of Philosophy

—with all our science, we are not a step closer to understanding the essence than an old Indian sage....K Jaspers.

“I am convinced that theoretical physics is actual philosophy.”—Max Born

A physicist and a philosopher—both observers look at the same phenomenon from mutually orthogonal directions. The philosopher emphasizes the eternal character, while the physicist talks about the possibility, the nature and the features of the phenomena. Indian seers and philosophers made pioneering contributions to astronomy and basic physics. The Philosophical texts and literatures discuss and express a theoretical interpretation of various natural phenomena in terms of laws of physics. There are some interesting aspects of physics describe by various Indian philosophies such as—Oneness as Principles, Oneness as Energy, Vibration, Light, Space And Time, Matter, Atoms, Causality, Evolution, Elasticity, Fluidity, Viscosity, Surface Tension, Sound, Magnetism, Electricity, Motion, Vega etc.

But could the Indian rishis have anticipated physics with its categories of different kinds of particles and forces? Certainly not in the direct sense that physics is described now. That the rishis did anticipate subtle notions of potential and atomic structure is known through the systems of *Samkhya*, *Vaisesika* and others. It is plausible that they had an intuitive idea of more categories, not systematized in the *darsanas*. Can we say if there is an ultimate book of physics then it can also be read by decrypting the nature of our senses?

The commonly held view of science is that careful observations of the regularities in nature led us to the discovery of the universal laws. The process began with the planets, and then it took

ISSN 2394-6431

UGC approved Journal No . 42297

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক
একটি মননশীল পত্রিকা

নবাবী

নববর্ষ ১৪২৬

নবাবী

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি মননশীল পত্রিকা

সম্পাদক

জ্যোতিপ্রকাশ সাহা,

চলভাষ : ৯৮৩৬২-১৬৫৯৯

৯৪৭৭০-৪৮১১২

email id : patrika.nababi@gmail.com

প্রকাশক

সুব্রত সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

৪৩, এস. বি. রোড

পোঃ ইছাপুর-নবাবগঞ্জ

উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৪

☐ বৈশাখ ১৪২৬ ☐ ২৫শ বর্ষ ☐

☐ নববর্ষ সংখ্যা ☐

● সম্পাদকের কলম

● প্রিয় সম্পাদক

৩

● ধারাবাহিক স্মৃতিকথা

◆ সৌম্যদেব বসু

১৪

● প্রবন্ধ

◆ দেবজিৎ সিনহা

২০

◆ দিব্যজ্যোতি কর্মকার

২৫

◆ সুবীর ঘোষ

৩৩

◆ মো ওবাইদুল্লাহ ইসলাম

৪০

◆ ইন্দ্রাণী হাজরা

৪৭

◆ অভিজিৎ দাশ

৫৪

◆ দেবাশীষ দত্ত

৬১

◆ দীপঙ্কর দত্ত

৬৭

● দীর্ঘ কবিতা

◆ গৌতম সেনগুপ্ত, জ্যোতিপ্রকাশ সাহা,

উৎপল সরকার

৭২

● কবিতা

৭৬-৮১

◆ অলোকনাথ মুখোপাধ্যায় ◆ অমর ঘোষ

◆ প্রাণজি বসাক ◆ জেভিস শর্মা

◆ ডোরা মিত্র ◆ মৃণালেন্দু দাশ

◆ দীপঙ্কর সরকার ◆ কিশলয় গুপ্ত

◆ চিত্রাঙ্গদা চক্রবর্তী ◆ সৌমিত্র মজুমদার

◆ জয়ীতা চ্যাটার্জী ◆ সন্দীপ

● গল্প

◆ সাধন চট্টোপাধ্যায়

৮২

◆ বিমল গঙ্গোপাধ্যায়

৮৫

◆ সাত্যকি হালদার

৯১

◆ অর্ণব মজুমদার

৯৪

◆ মহ আসফাক আলম

১০৩

◆ সরোজ দরবার

১০৬

● অল্প কথায় গল্প

১১২-১১৭

◆ ইশা দেব পাল

◆ রাজীব নন্দী

◆ আবশেকুমার দাস

◆ কাকলী দেবনাথ

◆ অনিন্দিতা মণ্ডল

◆ জ্যোতিপ্রকাশ সাহা

● বই আর বই

১১৮

◆ আবশেকুমার দাস

● প্রচ্ছদ

◆ ভাস্কর দত্ত

● অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ

মাইক্রো কমপিউটার সেন্টার,

শ্যামনগর,

উত্তর ২৪ পরগণা,

দূরভাষ : ৯৪৩৩৪২৫৭৮৫

নারীর সামাজিক প্রতিবন্ধকতা : 'প্রাণতরঙ্গ' ও 'শিখর থেকে শিখরে'

ইন্দ্রাণী হাজরা

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসার ক্রটি বা জন্মগতভাবে যদি কোনও ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলকভাবে কম হয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে বোঝায়।

বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশজন যে কাজগুলো করতে পারে সে কাজগুলো প্রাত্যহিক জীবনে করতে না পারার অবস্থাটাই হল প্রতিবন্ধিতা। দেহের কোনও অংশ বা তন্ত্র আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারালে মানুষের সেই অবস্থাটিকে প্রতিবন্ধিতা বলা হয়।'

তবে প্রতিবন্ধী, পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ-এই জাতীয় শব্দগুলির ব্যবহার পরিত্যাগ করে বিকল্প সম্মানজনক শব্দ ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার দিকটি মানুষের শুভবোধ বিকাশের পরিচায়ক। বিশেষ শারীরিক চাহিদা সম্পন্ন বা বিশেষভাবে সক্ষম কথাগুলি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই ধরনের মানুষগুলির অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশীলতা বা গুণকে কাজে লাগিয়ে তাদের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বা বিভিন্ন উপায়ে তাদের সমাজের মূল জীবনস্রোতে ফিরিয়ে আনার তাগিদে সরকারি ও বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। বিশেষভাবে সক্ষম এই মানুষগুলির প্রতি অনেকে সহৃদয় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও আজও তাদের সম্পর্কে পরিবারের ও সমাজের অধিকাংশ মানুষের আচরণ, তাদের নিয়ে পরিবারের নিকটজনদের দ্বিধা ও নেতিবাচক মনোভাব সম্পূর্ণ অপসারিত হয়নি। বিবাহের পর বহু কাক্ষিত সন্তান সুস্থ না হলে সেই সন্তানের প্রতি মায়েস্নেহ বা দুর্বলতা অথবা তাকে নিজের ক্রটি ভেবে পরিবার ও সমাজের কাছে হেয় হয়ে থাকা, কখনও নারী জীবনের বহু প্রতীক্ষিত পুরুষটির প্রতিবন্ধিতায় তার প্রতি প্রেমিকা বা স্ত্রীর ব্যবহার, তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির টানাপোড়েন ও অসহায়তা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে ওঠে। সমাজের এই বৃহৎ সমস্যাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যিকদের লেখনীও থেমে থাকেনি। বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শিখর থেকে শিখরে (১৯৯২) এবং হর্ষ দত্তের প্রাণতরঙ্গ (শারদীয় দেশ ১৪১১) উপন্যাস দুটি অবলম্বনে আমরা বিশেষভাবে সক্ষম দুটি মানুষের প্রতি সমাজ ও দুই নারীর দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা আলোচনা করব। স্বেচ্ছায় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সক্ষম এই মানুষগুলির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে তা পুরুষ বা পুরুষচালিত হলে নির্বিবাদেই হয়তো সমাজের কাছে প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হয়। কিন্তু যখন কোনও একক নারী নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজে ব্রতী হন তখন সমাজ বা পারিপার্শ্বিক থেকে সেই নিরঙ্কুশ প্রশংসার পরিবর্তে

An International Scholarly Open Access, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Journal UGC and ISSN Approved Norms | ISSN: 2349-5162

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH

An International Scholarly Open Access Journal, Peer-reviewed, Refereed Journals, Impact factor 7.95 (Calculate by google scholar and Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool), Multidisciplinary, Monthly, Indexing in all major database & Metadata, Citation Generator, Digital Object Identifier(DOI), Monthly, Multidisciplinary and Multilanguage (Regional language supported)

- Publisher and Managed by: IJPUBLICATION
- UGC Approved Journal no 63975(19)

Journal of Emerging Technologies and Innovative Research

**International Peer Reviewed & Refereed Journals, Scholarly Open Access Journal
ISSN: 2349-5162 | ESTD Year: 2014 | Impact factor 7.95 | UGC, ISSN Approved Journal no 63975**

Website: www.jetir.org | Email: editor@jetir.org



Website: www.jetir.org

JETIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (ISSN: 2349-5162)

International Peer Reviewed & Refereed, Scholarly Open Access Journal, Impact Factor: 7.95

ISSN: 2349-5162 | ESTD Year: 2014 | UGC, ISSN Approved Journal no 63975

This work is subjected to be copyright. All rights are reserved whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, re-use of illusions, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other way, and storage in data banks. Duplication of this publication of parts thereof is permitted only under the provision of the copyright law, in its current version, and permission of use must always be obtained from JETIR www.jetir.org Publishers.

International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research is published under the name of JETIR publication and URL: www.jetir.org.



©JETIR Research Journal

Published in Gujarat, Ahmedabad India

Typesetting: Camera-ready by author, data conversation by JETIR Publishing Services.

JETIR Journal, WWW. JETIR.ORG, editor@jetir.org



ISSN (Online): 2349-5162

International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) is published in online form over Internet. This journal is published at the Website <http://www.jetir.org> maintained by JETIR Gujarat, India.

ISSN : 2349-5162



ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বর্ধমান জেলা এবং মুসলিম সমাজ

সামিম রহমান মোল্লা

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কবি জগদ্রাম রায় গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, মেজিয়া, বাঁকুড়া-722143, পশ্চিমবঙ্গ। samim.jyoti@gmail.com, Mob-9851109446.

Abstract

আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তীতে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম আন্দোলন হল ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার বাসিন্দারাও এই উত্তাল আন্দোলন সামিল হয়। ৯ই আগস্ট গান্ধীজী আগস্ট আন্দোলনের ডাক দেন আর ১৭ই আগস্ট বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল কোর্ট প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। সর্বত্র পিকেটিং শুরু হয়ে যায়। পুলিশ প্রচণ্ডভাবে মিছিলের ওপর লাঠি চার্জ করে। চারিদিকে ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। রেললাইন তুলে দেওয়া হয়, থানা, পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন পোড়ানো শুরু হয়ে যায়। জামালপুর, খণ্ডঘোষ, সাদিপুর, বেড়ুগ্রামের পোস্ট অফিসে আগুন লাগানো হয়। থানা জংশন থেকে গলসী ও থানা জংশন থেকে ভেদিয়া পর্যন্ত রেললাইন তুলে দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়, আন্দোলনরত কর্মীরা জামালপুর স্টেশনে কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীর কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল। বর্ধমান কোর্ট প্রাঙ্গণে ইংরেজদের জাতীয় পতাকা নামিয়ে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদানকারী কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মুসলিম নেতারা হলেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ, আবুল হাশিম, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, আব্দুস সাত্তার, মোল্লা জাহেদ আলি, মহম্মদ ইয়াসিন, গোলাম মহবুল, আবুল আহাদ, আব্দুল মকির, আব্দুল সামি, কওসর প্রমুখ। মুসলিম লীগের কিছু নেতা অবশ্য উগ্রপন্থী ছিলেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা জেলায় খুবই কম। প্রভাবও বিশেষ ছিল না। কারণ আবুল হাশিমের মত মুসলিম লীগের নেতার কখনই বিচ্ছিন্নতাবাদী রজনীতিকে প্রশয় দেন নি। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সালে পিতা আবুল কাশেম মারা গেলে বর্ধমানের বর্ধমানের সংরক্ষিত আসনে আবুল হাশিম নির্দল প্রার্থী রূপে কংগ্রেস প্রার্থী বর্ধমান জেলার তদানীন্তন কংগ্রেস দলের প্রভাবশালী নেতা মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিনকে ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

সূচক শব্দ: বর্ধমান, মুসলিম, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন ইত্যাদি।

আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তীতে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম আন্দোলন হল ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন। ১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সহযোগিতা চায়। কংগ্রেস শর্ত হিসেবে যুদ্ধচলাকালীন একটি অস্থায়ী সরকার ও যুদ্ধ শেষে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে। ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় কংগ্রেসের মধ্যে এক সংকট দেখা দেয়।¹ কিন্তু 'আগস্ট প্রস্তাব' ঘোষণার দ্বারা সরকার জানায় যুদ্ধের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে শাসনতান্ত্রিক কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়, যুদ্ধ শেষে এক প্রতিনিধিসভার ওপর সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু ১৯৪১ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়

The Characteristics and Significance of Solar Modulation on the Terrestrial Atmosphere

Aloke Kumar Das

Department of Physics, Kabi Jagadram Roy Government General Degree College
Mejia, West Bengal -722143

Abstract

The solar wind modulates the flux of galactic cosmic rays impinging on Earth inversely with solar activity. Cosmic ray ionisation is the major source of air's electrical conductivity over the oceans and well above the continents. Differential solar modulation of the cosmic ray energy spectrum modifies the cosmic ray ionisation at different latitudes, varying the total atmospheric columnar conductance. This redistributes current flow in the global atmospheric electrical circuit, including the local vertical current density and the related surface potential gradient. Surface vertical current density and potential gradient measurements made independently at Lerwick Observatory, Shetland, from 1978 to 1985 are compared with modelled changes in cosmic ray ionisation arising from solar activity changes. Both the lower troposphere atmospheric electricity quantities are significantly increased at cosmic ray maximum (solar minimum), with a proportional change greater than that of the cosmic ray change.

Introduction

The study of cosmic rays originated approximately in 1900, as a result of the observation of the ionisation in gases contained in closed vessels. To elucidate the role of the Earth balloon flights were undertaken. They led to the definite discovery of cosmic rays by V. Hess in 1912. By 1950 the main features of the composition of primary cosmic rays were known. But the very detailed information available on the composition and the energy spectrum of the cosmic rays on Earth says little about their sources and especially about the location of these sources. So one of the central questions of the astrophysics of cosmic rays is the problem of their origin. The details of the specific physical mechanism, where a decisive role is played by the galactic magnetic field, that regulates the motion of cosmic rays are yet not known. Because of the absence of a definite theory that explains the nature of the propagation of cosmic rays based on a rigorous picture of the interaction of charged relativistic particles with

International Journal of Financial Management

Volume 8 Issue 1 January 2018

ISSN: 2229-5682

- 1. Are Regulatory Measures Influencing Bank Performances?
The Ethiopian Case**
Tesfaye Boru Lelissa, Abdurezak Mohammed Kuhil 1-14
- 2. Conceptualising the Linkages between Financial Development,
Human Development, and Income Inequality:
Cross-Country Evidences**
Avisek Sen, Arindam Laha 15-26
- 3. An Econometric Analysis of Linkages between Macroeconomic
Variables and Stock Markets: Evidence from Asian
Emerging Markets**
Risha Khandelwal 27-35
- 4. Impact of Risk Tolerance and Demographic Factors on
Financial Investment Decision**
Mitali Baruah, Abhishek Kiritkumar Parikh 36-48

Conceptualising the Linkages between Financial Development, Human Development, and Income Inequality: Cross-Country Evidences

Avisek Sen*, Arindam Laha**

Abstract

In the present era of finance capitalism, it is a great challenge for any country to strengthen its financial sector so as to realise the vision of financial inclusive society. Beside this major challenge, the government has to ensure the well-being of the society. Well-being of the society is not only indicated by the income level of an individual, but also by the noneconomic factors like health and education level of the people. But now-a-days, more and more emphasis is given on the concept of well-being of the population in the context of limiting role of GDP in ensuring equitable distribution of wealth. Formulation of a policy in achieving both the policy objectives (i.e., development of financial sector and ensuring well-being of the population) essentially calls for an understanding on the linkages between financial development and well-being of the population. In this context, this paper attempts to develop a conceptual framework on the linkages between the financial development and the human well-being in the context of inclusive development paradigm. In addition, this paper also tries to conceptualise the theoretical framework on the implications of financial development and/or human well-being on the level of income inequality or the other way round. The empirical analysis in this paper shows that there is positive and significant bidirectional relationship between the financial development and human development across selected countries of the world. Government intervention in the development in the financial sector (or achieving a higher level of well-being of the population) can also reduce the extent of inequality in the distribution of income.

Keywords: Financial Development, Human Development, Income Inequality, Well-Being

JEL Classification: G20, I31, O15

Introduction

In the process of financial development, it is a great challenge for any country to tap the huge unexplored section of the population under the formal financial system¹ (popularly known as Financial Inclusion²). Besides this major challenge, the government has to promote the well-being of the society. Well-being of the society is not only indicated by the income level of the individuals, but also by the noneconomic factors like health and education level of the people. Following the capabilities approach of Amartya Sen, the human well-being does not depend on the possession of the resources, but on the conversion of those resources into functioning which is determined by the personal, social, and environmental factors (Sen, 1985). The concept of Human Development Index (HDI) emerges as a result of that new approach (UNDP, 1990).

Financial development often correlates with the well-being of the population. In the existing literature, the relationship can be explained by the supply-leading and demand-following hypothesis in practice (Patrick, 1966). As financial development provides supply of fund in the

¹ As per census 2011 in India, only 58.7% of households are availing banking services in the country. However, as compared to previous census 2001 (35.5%), availing of banking services increased significantly largely on account of increase in banking services.

² Following the Committee on Financial Inclusion can be defined as "the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost" (NABARD, 2008).

* Department of Commerce, Kabi Jagdran Roy Government General Degree College, West Bengal, India.
Email: kesiva1986@gmail.com

** Department of Commerce, University of Burdwan, Golapbag, Burdwan, West Bengal, India.
Email: arindamlaha2004@yahoo.co.in

UGC Approved List of Journals

You searched for **International Journal of Financial Management**

[Home](#)

Total Journals : 3

Show entries

Search:

View	SLNo.	Journal No	Title	Publisher	ISSN	E-ISSN
View	1	43052	International Journal of Financial Management	Publishing India Group	2319491X	23194928
View	2	47974	International Journal of Financial Management	Publishing India Group, New Delhi		22295682
View	3	48629	International Journal of Financial Management Research and Development (IJFMRD)	Priyanka Research Journal (PRJ) Publication, Chennai, Tamilnadu, India	22489320	22489339

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous Next

For Students

For Faculty

More

ISSN 0871-5819

আজকের যোধন

বিশেষ সংখ্যা

মে - জুন, ২০১৮

সাহিত্যে নারী

Women in Texts

প্রকাশক

আজকের যোধন

সূচিপত্র

লোকসাহিত্য - বসন্তা যখন নারী	ডব্বা অদিতি বেরা	1
রাজনীতির অভিঘাত ও নারীবিশ্ব ঙ্গ সমরেশ বসুর কথাসাহিত্য	অনন্য ভট্টাচার্য	4
সাহিত্যে তিন নারী	অনসূয়া চক্রবর্তী	17
নারীর চোখে নারী ঙ্গ সূচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্প	অংশুমান ঘোষ	23
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ঙ্গ পুরুষ সৃষ্ট নারী চরিত্র	অরুণ সিং	33
মল্লিকা সেনগুপ্তের 'সীতায়ন' — নারী স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার লড়াই	অভিক প্রধান	37
রেনেসাঁ ও বঙ্কিম উপন্যাসের নারীরা	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	46
মেদিনীপুরের কথাকার চিত্তরঞ্জন মাইতির সাহিত্যে নারীসত্তা	বর্ণালী গাঙ্গুলী	50
রবীন্দ্রনাটক : অগ্নিজিতা নারীর কথা	ড. গৌরানন্দ দত্তপাট	55
✓ বিদ্রোহী পরম্পরায় নারীর বিবর্তন : 'খনামিহিরের টিপি'	✓ ইন্দ্রাণী হাজরা	64
নারীর জীবনচিত্র প্রসঙ্গে ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	কঙ্কনু সহিস	74
সমরেশ বসু 'বাঘিনী' উপন্যাসের নারী চরিত্র	মেহের সেখ	84
ননী ভৌমিকের গল্পভুবনে নারী ঙ্গ সমকালীন নিবিড় বাস্তবতা	মনোমিতা হাজরা	89
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় নারী ও নীরা	পার্থসারথি ব্যানার্জী	97
নারী ও বাংলা প্রবাদ	ড. প্রলয় কুমার ঘোড়াই	104
বনলতা সেন কাব্যে নারী : জীবনানন্দীর অনুভবে	প্রণবশ ঘোষ	117
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসে নারী	সেখ সাক্ষির হোসেন	122
মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অসাধারণ নারী চরিত্র : চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলা	সুশান্ত মণ্ডল	126
Non-Conformation to Non-Existence : The Study of a Woman's Struggle for Existence in Mridula Garg's Short Story "The Second One"	Abhisek Das	132
Representation of Menstruation in Popular Cultural Texts in India: A Study in Select Ad-films on Sanitary Napkins and the Recent Bollywood Film 'Pad Man'	Abhisek Roy	142
Issue Of Surrogacy And Indoctrination: A Different Life Of Handmaid In Margaret Atwood's <i>The Handmaid Tale</i>	Ananta Khanra	151
Nora's quest for identity in 'A Doll's House'	Aswini Mahata	156
Allusions, Women and Religion: Analysing Thomas Hardy's Construct of Women Characters in His Novels	Daisy Majumdar	165
(Re)reading transgression of Padmini: A woman caught between conflicting pulls of desire, sexuality and identity in Girish Karnad's <i>Hayavadhana</i>	Tapashree Ghosh	175
A journey from an Irish peasant poor mother to a universal mother	Debasri Manna	183
Nivedita In Upliftment Of Indian Women: Textual Discourses	Dr. Krishnendu Munsii	187
Snooping Spinsters: Redefining Heroics in Women's "Golden Age" Crime Fiction	Madhumita Barua	196
Black is Not the Colour of Womanhood: A study on the desexualisation of black women and consequent homebuilding anxieties amidst African American communities portrayed in the novels of Toni Morrison, Alice Walker and Bebe Moore Campbell.	Oly Roy	206
"Neatly Severing the Body from the Head": Exploring Marian MacAlpin's Journey of Self-liberation in Margaret Atwood's <i>The Edible Woman</i>	Prabal Kanti Maiti	214
Selected theme: Women in Films and Advertisements (Popular Culture-Extended Texts)	Radhika Ghosh	224
Topic: "Dilwale Dulhaniya Le Jayenge : The Many Faces of Womanhood"	Rahul Barua	230
Space And Women In Amitav Ghosh's <i>Ibis</i> Trilogy	Rakhi Mahata	238
Beyond the "Fourth Witch": Revisiting the character of Lady Macbeth	Sk Tarik Ali	245
When the Purdah plagues: Hegemonic Masculinity and the Discourses of Domination in Bapsi Sidhwa's <i>The Pakistani Bride</i>	Samit Kumar Maiti	254
<i>Home and the World</i> and Tagore's Idea of Modern Womanhood	Chhatradhar De	
Two Iconic Women In India	Biswajit Dutta	
	Shankhadip Maity	262
	Sayantan Pal Chaudhuri	266
Women in Two Tamil Epics : The Silappadikaram and Manimekalai	Smriti Chowdhuri	274
Becoming Heroine in Jatra: Reading the Representation of Women in the Texts of Few Popular Jatra	Soumen Jana	282
'Fair is Foul': The Obsession with 'Gori' in Indian Popular Culture	Sumit Singha	289
Women in Plantation: Reading <i>Coolie Woman: The Odyssey of Indenture</i>	Dr. Taniya Roy	298
Women as Possessions: A Study of the Buddhist <i>Jatakas</i>	Tanmoy Singha	306
The Poetics of Resistance: A Study of Marginal Women	Udita Singha	312
Voices in the novel of Bama's <i>Karukku</i>	Dr. Uttam Kumar Jena	315
Portrait Of A Woman By A Woman	Dr. Debasri Basu	321
The Geo-Politicized Body : Representation of Woman in Partition Narratives		
Women Poets of Indian English: The Long Road to Canonicity		

বিদ্রোহী পরম্পরায় নারীর বিবর্তন : ‘খনামিহিরের টিপি’

সভ্যতার আদিলগ্নে কখনও নারীতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্বের কথা জানা গেলেও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর সেই ভূমিকা অস্বীকৃত হয়েছে, আর ক্ষমতার শীর্ষস্থান অধিকার করে নিয়েছে পুরুষ। তারপর আবহমান কাল ধরে সেই একই ধারা নিরঙ্কুশভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে কাল ও সভ্যতার ইতিহাসে। আর কালের অমোঘ নিয়মে শাসিতের প্রতি শাসকের আচরণ ও অবদমন নীতি প্রযোজ্য হয়েছে যুগে যুগে পুরুষ শাসকের দ্বারা শাসিত নারীদের প্রতি। আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষ শাসকের সেই শাসন মেনে নিতে নিতে তা একসময় নারীর সংস্কার ও মজ্জায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই সমালোচক বলেন —

দীর্ঘদিন ধরে শুনতে শুনতে, ভাবতে ভাবতে, অনুশীলন করতে করতে সমাজের দৃষ্টিটাই অভ্যাস হয়ে যায় মানুষের। দীর্ঘদিন ধরে এই সমাজের দৃষ্টি, পুরুষেরই দৃষ্টি। বহুদিনের অনুশাসনে মেয়েদেরও অভ্যাসে মিশেছে এই দৃষ্টিভঙ্গি, নিজেদেরই অনেক সময় দেখে পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে, বহুদিনের পরাজিত জাতি যেমন নিজের সংস্কৃতি ভুলে আত্মস্থ করে শাসকের সভ্যতাকে।’

তাই অসহায়ভাবে অন্দরমহলের সীমায় আবদ্ধ অধিকাংশ নারী তার বাইরে যাওয়ার স্পর্ধা দেখাতে পারেনি। কিন্তু বেঁচে থাকার মধ্যে প্রতি পদে এই অসাম্যকে মেনে নিতে না পেরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের দাবিতে উদ্বেল হয়ে ওঠা অন্দরমহলের দু-একজন নারীর কণ্ঠে কখনও ধ্বনিত হয়েছে অভিযোগ অনুযোগ ও প্রতিবাদের সুর। আর তার জন্য তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে আরও গুরুতর বাধার। স্বাভাবিক জীবনযাপনের চাহিদায় উন্মুখ সেই নারীর বিরোধিতা করেছে তার ঘর ও বাহির। তাকে আঘাতে জর্জরিত করেছে পুরুষতান্ত্রিকতায় আবদ্ধ তার পরিবার ও সমাজ। তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। ঘর-বাহির পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সেই সংগ্রাম বয়ে চলেছে অবিরাম ধারায়। আর তা যুগে যুগে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করেছে ভিন্ন প্রজন্মের বুকে। তাকে এই সংগ্রামে করেছে অনুপ্রাণিত। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অব্যাহত থেকেছে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারীর সোচ্চার বিদ্রোহ। নিজস্ব ধরনে নিজের অবস্থান থেকে আপন অধিকারের দাবিতে তাদের সেই লড়াই প্রবাহিত থেকেছে। আর নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাহিত্য রচয়িতাগণ তাঁদের লেখায় নারীর প্রতি সমাজের এই অনাচার ও নারীর প্রতিবাদকে নানাভাবে ভাষারূপ দান করেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর লাঞ্ছনা অপমান এবং বিদ্রোহের কাহিনি অসংখ্য গল্প-উপন্যাসের বিষয় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। প্রখ্যাত লেখিকা বাণী বসুর কলমে নারীর জীবনের এই ভাঙা-গড়ার ইতিহাস বারবার রূপায়িত হয়েছে। একজন নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর জীবনকথা ভিন্ন মাত্রা ও ভিন্ন অনুভবে ধরা পড়েছে সেখানে। তাই আমরা বাণী বসু রচিত খনামিহিরের টিপি (২০০৭) উপন্যাসে কয়েক প্রজন্মের নারীর সেই যন্ত্রণা ও সংগ্রামের

BHASAPATH Page 95 of 98

ISSN : 2455 9512

ESSAYS IN PHILOSOPHY

Vol.-IV, Issue No. I

March-May 2018



Chief Editor
Abhijit Bandyopadhyaya

Guest Editor
Anupam Jash

BHASAPATH

A Peer Reviewed Journal
Special Philosophy Issue
Essays in Indian and Western Philosophy

ISSN: 2455-9512

Regd. No. WBBEN/2015/64674

Vol-IV, Issue No.-1

March - May 2018

Date of Publication

22 April 2018

Chief Editor

Abhijit Bandyopadhyaya

Guest Editor

Anupam Jash

Editorial Board

Siddheswar Acharya, Sanat Banerjee, Biswajit Guin,
Subha Roychowdhury, Arup Banerjee, Anupam Jash,
Koushik De, Shyamacharan Karmakar, Subhadip Sen Sharma

In Collaboration With Department of Philosophy
Bankura Christian College, Bankura

Composed by

Aditya Singha [9333205761]

Printed at

Aksharbinyas, Katwa, Purba Bardhaman

Published by

Indrani Banerjee

Editorial House

Nirjhar Smriti, Kalitala, Madhuban

Kalna, Purba Bardhaman, 713409

Contact : 9434573352 / 9932250071

Email : bhasapath@gmail.com

Website : www.bhasapath.com

Price : 1200.00 [for this special issue]

সূচি

১. ন্যায়বৈশেষিক মতে অভাবের লক্ষণ, স্বরূপ ও তার বিচার	দীপক গরাই	৭
২. মোক্ষের স্বরূপ : জৈন ও বৌদ্ধ মতের একটি সমীক্ষা	দয়াময় মাজী	৯
৩. ভারতীয় দর্শন ও প্রমাণতত্ত্ব	চিন্ময় মাইতি	১৪
৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও তার প্রাসঙ্গিকতা	কৌশিক পাত্র	২১
৫. ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তির অভিন্নতার ধারণা	স্বর্ণালী মুখোপাধ্যায় ও ড. সমরকুমার মণ্ডল	২৮
৬. ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক সম্প্রদায় মতে মুক্তি বা মোক্ষ	রাজিবুল খান	৩৮
৭. ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব	প্রসেনজিৎ মণ্ডল	৪৩
৮. প্রসঙ্গ : জৈন প্রমাণতত্ত্ব	অনুপম যশ	৫৩
৯. জৈন দর্শনে ঈশ্বর : একটি সমীক্ষা	সুমিতকুমার নায়েক	৬২
১০. নিষ্কাম কর্মের প্রাসঙ্গিকতা	রাকেশ মণ্ডল	৬৬
১১. আধুনিক শিক্ষায় যোগ দর্শনের ভূমিকা	তানিয়া দাস	৭১
১২. ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশে 'যোগ'	অনুপ বাগ	৭৫
১৩. মানুষের ধর্ম : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	সুকুমার সাহ	৮০
১৪. বর্ণব্যবস্থা ও আন্দোলন	তাপস পাটোয়ারি	৮৭
১৫. মোক্ষস্বরূপবিমর্শ অদ্বৈত মতানুসারে জীবনযুক্তি ও ক্রমমুক্তির স্বরূপ বিচার	সুস্মিতা মিত্রি	৯২
১৬. ভারতীয় দর্শনে সর্বভূতহিতভাবনা	রাজীব সিনহা	১০০
১৭. বৌদ্ধ দর্শনের 'শূন্যবাদ'-এর একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা	গৌরী ঘোষ	১০৬
১৮. ন্যায় বৈশেষিকসম্মত শরীর-সমীক্ষা	ডালিম শেখ	১১০
১৯. হাইডেগারের দর্শনে মানবসত্তা ও মৃত্যুর ধারণা : একটি অনুসন্ধান	কল্যাণ মুখার্জি	১১৪
২০. ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ ও মুক্তিলাভের বিবিধ পন্থা	রুবি রানা	১২০
২১. শিক্ষায় বৌদ্ধদর্শন ও শিক্ষাগত পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের বিশেষ উল্লেখ	নন্দলাল মণ্ডল	১২৫
২২. বিশ্বায়নের আলোকে সংস্কৃতি	মৌছন্দা ঘোষ	১২৯
২৩. বর্তমানকালীন পরিবেশমূলক সঙ্কট মোচনে মনুসংহিতার উপযোগিতা	পারমিতা বসু	১৩৫
২৪. চিৎসুখাচার্যসম্মত জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব	ড. টুসি ভট্টাচার্য	১৪১
২৫. নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে Surrogate Motherhood	সায়নি ভট্টাচার্য	১৪৮
২৬. রবীন্দ্রদর্শন, বৈদান্তিক ভাবনা ও পল্লি উন্নয়ন	দীপা গোস্বামী	১৫৪
২৭. রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শন ও বর্তমান প্রেক্ষিতে	ড. গুরুপদ অধিকারী	১৫৮
২৮. স্রশ হত্যা পরিপ্রেক্ষিতে : নারীর অধিকার ও আইনগত দিক	ড. কোয়েল কোলে	১৬৩
২৯. শুধু বেঁচে থাকা নয়, কতটা এগিয়ে এসেছি— একটি দার্শনিক আলোচনা	অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৮

English Section

1. The Place of Moral Values and Sprituality in Education	Dr. Sunil Kumar Das	173
2. Bhagavad-Gita and its importance in our life	Soumen Roy	180
3. A Note of Middle path in Nāgārjuna's Philosophy	Anindita Mukherjee & Dr. Kuheli Biswas	185
4. Environmental Philosophy of Vandana Shiva An Exploration	Surajit Das	191
5. Was There a Concept of Relative Time in Atharva Veda?	Basundhara Ganguly	199
6. The Jaina Concept of Self (ātma): A Critical Analysis	Tapas Roy	207
7. Humanistic Existentialism of Jean-Paul Sartre	Md Moklesur Rahaman	212
8. Justified Violations insights from Media Ethics	Arpita Chauni	219
9. Three Basic Components to the Study of Religion	Debapriya Ghosh	226

JUSTIFIED VIOLATIONS INSIGHTS FROM MEDIA ETHICS

Arpita Chauni

Assistant Professor, Department of Philosophy

Kabi Jagadram Roy Government General Degree College, Mejia, Bankura

We are social animal and communication is a central feature of humanity. There are only two ways in which human beings can communicate- by writing or by talking to each other and by using gestures. In three modes in which people can communicate are- intrapersonal, interpersonal and mass communication. Each communication system involves a number of people in a specific way. However the most important, kind of communication among people is mass communication. It is a kind of communication from one person or from a group of persons through a transmitting device (a medium) to a large audience. Medium is the means by which a message reaches an audience. The plural of the word 'medium' is media. When we discuss about more than one medium, we refer to as 'media'.

An old proverb says, 'pen is mightier than sword'. Now-a-days with the advancement of media, the proverb takes a new looks, as 'media is mightier than sword'. If we think deeply, then surely this is so. 24x7 news and entertainment channels have made the citizens

of our country more enlightened and confident about the current and contemporary scenario. By the help of sensible media we feel more equipped and always ready to fight against every odd because media facilitates us to become more aware of our rights and privileges and itself acts as the catalyst to our combats against oppression when those rights and privileges are denied to us. Thus, the people of this largest democracy have found a means or mode to raise their voice against atrocities on them or their fellow mates. The era of communication, along with all its success, no doubt invites co-lateral hazards too. The power of media is like electricity. With the help of electric supply we can turn our dwelling unit to a very comfortable place to live in- by using fans, lights, micro-ovens, washing machines, heaters and so on- so long we use them correctly and systematically. All electric appliances invite tremendous hazards and accidents if they are used incorrectly or casually. Media is like electricity. It helps the individual and the society with its powerful energy in every walk of life; but on the other